গুরু-কৃপা-ধারা

(কবিতামালা)

দ্বিতীয় খণ্ড

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্" ॥

শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ

প্রকাশক
শ্রীপরেশচন্দ্র পাল
বাসুদেবপুর, পোঃ বাণীপুর
হাওড়া

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৬

প্রাপ্তিস্থান
১। জয়গুরু ভবন
বাসুদেবপুর, পোঃ বাণীপুর
হাওড়া

২। শ্রীগুরু তৈল শিল্পাগার
গোলাপবাগ, পোঃ আন্দুল-মৌড়ী
হাওড়া

৩। রাজগঞ্জ ফার্মেসী
পোঃ বাণীপুর
হাওড়া

মুদ্রক
ধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

বাসুদেবপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় কানাইলাল সাধুখাঁ (কানাই দা) তিনি আমার বহুদিনের পরিচিত। পূর্বে জানিতে পারি নাই তাঁহার মধ্যে আছে এমন অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার। আজ বুঝিয়াছি, তাই লিখিতে বসিলাম নিবেদন-খানি। তিনি গৃহী হইয়াও ত্যাগীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। সংসার জীবনের মালিন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবন সরল স্বচ্ছ এবং অমায়িক। অতিশয় তদ্গতচিত্ত ও গভীর অনুভূতিযুক্ত না হইলে এইরূপ ভাবের কবিতা লেখা সম্ভব নহে। তাঁহার ভাষা অতিশয় সরল এবং প্রাঞ্জল। তাঁহার দীক্ষাগুরু বেদান্তাচার্য স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ও শিক্ষাগুরু ভাগবত গঙ্গোত্রী শ্রীমৎ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীর করুণা ব্যতীত এইরূপ প্রাণস্পর্শি কবিতা লেখা সম্ভব হইত না। লেখক যে ভক্ত ভাবুক আর প্রেমিক, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতি তাঁহার ভাষা এবং ভাবের ঘনিষ্ঠতায়-দিব্যরসের পবিত্র এবং প্রগাঢ় স্পর্শে ভগবৎ সম্বন্ধের আনন্দে আমাদের চিত্তকে তরঙ্গায়িত করে। তাঁহার অমৃতময়ী কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্মৃতিতে তা ধরিয়া রাখিতে পারিনা। কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হইতেছে তিনি সর্বধর্ম-সমন্বয়ী। আমি এই গ্রন্থের সুবহুল প্রচার কামনা করি।

কবিতাগুলি পাঠ করিয়া যদি একটি ভাগ্যবানের জীবনেও আসে পরিবর্তন, এমনকি চলার পথে খানিক থমকে দাঁড়িয়ে অনুমাত্র অবসরও পায় একটু ভেবে দেখার, তা হলেই কবির কবিতা লেখা সার্থক। গ্রন্থপাঠে প্রেমিক ভক্ত ও মরমী পাঠক দেখিতে পাইবেন—কবিতাগুলি পরম শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারের নিরপেক্ষ সাধনার ধন। তাই গ্রন্থের অপূর্বতা বলিয়া কহিয়া বুঝান যায় না। আস্বাদ্য বস্তু ব্যক্তব্য নহে। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি কানাইদা সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া কবিতা লেখায় ডুবে থাকুক।

আজ আমি আগ্রহী হইয়া কবিতাগুলি প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছি বটে কিন্তু আমার অনভিজ্ঞতাহেতু ভুল ত্রুটী থাকা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকবর্গ সেগুলি জানাইলে সংশোধনের চেষ্টা করিব এবং নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব।

ইতি—

শ্রীপরেশ চন্দ্র পাল

শ্রীগুরু-আশীর্বাদ

জয় জগদ্বন্ধু হরি

একটি কবিতাগ্রন্থ—"গুরুকৃপাধারা" হাতে আসিল। গ্রন্থন করিয়াছেন শ্রীকানাই সাধুখাঁ। কবিতাগুলি সুন্দর প্রাণস্পর্শী, গুরু-কৃপায় ভরপুর সাধকের অনুভূতিপূর্ণ নিজ মর্মস্থল হইতে উৎসারিত। এগুলি মনপ্রাণ দিয়া আস্বাদন করা ছাড়া, কিছু মন্তব্য করা ধৃষ্টতা।

অতি বিশাল সাগরের মত তার হৃদয় উদার, একটি ছোট্ট ধর্ম কবিতায় লিখিয়াছেন—

যাতে জগৎ আছে ধৃত অবস্থিতি যার সর্বত্র
প্রকৃতই ধর্ম তিনি হন,
তারে পেতে বহু পথ বিশ্বে আছে বহু মত
শুধু তারে লাভের কারণ। পৃঃ ৬৩

এই ঔদার্য নিরুপম। কবির নিন্দা প্রশংসায় সমদৃষ্টি তাই উপসংহারে লিখিয়াছেন—

নিন্দা কুৎসা অপমান যে যা দিবে মোরে
শ্রদ্ধাসহ তাহা আমি লেব শিরোপরে। পৃঃ ২২৮

কবি অহংকারহীন, সবই গুরুদেব করান এই অনুভব তার প্রাণভরা —তাই লিখিয়াছেন:

করুণা রূপেতে ফুটি গুরুকৃপা
করিয়া আপন হারা
ফুটায়েছে তিনি ফুল জলরূপে
এই গুরুকৃপাধারা। পৃঃ ১৫

লেখক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন—এটি পূর্বে পড়ি নাই—অতি চমৎকারী—

বাঁশী কহে মোর কিছু নাহিক গৌরব
কেবল "ফু"য়ের জোরে মোর কলরব
'ফু' কহিল আমি মিছে শুধু হাওয়াখানি
যে জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি। পৃঃ ১৭

কবি লেখক কানাইলাল কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া একটি ভিক্ষা চাহিয়াছেন আরাধ্য দেবতার নিকট—

এই ভিক্ষা মাগি আমি যে ভাবে যখন থাকি
তুমিই আমার তাই সদা যেন মনে রাখি। পৃঃ ১৯

কবি কানাই লালের বিশ্ব জগতের প্রতি যে দৃষ্টি, তাহা অতি উচ্চ-স্তরের বৈষ্ণবোচিত—

শ্রীকৃষ্ণই মহাসিন্ধু স্বীয় শক্তিলয়ে।
আনন্দ লীলাতে নিত্য আছেন মগ্ন হয়ে॥ পৃঃ ১০১

কবি অতি সাধারণ মাদৃশ নরনারীর জন্য স্বর্গ নরকের সংজ্ঞা দিয়াছেন সরল ভাষায়—

প্রেম-প্রীতি হৃদয়ে যার
সংসারটাই স্বর্গ তার
হিংসা দ্বেষ হৃদয়ে যার
এ সংসারই নরক তার। পৃঃ ১০৬

কানাইলালের লেখায় মর্ম-ভেদী বেদনা আছে উদ্বেলিত চেতনা আছে, যারা পরশ পাথর খোঁজে তাদের জন্য টুকরা টুকরা রত্নখণ্ড ছড়ান আছে। সর্বোপরি কবির কবিত্ব আছে।

কাব্যে যে সৌন্দর্য আছে তাহার উৎস অনুসন্ধানে পাইলাম—তিনি একটি ভাবনায় বিভাবিত—তাঁহার জীবন যন্ত্রটিকে অবলম্বন করিয়া তার প্রাণের দেবতা কিঞ্চিৎ মধুপান করিতেছেন, তাঁহার এই ভাবনার মধুর সূত্রধারা পাইয়াছেন বিশ্বকবির বিশ্ববিখ্যাত একটি সকল ভক্তসাধকের প্রাণ নিঙড়ান কবিতায়। কবিতার প্রথম স্তবক তিনি উদ্ধৃতি দিয়াছেন ২২১ পৃষ্ঠায়—

হে মোর দেবতা
ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ
করিবারে পান
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

অলমিতি—
জয় জগবন্ধু
একবিন্দু লুটে তৃপ্ত
দাস—শ্রীমহানামব্রত—

মুদ্রণ প্রমাদ বা ভ্রম সংশোধন

পাতার নং	লাইনে	হয়ে গেছে	হবে
প্রকাশকের নিবেদন	১৯	গস্থ	গ্রস্থ
১	৫	প্রাপ্ত হর	প্রাপ্ত হয়
২৬	৯	বাত্তকা	বত্তিকা
২৬	১১	উষাময়	উষাসম
৩৫	১৬	নিশ্চপ	নিশ্চুপ
৪২	৯	এ দীন	এ দীনে
৪৬	২২	দৃষ্টির উর্দ্ধে	সৃষ্টির উর্দ্ধে
৫৬	৬	প্রয়োজন নাই মোরে	প্রয়োজন নাই মোর
৭১	৭	উকি ঝুঁকি	উঁকি ঝুঁকি
৮৬	৩	বোধেতে তোম	বোধেতে তোমার
১০৫	৯	সেই আছে	সে আছে
১১৭	২৩	আসিয়া নিশ্চুপ	আসিয়া নিশ্চুপে
১১৯	১৭	দেখোনো হে	দেখোনা হে
১২০	১৫	কোন্ স্বার্থ	কোন স্বার্থ
১২৭	১১	হয় সে করিতে	হয় যে করিতে
১৩২	২	রয়ে গেলাম	বয়ে গেলাম
২০৪	৫	ত্য স্বরূপ	সত্য স্বরূপ
২১৬	৮	ভার পুষ্ট	ভাব পুষ্ট
২১৮	৯	রাজা গুণে	রজো গুণে
২২১	৫	সুখ দুঃছে	সুখ দুঃখে
২২৫	১৮	দেখছিস রে	দেখেছিস্ রে
২২৭	২৩	দেখতে হে চায়	দেখ্‌তে যে চায়

সূচীপত্র

নিগূঢ় তত্ত্ব

বিরাট বট মহীরুহ যেমন বট-কণিকা হইতে উদ্ভূত তেমনি অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড,—পরমাত্মা ব্রহ্ম বা ওঁকার বিন্দু হইতে সৃষ্ট। তাই জীব জগৎ ও জগতের প্রতি বস্তু বা পদার্থ ব্রহ্ম সত্বায় সত্তাবান। যিনি পরম অর্থাৎ পরমাত্মা ব্রহ্ম নিরঞ্জন, তিনি যখন শক্তি স্বরূপ গ্রহণ করেন বা তাঁহার শক্তি বাহিরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়; তখন তাঁহার নাম মহামায়া। এই মহামায়া দ্বিবিধ প্রকৃতিতে প্রকটিত হয়েন।

আর একটু খুলিয়া বলি,—ঐ যে পরমাত্মার পরম ভাব, উহার এক অংশে স্বভাবতঃ লীলা কৈবল্য বশতঃ একটা অহংবোধ ফুটিয়া উঠে; অহংবোধটি ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত যে স্বরূপ তাহা অবাঙ্মনসগোচর।

যেই অহংবোধ ফুটিয়া উঠিল, অম্‌নি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহামায়া প্রকাশ পাইলেন। ঐ প্রথম যে অহংবোধ জাগিল ঐ আমিটি মহান ও এক; তখন দ্বিতীয় আর একটা আমি ছিল না। সেই এক আমির ইচ্ছা হইল—বহু ভাবে প্রকাশ হইব, বহুত্বের খেলা খেলিব। আনন্দ ও চৈতন্য যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার এই ভাবের প্রকাশকে লীলাই বলে, তাই তাঁহার ঐ "বহুত্ব-লীলার" ভিতরেও অখণ্ড আনন্দ ও চৈতন্য অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থিত। ঐ আমি-মা, আনন্দের প্রেরণায় স্নেহের উচ্ছ্বাসে—নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ ও কার্য কারণ ভাব গ্রহণ করিয়া নিজেই হইলেন—মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, আকাশ বায়ু অগ্নি জল স্থল, সূর্য্য চন্দ্র অণু পরমাণু জীবাণু, কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী, মানব দেবতা অসুর, দিক কাল-কর্ম,' ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য, কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপু, এক কথায় সব হইলেন। সব হইতে গিয়া তাঁহাকে শব পর্যন্ত হইতে হইল অর্থাৎ জড় পর্যন্ত তিনি।—আর কেহ নহেন

ভগবদ্গীতায় এই দ্বিবিধ প্রকৃতির কথা উল্লেখ আছে যথা—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৭।৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৭।৫
এতদ্‌যোণীনি ভূতানি সর্বাণী ত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭.৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭।৭

প্রকৃতি দ্বিবিধ। জীব ভাবীয় প্রকৃতিকে "অপরা" বা অজ্ঞান প্রকৃতি বলে আর মহতী বা চেতন প্রকৃতিকে "পরা" প্রকৃতি বলে। এই উভয় প্রকৃতির নাম বিদ্যা ও অবিদ্যা—পরা ও অপরা।

সোজা কথায় বলিলে বলিতে হয়, মহামায়ার জগৎ মুখী বিকাশের নাম অপরা প্রকৃতি" এবং পরমাত্মাভিমুখী বিকাশের নাম "পরাপ্রকৃতি"। উভয় প্রকৃতি—গুণত্রয় বিভাবিনী।

জীব ভাবীয় প্রকৃতি যেরূপ সত্ত্ব রজো তমোময়ী, মহতী প্রকৃতি সেই-রূপ ত্রিগুণাত্মিকা। পরা প্রকৃতির যে স্থলে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি, অপরা প্রকৃতির সেইটাই সর্ব প্রথম বিকাশ বা পরিণাম। পরা প্রকৃতি তমোগুণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব গুণরূপে আর অপরা প্রকৃতি যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ রূপে অভিব্যক্ত হয়। অপরা প্রকৃতির সর্বশেষে এবং পরা প্রকৃতির সর্ব প্রথমে তমোগুণ। সত্ত্বগুণ উভয় প্রকৃতির সন্ধিস্থল।

নিদ্রা তন্দ্রা মোহ আলস্য জড়তা প্রভৃতি অপরা প্রকৃতির তমোগুণের ধর্ম, আর সর্বভাবের বা বহুত্বের বিলয় পরা প্রকৃতির তমোগুণের ধর্ম। কারণ সর্বভাবের বিলয় তমোগুণে হয়।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে মহামায়ার জগৎমুখীভাব বিকাশকে অপরা প্রকৃতি বা জীব প্রকৃতি বলে এবং পরমাত্মাভিমুখী ভাব বিকাশকে পরা প্রকৃতি বা ঈশ্বর প্রকৃতি বলে। জীব ভাবীয় প্রকৃতি ঈশ্বর ভাবীয় প্রকৃতির ছায়ামাত্র বলিয়া সে কিছুই করিতে পারে না, ইহা জীব যত-দিন না বুঝিতে পারে ততদিন তাহার অভিমান যায়না, দেহকে আমি

ধরিয়া কর্তা সাজিয়া থাকে। তাই রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—সকলই তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করমা লোকে বলে করি আমি। এখানে "আমি শব্দে দেহেতে আমি অভিমান, আর তারা শব্দে-শক্তি ঈশ্বর বা চৈতন্যময়ী মা; সহজ কথায় অমরা ইহাঁকেই "প্রাণ" বলিয়া থার।

উপরোক্ত ঐ যে "আমি অভিমান," ঐ অভিমান দূর হইলেই ছায়াকে অর্থাৎ জীব ভাবকে আর একটা পৃথক সত্তাবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া অনুভব হয় না। প্রতিবিম্বের যে কোনও স্বতন্ত্রতা নাই, বিম্বের সত্তাই যে প্রতিবিম্বের সত্তা, ইহা তখনই ঠিক ঠিক উপলব্ধি কারতে পারা যায়। একমাত্র আত্মাই যে আছেন, ইহা উপলব্ধি করিবার সহজ উপায়—সর্বভূতে ছায়া দর্শন। যাঁহারা সত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা সৎএর প্রাণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা চিৎ এর অর্থাৎ যাহা সৎ তাহাই চিৎ;—এহ সৎ চিৎ এর অনুভূতিতে আসিয়াছেন, তাঁহারাই এই জীব জগৎকে যথার্থই ছায়া রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মহানগরীর ন্যায় এই নামরূপ বিশিষ্ট স্থূল বিশ্ব তাঁহাদের নিকট যথার্থ ছায়াবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহারা এই সৎ চিৎ এ প্রতিষ্ঠিত হন নাই তাঁহারা মিথ্যা ভ্রান্তি বলিয়া এই চিচ্ছায়াকে যতই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করুন না কেন, যতদিন তাঁহাদের স্থূল দেহ আছে অর্থাৎ এই জড় দেহকে আমি বলিয়া অভিমান আছে, যতদিন এই দেহ সহ সর্ববস্তু বা বিশ্ব-দৃশ্যকে চিচ্ছায়া এবং প্রাণকে চিৎ বা চেতন বলিয়া হুঁস্ না আসে, ততদিন সহস্র চেষ্টাতে সহস্রবার মিথ্যা বলিলেও এভাব দূরীভূত হয়না অর্থাৎ এই দেহ, বিষয় ও বিশ্ব যে স্বপ্নবৎ মিথ্যা—ইহা কখনো বোধে আসেনা।

বিদ্যা-অবিদ্যা ভেদে বিদ্যাই দ্বিবিধ। যাহা স্বপ্রকাশ স্বরূপা তাহার বিরোধী কিংবা আবরক কিছুই থাকিতে পারেনা,—তাহাই বিদ্যা। এই বিদ্যা যখন জীব ও বিষয়াদি রূপে প্রকটিত হয় তখন তাহা অবিদ্যা, অর্থাৎ এক অহং বহু হওয়ার নাম অবিদ্যা। যোগবাশিষ্টে একটি চমৎকার

উপদেশ আছে, যথা—"ব্রহ্মকে বিষয় ভাবিতে ভাবিতে; বিষয়ে এসেছ আবার বিষয়কে ব্রহ্ম ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্ম হও বা ব্রহ্মে মিলিয়া যাও"; ইহাই সাধনা।

মধ্যাহ্ন সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকিলে যেমন দেহের ছায়া পড়ে না, যত মাথার উপর হইতে পার্শ্বে সরিয়া যায় ততই দেহের ছায়া দীর্ঘ হইতে থাকে, তেমনি চৈতন্য বা প্রাণ সূর্য যখন মাথার উপর থাকে অর্থাৎ আত্মা বা আমি ব্যতীত কিছু নাই, এই বোধ নিত্যস্থির থাকে তখন দৃশ্যবর্গ বা দেহ থাকে না। আবার মাথার উপর হইতে এই নিত্য-বোধ স্বরূপ প্রাণসূর্য সরিয়া যাইলে দেহ বা দৃশ্যবর্গ প্রকাশ পায়।

অবাঙ্মনসগোচর নিজ বোধস্বরূপ আত্মাকে—বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না,—তবুও এইভাবে আত্ম অনুশীলনের দ্বারা আত্মবোধে আসিতে হয়। জীব প্রকৃতি যখন তমো ও রজোগুণের প্রাধান্যকে অভি-ভূত করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত হয়, তখনই পরা-প্রকৃতির রজোগুণের ক্রিয়াশীলতার দ্বারা ঐ সত্ত্বগুণ প্রলয়াভিমুখী হয় অর্থাৎ পরা প্রকৃতির তমোগুণে বিলীন হয়, সুতরাং যে সাধক সাধনায় অগ্রসর হইয়াছে,—তাহার নিকট মহামায়ার এই তামসী মূর্তির আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। কারণ বহু ভাবেচ্ছামূলক আনন্দ সত্ত্বগুণ হইতে সঞ্জাত। সত্ত্বগুণের অভি-ব্যক্তি তমোগুণ হইতে, তাই বহু ভাবেচ্ছামূলক আনন্দকে তমোগুণে বিলীন করিতে হইলে মধ্যবর্তী রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা বা প্রাণের জাগরণ একান্ত আবশ্যক; অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু ভাব, পদার্থ বা দৃশ্য আছে—সবই প্রাণ, ইহা সর্বদা চিন্তা করা, ধ্যান করা জপ করাই সাধনা। ইহাই ধারণা, ধ্যান, সমাধি-সর্ব ভাব হইতে মুক্তি। সুতরাং এই মুক্তিতে সাধক যে জ্ঞানলাভ করে তাহাই—

"ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধী সাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥"

স্মরণ ও আবাহন

সব তুমি। বোধে এস মা তারিণী—
জাগরণ হবে তবে গো জননী।
সুষুপ্তির কোলে যে শান্তি মা মেলে—
জাগরণে তাহা লভিব গো আমি ॥

আছে "মা" এভবে কত কথাকথী
কি হবে তা জেনে ঘেঁটে পাঁজিপুঁথী।
যোগহীন জনে বাক্‌জাল বুনে
পায়না দর্শন তোমার জননী ॥

তুমি স্নেহে গ'লে বোঝালে 'কমলে'—
মা ছাড়া যে জ্ঞান তাহা যে অজ্ঞান।
সবে মা মা ব'লে প্রাণে না ফিরিলে
যাবেনা অজ্ঞান ; জ্ঞানে কভু মিলে ॥

নমি নমি নমি তব পদে আমি
প্রাণে লক্ষ্য দিতে শিখালে মা তুমি।
মনেন্দ্রিয় বুদ্ধি এদেহ ভাবাদি
সবই প্রাণ বলে ভাবি যেন আমি ॥

ভুদৃশ্য তোমার প্রাণের বিস্তার
পড়ে চোখে যার, পায় সে নিস্তার।
আছে বিশ্ব যাতে, সেই "প্রাণ তোমাতে"
যে মজেনা তার বাড়ে হাহাকার ॥

বিশ্বের সবেতে সকল বস্তুতে
যে গো প্রাণ দেখে,—সে মা যোগে থাকে।
অবিশ্বাস সন্দেহে যে মানেনা তাহে
জ্বলে দুঃখানলে দিবস রজনী ॥

প্রতিটি মানুষের স্বকীয় অতীত জীবনের ইতিহাস এই যে, প্রতিটি মানুষ ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে এবং ব্রহ্মই সকলের গন্তব্য স্থল, অর্থাৎ সকলকেই ব্রহ্মে মিলিতে হইবে। যতদিন মিলিতে না পারিবে, ততদিন আসা যাওয়া থামিবে না। এই ইতিহাস সাধারণের জানা নাই বলিয়া দুঃখ পায়। যেদিন মানুষ, না-না ব্রহ্ম নিজেই অখণ্ড একত্ব ও অখণ্ড আনন্দ হইতে প্রথম ক্ষুদ্রত্বের অভিনয়ে বহুত্বের আনন্দে লুব্ধ হইয়াছিলেন, সেইদিন সেই মুহূর্ত হইতে নিরঞ্জন ব্রহ্মই মহামায়ারূপ পরিগ্রহ করিয়া একদিকে মহতী চেতনাময়ী "পরা প্রকৃতি" রূপ ধারণ করিলেন এবং অন্যদিকে অজ্ঞানরূপিনী "অপরা প্রকৃতি" হইয়া অণু পরমাণু স্থাবর জঙ্গম রূপ গ্রহণ করিলেন। তারপর নানা জীবরূপে বিচিত্র নানা যোনি সম্ভূত বিভিন্ন লীলা সম্পাদন করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই মহামায়াই বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুই-ই। বিদ্যা জ্ঞানময়ী; এই জ্ঞানময়ীর স্বকীয় স্বরূপের যে অজ্ঞানতা তাহাই অবিদ্যা; অর্থাৎ বোধ যখন স্ববোধকেও বোধ করেনা তখনকার সেই ভাব,—সেই লীলাময় ভাবের নাম অবিদ্যা অজ্ঞান শক্তি বা ভ্রান্তি।

নিজকৃত এই যে ভুল, এই ভুল ভাঙা কি অসম্ভব? যদিও আপাত দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তথাপি এই অসম্ভব সম্ভব হয়; সহজ হয়—ভুলের প্রতি লক্ষ্য ফিরিলে। আবার ইহা জটিলতা ধারণ করে ও অসম্ভব হইয়া উঠে ভুলের প্রতি লক্ষ্য না ফিরিলে।

তাই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপিনী "শাস্ত্রময়ী মা"—এই ভুল ভাঙিবার জন্য আত্মযোগের পথ দেখাইয়াছেন—"বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" অর্থাৎ মহাপ্রাণময়ী মহামায়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যেখানে যাহা কিছু আছে সবই তিনি। এই সর্বাত্মবোধ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ব্রহ্ম স্বরূপে উপনীত হইবার এই একটী মাত্র পথ,—ইহা সর্বদা স্মৃতিতে রাখিলে জীবই "শিব" হইয়া যায়।

এই বলিয়া মহাপ্রাণময়ী মায়ের শ্রীচরণে ভক্তি পূর্বক প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইলাম।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

(ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব রচিত "সাধন সমর" গ্রন্থের তত্ত্ব অবলম্বনে)

অমৃত কথা

খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতি বিচার সব প্রবর্তকদিগের [যাহারা ধর্মানুষ্ঠান সবে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের] জন্য। প্রভুতে যাহাদের মন নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কিছুতেই কিছু হয় না। আসল কথা, তাঁতে চিত্ত নিবেশ করা চাই। মনে আছে বোধহয়, স্বামীজীর [স্বামী বিবেকানন্দের] কোন গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবে —তিনি বলিতেছেন যে 'এক টুকরো মাংস বা আর কিছু অশাস্ত্রীয় ভক্ষণে যদি ঈশ্বরের করুণাসাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে এমন ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া কি হইবে?' অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ায় বড় কিছু আসে-যায় না। ভাব শুদ্ধ করিতে হইবে। শূকরের মাংস খাইয়াও মন যদি ঈশ্বরচিন্তা করে, তবে তাহা হবিষ্যতুল্য। আর হবিষ্য খাইয়া যদি হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি মনোমধ্যে রাজত্ব করে, তা হইলে সে হবিষ্য ভক্ষণে কি ফল হইবে?…'আমি হবিষ্যাশী' এই ধার্মিকাভিমান আসিয়া ভোক্তাকে আরও অধোগামী করিবে।

ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, খাদ্যাখাদ্যের কোনও বিচারের প্রয়োজন নাই। …ইহাতে ষোল আনা মন দিতে হইবে না, এই কথাই বলা হইতেছে। ষোল আনা মন এক ভগবানেই দিতে হইবে, তারপর আর সব। 'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো' না হয়। আঁচলে গেরো বাঁধা তো সোনার জন্য। যদি সেই সোনাই না রইল তো শুধু গেরোয় কি হবে? সেইরূপ সব নিয়ম, সাধন, ভজন, সমস্ত ভগবানলাভের জন্য। সেই ভগবানলাভ বা সেইদিকে গতি যদি না হয় তো নিয়মাদির কি সার্থকতা। সবই বৃথা। একটা সংগীত মনে পড়িতেছে—

'কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি?
সবেধন অমূল্য রতন হৃদয়ের ধন তুমি ॥
তোমারে লইয়ে, সর্বস্ব ত্যজিয়ে পর্ণকুটীর ভাল।
যখন তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয় কর হে আলো ॥
আমি সব দুঃখ যাই পাশরিয়ে বলি আর যেয়ো না তুমি।
ওহে তোমারে ত্যজিয়ে সংসারে মজিয়ে কেমনে থাকিব আমি ॥
(ধন মান লয়ে কি করিব, সেসব সঙ্গে তো যাবে না।)
তুমি হে আমার, আমি হে তোমার আমার চিরদিনের তুমি।"

এই হচ্ছে ভাব—'আমার চিরদিনের তুমি।' আর সব তো এই আছে এই নাই —দুদিনের। এক তিনিই মাত্র চিরদিনের, তাই তাঁকে নিয়ে যে কোন অবস্থায় থাকিলেও দুঃখ নাই। মহাদুঃখেও তাঁকে হৃদয়ে দেখিলে অপার সুখ, তাই তাঁকে

চাই। তাহলেই হলো, আর কিছুই দরকার নেই।…এক সাধ করিলে সব সাধ পূর্ণ হয়, অনেক সাধ করিলে একটি সাধও পূর্ণ হয় না। যদি তুমি বৃক্ষের মূলে জলসেচন কর, তবে উহা ফুলে ফলে পূর্ণ হইবে, কিন্তু উহার অন্য সকল স্থলে জলসেচন কর, তাহাতে কিছুই হবে না। তাই যাঁহারা তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, প্রভু, তোমাকে ছেড়ে আর কি গ্রহণ করিব? 'সবেধন অমূল্য রতন (আমার) হৃদয়ের ধন তুমি'—এইটি নিশ্চয় করিয়া ধারণা করিতে হইবে।

*　　*　　*　　*

'কর তাঁর নামগান যতদিন দেহে রহে প্রাণ—এই হল সার কথা। জুড়াব প্রাণ প্রাণসখা তোমার নাম গাহিয়ে'—ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা আর কিছুই নাই। প্রীতিঃ পরমসাধনম্। আবার সাধন কি?—সকলে প্রেম। স্বামীজী বলেছেন—'এক তরা করে পারাপার!' জীবনেও তাই পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন। 'অনির্বচনং প্রেমস্বরূপম্ (প্রেমের আস্বাদনের কথা বলিতে পারে না সেইরূপ)' বলিয়া নারদ আবার বলিয়াছেন—'প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে (ব্যক্তিবিশেষে প্রকাশিত হইয়া থাকে)।' এই প্রেমলাভের উপায় বলিয়াছেন—সংকীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমাভিবত্যনুভাবয়তি ভক্তান (সংকীর্তি হইলে তিনি শীঘ্র প্রকাশিত হন এবং ভক্তকে অনুভব করাইয়া দেন)।' তাই তাঁর নামগানের চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ উপায় কিছুই নাই। সেইজন্যই 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। / কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা (কেবল হরির নামই করিবে, কলিকালে অন্য গতি নাই)।' তাই ঠাকুরও গাহিতেন:

'নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার,
কাজ কি আমার কোশাকুশি—
দেঁতো হাসির লোকাচার।'

*　　*　　*　　*

কর্ম করিতে হইবে বইকি! চিত্তশুদ্ধি হইবে কি প্রকারে? …মনে কতটুকু ফলের আশা আছে, মন কতটুকু নিষ্কাম হইয়াছে, স্বার্থপরতা কত আছে ও কত কমিয়াছে—এ সকল জানিবার উপায় এক কর্মেতেই আছে। যখন হৃদয়ে প্রেম আসিবে তখন আর কর্মেতে কর্মবোধ থাকিবে না; কর্ম তখন পূজা হইয়া দাঁড়াইবে। সেই হল ঠিক ভক্তি। প্রথম প্রথম দুই-ই চাই, কর্মও করিতে হইবে এবং সাধনভজনও করিতে হইবে—অবশ্য উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র থেকে

অমৃত কথা

প্রকৃত সাধনা বলতে আমরা কি বুঝব—কোন পথে যাবো ? তোমাদের উৎকৃষ্ট পন্থা হ'ল ক্রমে চলা এবং জীবন পথে, সংসার পথে ব্যতিক্রমকে দমন করা। যে ব্যতিক্রম আমাদের ক্রমের পথকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তাই ক্রমকে উদ্ধার করাই হবে আমাদের একমাত্র সাধনা। ভগবানের নামের ক্রিয়া হতে ক্রমের উদয় হয় এই ক্রমই জীবন পথের ও ভগবান পথের সমস্ত প্রকার ব্যতিক্রম দূরীভূত করে।

ভগবান দেহ উপযোগী দেহার মধ্যে জাগ্রত হয়ে গুরুরূপে নিজ নাম শিষ্যের কর্ণে দিয়ে থাকেন। এই নাম জপ, তপের দ্বারা মানব মানবী ক্রমের মাধ্যমে নামের ক্রিয়ায় ভাগবত-পন্থী হতে পারে।

সাধ্য সাধনার উদ্দেশ্যটিই হ'ল বিভ্রান্তিমূলক অবস্থা সংশোধন করার প্রয়োজন। এই বিভ্রান্তিমূলক অবস্থা যদি সংশোধন হয় তবে আর চাওয়া পাওয়া থাকবে না। ··সবার আগে—তোমাদের ছোট সংসারকেই ক্রমের পথে পরিচালনা কর। তুমি যাঁর আশ্রিত তাঁর সেবা কর। তবেই দেখতে পাবে তোমার সংসারের বাইরে যারা আছে, তারাও তোমার ক্রমের পথে মিশে, ক্রমে চলতে শুরু করেছে। ক্রমে চলতে গিয়ে প্রথমে হয়তো অনেক বাধা বিঘ্ন আসবে, মনে হবে সেবাপরায়ণ হয়েও তো কৈ আমার ভোগবাসনা দূর করতে পারছি না। তখন তোমার নিজের দেহঘরকে সংশোধন করবার চেষ্টা করতে হবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করতে হবে। সংযত এবং সংরক্ষণই ক্রমের পথের মূলকথা। ক্রমের পথে চলবার জন্য তোমাকে সক্রিয় হতে হবে আর ব্যতিক্রমের পথে নিজেকে সংযত করতে হবে। লোভ-কামনা-বাসনা-ক্রোধ-মোহ-পরনিন্দা পরচর্চা জুগুপ্সা ইত্যাদি সংবরণ করলেই দেখবে ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে। ইন্দ্রিয় সংযত হলেই মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে। তখন দেখবে সেই মনুষ্যত্বের বিকাশ প্রকাশ রূপ আকর্ষণ যন্ত্রে বা ক্যামেরায় পরমপুরুষের আকার ধরা পড়েছে। সেই মনুষ্যত্বের ক্যামেরায় যখন তাঁর আকার ধরা পড়ে, তারই নাম পুরুষাকার। যার মধ্যে মনুষ্যত্ব পূর্ণমাত্রায় জেগেছে, সেই পুরুষাকারের অধিকারী—সেখানে ভিখারী, গরীব, বিত্তবানের কোন প্রভেদ নেই।

ঈশ্বরত্ব এবং মনুষ্যত্ব অভিন্ন। যেমন সূর্য ও সূর্যের ছটা অভিন্ন, তেমনি ঈশ্বরত্ব মনুষ্যত্ব সবই পরম সত্যের ছটা। তাই তো বলা: সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। তাহলে দেখা গেল মনুষ্যত্ব দ্বারাই তাঁকে ধরার একমাত্র উপায়।

দেহধর্মের কাজ হ'ল দেহের অগ্নিযোগের মধ্যে যখনই গ্লানি উপস্থিত হয় তখন সেই গ্লানি মোচন করা, তেমনি ব্যতিক্রম যখন আমাদের ক্রমে চলার পথে ব্যাঘাত ঘটিয়ে গ্লানির সৃষ্টি করে, তখন মানবমানবীর মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগিয়ে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্যই শ্রীগুরুদেব যত উপদেশ নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

মনুষ্যত্ব বিকাশের পথেই যত গ্লানি—ক্রমে চলতে না পারাটাই তো গ্লানি। যতক্ষণ পূর্ণচন্দ্র উদয় না হচ্ছে ততক্ষণ গ্লানি থাকবেই। সাধ্য সাধনা এই ব্যতিক্রমকে দমন করবার জন্য—যতটা দমন করা গেল ক্রমের চন্দ্র ততটাই প্রকট হ'ল। প্রতিপদ থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত সময় লাগে এই ব্যতিক্রম দূর করতে। তোমার ক্রমরূপী চন্দ্রকে ব্যতিক্রম গ্রাস করে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেই অন্ধকাররূপ রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হবার জন্যই যত সাধ্য সাধনা। ভগবানকে লাভ করার জন্য সাধ্য সাধনা নয়—এটা আমাদের ভুল ধারণা। যার মধ্যে ষোলকলা বা পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে তার মধ্যেই পুরুষাকার প্রতিভাত হয়।

কিন্তু আমরা সাধনা করি দুটি উদ্দেশ্যে—(১) ভগবানকে লাভ করার জন্য (২) এবং তাঁকে লাভ করতে পারলেই সম্পদ লাভ হবে সেই কারণে। এই উদ্দেশ্যে যে সাধনা তা তো ব্যর্থ হবেই, কেননা ভগবান লাভ করার বস্তু নন। আর সম্পদ দেবার জন্যও তিনি নন। তিনি নূতন করে আবার ধরা দেবেন কি? তিনি তো ধরা দিয়েই আছেন। তোমার করণীয় হ'ল, ক্রমে চলে দর্পণটি পরিষ্কার করা, তাহলেই তাঁর আকার ধরা পড়বে। অন্তরকে রাহুমুক্ত কর, তবে তাঁকে সাধবারও প্রয়োজন নেই, কৃপাভিক্ষাও করতে হবে না। মনুষ্যত্বই সমস্ত বিশ্বের দর্পণ—সেই দর্পণে ঈশ্বরই যে বিশ্বরূপে এবং বিশ্বের সমষ্টি যে ঈশ্বর সেই রূপ বা আকার ধরা পড়ে।

মঙ্গলালোক থেকে

উপহার

যা রাখি নিজের তরে মিছে তারে রাখি।
আমিই রব না যবে সে তো দেবে ফাঁকি॥
রাখিলে সবার তরে
থাকিয়া সবার ঘরে
চিরদিন মোর পানে রহিবে সে চেয়ে।
তাই সকলের হাতে যাই "মালা" দিয়ে॥

শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ

উৎসর্গ

ঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংস দেবের
শ্রীচরণে—

ছিলাম কোথায় এনেছ কোথায়
ওগো কৃপাময় গুরু।
তব কৃপাবারির সিঞ্চনে আজি
কানন হয়েছে। এ মরু॥
এ মরু-উদ্যানে ক্ষুদ্র কাননে
তোমারি কৃপার ফুলে।
এ মালা গাঁথিয়া যাইগো রাখিয়া
তোমারি শ্রীপাদমূলে॥

গন্ধ নাই বলে হয়ত অবহেলে
অনেকে ফেলিয়া দেবে।
তোমার বাগানে তোমারই রোপণে
দাবিদার তুমিই রবে॥
ওগো দাবিদার লহ এইবার
তোমার দাবির ডালা।
অতি সমাদরে সঁপিনু তোমারে
এই কবিতার মালা॥

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত
শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ

"ধর্ম্ম"

—রবীন্দ্র রচনা থেকে—

ধর্ম্ম যদি অন্তরের জিনিষ না হইয়া শাস্ত্রমত, ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম্ম যতো অশান্তির কারণ হয় এমন আর কিছুই নহে।

ধর্ম্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে।
অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে॥

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর।
ধার্ম্মিকতার করেনা আড়ম্বর॥

শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো।
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষেরে ভালো॥

বিধর্ম্ম বলি মারে পর ধর্ম্মেরে।
নিজ ধর্ম্মের অপমান করি ফেরে॥

পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে।
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে॥

পূজা গৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধ্বজা।
ধর্ম্মের নামে এ যে শয়তান ভজা॥

হে ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্ম বিকার নাশি।
ধর্ম্ম মূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি॥

—রবীন্দ্রনাথ—

মহাপ্রভুর শিক্ষাধারা

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥

হানি লাভ সম, শোকাদির বশ না হইবে।
অন্যদের অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥

প্রকৃত সত্য

মোর শিক্ষাগুরু "মহানামব্রত"
দীক্ষাগুরু "সত্যানন্দ"।
জগদগুরুর কৃপাটি লভেছি
মাধ্যম মুলে "নিগমানন্দ" ॥
স্থূল হতে আজি অধিক পেতেছি
সূক্ষ্ম কৃপার ধারা।
সে কৃপা ক্রমশঃ খরতর হয়ে
করিছে পাগল পারা ॥

ইন্ধন তাতে নিয়ত দিতেছে
শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।
ঝোড়হাট গ্রামে বসবাসকারী
নিষ্কলুষ নির্দোষ ॥
শিক্ষাগুরুর শিক্ষা পেতেছি
দূর হ'তে লেখনীতে।
যেটুকু তত্ত্ব ও মর্ম্ম বুঝেছি
একান্তই তাঁহা হ'তে ॥

যতটুকু কৃপা ও প্রেরণা এসেছে
প্রকাশ হয়েছে তাই।
শপথ করিয়া জানাই সবারে
শক্তি কিছু মোর নাই ॥
প্রেরণা রূপেতে ফুটি গুরু কৃপা
করিয়া আপন হারা।
ফুটায়েছে তিনি ফুল ফল রূপে
এই "গুরু-কৃপা-ধারা" ॥

—কানাই—

উদ্দেশ্য

ধর্ম্ম পথিক বহু মহাজনের
শুনেছি যতেক বাণী ;
সর্ব্বত্র পেয়েছি "সাম্য-পরশ"
সাম্যের সুরই শুনি ॥
নানা পন্থীর নানা মতবাদ
এককেই লক্ষ্য করিছে ।
অনন্তে লভিতে—অনন্ত পথের
যে পথেই যেবা চলিছে ॥

বেদনা পেতেছি কিছু সম্প্রদায়ের
নিম্ন ভূমিতে যারা ।
নিজেরে শ্রেষ্ঠ অপরে নিকৃষ্ট
"প্রচার-মুখর" তারা ॥
এই কবিতায় যদি কিছু পায়
যারা "সত্যপথ" হারা ।
যশঃ আশে নয় ; তাঁদেরি তরেতে
এই "গুরু-কৃপা-ধারা" ॥

—কানাই—

যাহা সত্য

হে গুরো—

ধন্য আমি ! তুমি মোরে লেখনী করিয়া ।
নিজ "তত্ত্ব" নিজে এসে যেতেছ লিখিয়া ॥
এ দেহ, এ আমির কোন গৌরব নাই ।
"যাহা সত্য"—খোলা প্রাণে সবারে জানাই ॥

—কানাই—

দ্রষ্টব্য ঃ—

বাঁশি কহে "মোর কিছু
নাহিক গৌরব ।
কেবল "ফুঁ"য়ের জোরে
মোর কলরব" ॥

"ফুঁ" কহিল "আমি মিছে
শুধু হাওয়াখানি ।
যে জন বাজায় তাঁরে
কেহ নাহি জানি ॥"

—রবীন্দ্রনাথ—

প্রার্থনা

হে মধুসূদন ফুলেরি মতন
নির্ম্মল কর হে।
তব মহিমায় পরিপূর্ণতায়
এ প্রাণ ভরায়ে রাখো হে॥
ফুলেরি মতন রাখো হে মগন
আপনার মাঝে আপনে হে।
তব পদতলে বিশ্ববেদীমূলে
অঞ্জলি পুটে রাখো হে॥

গন্ধে শোভায় রাখো দীনতায়
তোমারি পূজার অঙ্গনে হে।
আমারি সকল হউক সফল
শুধু তব পূজা বোধেতে হে॥
তব লীলাঙ্গনে যে ভাবে যে জনে
এ ফুলেরে ভোগ করিবে হে।
তব পূজাবোধে যেন নির্বিবাদে
প্রনাম জানাতে পারি হে॥

অন্তর বাহিরে সদা রাখো ঘিরে
তব অনুভবে মিশায়ে হে।
সাধু ও তস্করে ঠাকুর ও কুকুরে
সমজ্ঞানে মোরে রাখিও হে॥
বিভেদের ভাব এই যে অ-ভাব
ঘুচায়ে, স্ব-ভাবে রাখিও হে।
সৎ-চিদ-আনন্দ হে নিগমানন্দ
এ আশা পূর্ণ কর হে॥

—কানাই—

প্রার্থনা

হে গুরো—

নিরাশায় আশা তুমি

অকুলেতে কুল।

তুমি হে মঙ্গলময়

ভেঙে দাও ভুল ॥

কিছুই চাহিনা দেব

তোমার চরণতলে।

তুমি যার সে আবার

কি চাহিবে ভূমণ্ডলে ॥

এই মাত্র ভিক্ষা মাগি

যে ভাবে যখন থাকি।

তুমিই আমার তাই

সদা যেন মনে রাখি ॥

ওগো দয়াময় তুমি থাকো কাছে কাছে

আলো করি আমার জীবন।

সম্পদে বিপদে কিংবা অন্ধকার রাতে

চির-জ্যোতিঃ রহ অনুক্ষণ ॥

—সংগ্রহ—

কৃষ্ণই গুরুরূপ হন

যাবৎ হে মন গুরুদেবকে
নিজের মাঝে না পাও দেখা।
অপূর্ণ সাধনা তোমার
উচিত! মাটির সাথে মিশে থাকা॥
আছেন তিনি সর্ব্বভূতে
সর্ব্বভূতই রয় তাঁহাতে।
তিনিই মাত্র আপন সবার
ভুলে আছো তাঁর মায়াতে॥

ধূপের মাঝে গন্ধসম
তোমাতেই রয়েছে মিশে।
মৃগনাভির সৌরভ সে যে
তোমা হতেই তা প্রকাশে॥
জগদগুরুই অগ্নি হয়ে
দেশলাই কাঠির মত।
হৃদয় ধূপটি জ্বেলে দিতেই
নর-দেহাগত॥

রাখতে হয় তায় আড়াল দিয়ে
তুরন্ত বাতাসে।
জ্বালার পরেই নিভে গেলে
গন্ধ না প্রকাশে॥
অতএব মন অকারণে
শ্রীগুরুলাভ না করিয়ে।
ছদ্মবেশে নিজেয় ঢেকে
খেলোনা সর্ব্বনাশকে নিয়ে॥

হৃদয় ধূপটি জ্বালিয়ে রেখো
তবেই গন্ধ ছড়াবে।
নেবা-ধূপটি যতই নাড়ো
দুর্গতি বাড়াবে॥
শ্রীগুরু হন কৃষ্ণ স্বয়ং
কৃষ্ণ যে চিন্ময়।
চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ বিনা
কভু লভ্য নয়॥

স্থূল গুরুর সাধন ধরে
চিত্ত বৃত্তি শুদ্ধ কর।
তার আগেতে কেন বৃথা
গুরু সেজে ঘোর ফের?
ধূপটি যেন যায় না নিভে
সাধনে তায় জ্বালিয়ে রাখো।
জ্বল্‌লে আপনি গন্ধ দেবে
কোন প্রচার লাগে নাকো॥

মনুষ্যত্ব লাভের পরে
দেবত্ব লাভ হলে।
"চিন্ময় কৃষ্ণের" দেখা পাবে
ঈশ্বরত্ব পেলে॥
স্বাভাবিকই প্রকাশ তাঁহার
আপনা আপনি হবে।
মৃগনাভির সৌরভে মন
তন্ময় হয়ে যাবে॥

তোমারি কৃপায়

তোমারি কৃপায় মাগো তোমারে না দেখি।
তোমারি কৃপায় পুনঃ তোমারে যে ডাকি ॥
তোমারি কৃপায় আমি খাই শুনি দেখি।
তোমারি কৃপায় আমি কবিতা যে লিখি ॥

তোমারি কৃপায় কথা বলি, ঘুরি ফিরি।
তোমারি কৃপায় আমি হাতে কাজ করি ॥
তোমারি কৃপায় এই দেহে বুদ্ধি ধরি।
তোমারি কৃপায় ভুলে "আমি" "আমি" করি

তোমারি কৃপায় প্রাণে প্রেরণা আসিয়া।
তোমারি কৃপায় আছি কর্ম্মেতে ডুবিয়া ॥
তোমারি কৃপায় জড় সচল থাকিয়া।
তোমারি কৃপায় আছে লীলাতে মাতিয়া ॥

তোমারি কৃপায় মৃত্যু যথাকালে এসে।
তোমারি কৃপায় থাকে কোলে নিয়ে বসে ॥
তোমারি কৃপায় পুনঃ যথারীতি বশে।
তোমারি কৃপায় জীব ধরাধামে আসে ॥

তোমারি কৃপায় "জীবলীলা" শেষ করি।
তোমারি কৃপায় যায় স্ব-রূপেতে ফিরি
তোমারি কৃপায় মাগো এ-তত্ত্বটি হেরি।
তোমারি কৃপায় আছি তোমারেই ধরি ॥

———

তোমার স্বরূপ

তোমার স্বরূপ অনামী অরূপ
আছো সব নাম রূপেতে হে।
কালী কৃষ্ণ কেন নাহি কিছু হেন
—তুমি ছাড়া! এবিশ্ব দৃশ্যেতে হে॥
তুমি মাত্র নিত্য তাছাড়া অনিত্য
অনিত্যেই ডুবে রয়েছি হে।
জানিনা চিনিনা তাই দেখি নানা
তুমিই যে নানা; বুঝিনা হে॥

স্বমায়ার মাঝে এই বিশ্বসাজে
অসংখ্য সাজেতে সেজেছ হে।
মায়া আবরণে অজ্ঞান নয়নে
তোমারেই ভিন্ন দেখিতেছি হে॥
ভিন্ন দেখা হতে বিভেদ হৃদেতে
কেবলই ফুটিয়া উঠিছে হে।
ওগো জ্ঞানময় গুরুপ্রেমময়
জ্ঞান প্রেম আঁখি দাও এবে হে॥

এই মিথ্যা দেখা ভিন্ন বোধে থাকা
এও তব আনন্দ-লীলা হে।
কৃপায় তোমারি লীলা অধিকারী
এবার করিয়া লহ হে॥
এ লীলা অঙ্গনে তব শ্রীচরণে
নুপুর হইয়া বাজিব হে।
সে সুর ঝুন্‌ঝুনে শুনিয়া প্রাণে মনে
লীলারসে ভেসে রহিব হে॥

সব রূপ ও নাম ওগো গুণধাম

বোধে ; তুমি ফুটে ওঠো হে।

এই আমি খানি তোমা মাঝে আনি

একাকার করে লহ হে॥

তুমি আর আমি দুই-ই হও তুমি

এ সত্য হৃদেতে জাগাও হে।

শিখাও দীনেরে চাহিতে তোমারে

মিথ্যা হতে মুক্ত কর হে॥

———

ছিলে—আছো—থাকবে

সাধনা করিয়া তোমারে লভিব

এ হেন প্রত্যাশা করিনা হে স্বামী॥

কৃপা করে তুমি এসে নিয়ে যাবে

এ আশায় বসে রয়েছি গো আমি।

এ নর জীবনে অন্নগত প্রাণে

কঠোর সাধনা করিব কেমনে।

তারোপরে আছি সংসার বন্ধনে

নিয়ত দহিছে ত্রিতাপ দহনে॥

নানা জন মুখে শুনি নানা কথা

সাধন মার্গের কত কঠোরতা।

শুনি আর ভাবি তুমি তো হে সবই

"আমি" আছে যেথা, তুমি আছো সেথা॥

সদ্‌গুরু হয়ে কৃপাকণা দিয়ে

"চৈত্য-গুরু" হয়ে নিতেছ হে টানি।

কোন্ পথে কারে নিয়ে যেতে হবে

তুমি ভাল জানো। এই সত্য মানি॥

ওগো দয়াময় দীনের উপায়

তুমিই করিও! আমি নিরুপায়।

প্রাণ হয়ে ধরে রেখেছ! রাখিবেও

আছি ওহে নাথ এই ভরসায়॥

"প্রাণ গোবিন্দে" সত্য ভেবে

সেই ভরসায় আছি বসে।

যোগ তপস্যার যোগ্যতা নেই

জানি তুমি ছিলে-আছো-থাকবে শেষে

———

চৈত্য. গুরু

যেদিন হবেরে মন

"চৈত্য-গুরুর" জাগরণ

স্বহস্তে করিবে মোচন

মহামায়া স্বীয় আবরণী।

গুরু হন জ্ঞানময়

শ্রীগুরুই প্রেমময়

গুরু বিশ্বে সর্ব্বময়

কালী কৃষ্ণ সব হন তিনি॥

ভেদজ্ঞান মুছে যাবে
একেতে "সব্"কে পাবে
সমরসে ডুবে রবে
অসাম্য ঘুচিবে তখনই ॥

তবেই দেখিবে চোখে
স্বীয়-ইষ্ট শ্রীগুরুকে
অনাদি অব্যক্ত লোকে
চিন্ময়রূপে আছেন যিনি ॥

আলোক বর্ত্তিকা সম
দীপ্তি তাঁর অনুপম
নিশা শেষে উষাময়
সব দিকে হবে উদ্‌ভাসিত ।

চিন্ময় প্রকাশ হবে
মৃণ্ময়ত্ব মুছে যাবে
স্বীয় ইষ্টরূপে পাবে
বিশ্বময় হবে বিকশিত ॥

পাণ্ডিত্য শুধুই পারে
ছোব্‌ড়াটী ছাড়াবারে
মালাটী ভাঙিতে নারে
যাতে রয় জল আর শাঁশ।

তাই আজ দিকে দিকে
অনেকে না জেনে তাঁকে
শুধু দ্বন্দ্বে ডুবে থেকে
পরিতেছে নিজে মায়া ফাঁস ॥

দ্বন্দ্বশূন্য সাধনায়
তবে "প্রেম" উপজয়
প্রেমে প্রকাশিত হয়
গভীরের ধন।

সে প্রেম মৌখিক নয়
অন্তরে নিবাস হয়,
সাধনে যে তথা যায়
লভে সে রতন॥

হেয় শ্রেয় যা দেখিছ
যে ভেদে ডুবিয়া আছ
যাতে বাঁধা পড়ে গেছ
দেখিবে তা, তাঁতেই সকলি।

আক্ষেপে কাঁদিবে প্রাণ
হে গুরো হে ভগবান
তোমারেই অপমান
এতকাল করেছি কেবলি॥

বেদনার অশ্রুজলে
এ পাপ ধুইয়া গেলে
করুণায় অবহেলে
প্রেমের পশরা দিবে খুলি।

তখন সে প্রেম-সুখে
কি ভূলোকে কি দ্যুলোকে
জীব প্রাণ ডুবে থাকে
সে পরম মহাপ্রাণে মিলি॥

ইষ্ট লাভ এখানে হয়
তার আগে সাধনা কয়
সাধন,-সিদ্ধি ; এক নয়
সাধনার অভিমান ভোলো।

সাধনা যাঁহার তরে
তিনি যদি রন দূরে
কোন্ অভিমান ধরে
কোন্ দর্পে, মন মাথা তোলো ?

———

প্রাণই-হন-গুরু

দীক্ষা লাভ হলে পথ মাত্র মেলে
"গুরুলাভ" হয় সে পথে চলিলে।
লয়ে প্রলোভন ইন্দ্রিয়াদি গণ
সে পথে ভ্রমিছে সদা নানা ছলে॥
তাদের সে ছলে অনেকেই ভুলে
পথ-ভ্রষ্ট হয় সাধনার কালে।
শুধু কথাকথি শুধু মাতামাতি
নিজে ভুলে থেকে ভোলায় সকলে॥
অতীব আপন অন্তরের ধন
গুরু যে অন্তরতম।
এ তিন ভুবনে নাহি কোন খানে
—আপন! শ্রীগুরু সম॥

গুরু হন প্রাণ দেহে অবস্থান
দেহ ত্যজিলেও তিনি সাথে রন।
গহন এতত্ত্ব কিন্তু আদি সত্য
গুরু সত্যে চিত্ত রাখহ মগন॥

গুরু জ্ঞানময় জ্ঞানই সর্ব্বময়
রয়েছে সবারই অন্তরে।
সেই জ্ঞানস্পর্শে হর্ষ ও বিমর্ষে
জীবকুল ঘোরে ফেরে॥
বোধ শূন্য হলে তারে মৃত বলে
এ জড়-দেহের কোন শক্তি নাই।
প্রাণ শক্তি বলে দেহ যায় খেলে
প্রাণ "সদ্ গুরু"! আছে সব ঠাঁই॥

শিক্ষা দীক্ষা পথে হইবে চলিতে
বাধা বিঘ্ন ঠেলি দূরে।
হলে অগ্রসর হইবে গোচর
তোমারি এ হৃদিপুরে॥
নহে তিনি পর হলে তৎপর
আর তিনি দূরে থাকেনা।
যশ মান খ্যাতি লইয়া এ মতি
কখনই তাঁরে পাবেনা॥

———

সংকেত

পূর্ণ ব্রহ্ম নীজে—গুরু রূপে রাজে
লও মন খুঁজে—জীবনের মাঝে।
এ মায়া জগতে—আব্রহ্ম কীটেতে
প্রকৃতি সহিতে—নিত্যই বিরাজে॥
প্রকৃতি-খেলায়—জীব চেতনায়
মন্ত্র মুগ্ধ প্রায়—লীলায় ডুবে আছে।
ব্রহ্মই ধরাধামে—মনেরি মাধ্যমে
থেকে যেন ভ্রমে—রস আস্বাদিছে॥

প্রকৃতির বশে—যান ভেসে ভেসে
ক্রম মুক্তি বশে—জন্মান্তর ভেদি।
এই ভুবনেতে—এ লীলা মাঝেতে
স্ব-রূপে ফিরিতে—যাত্রা নিরবধি॥
এ যাত্রা পথেতে—যথা সময়েতে
স্থূল-গুরু সাথে—হয় সংযোজন।
এই সংযোজন—করে আনয়ন
পবিত্র চেতন! সদ্‌গুরু সাথে করাতে মিলন॥

গুরু পদাশ্রয়—হেথা লাভ হয়
তার আগে নয়—শাস্ত্রের কথন।
এই অবস্থায়—এলে দেখা যায়
যেখানে যা রয়—গুরুই মূর্ত্তিমান॥
প্রকৃতি তুফান—হয় অবসান
দেখে,—সে স্পন্দন ভ্রম অকারণ।
তখন দেখিছে—ছায়াসম মিছে
যাহা প্রকাশিছে—মায়ার কারণ॥

এই প্রাণ আত্মা—স্পর্শি পরমাত্মা

লভি সেই সত্ত্বা,—তাঁহাতে ভাসিছে।

হয় অবসান—জীবত্ব তখন

শিব-সংযোজন—তাহারই হয়েছে॥

———

কৃষ্ণ লাভ

ব্রহ্মচর্য্য সাধন মনুষ্যত্ব অর্জ্জন।
মানব জীবনে দুটী আগে প্রয়োজন॥
সত্য শান্ত সরলতা আস্তিক্য ধারণ।
এ গুণ লভিতে কর কঠোর সাধন॥

এ সাধনে সিদ্ধ হলে "সত্ত্ব-ভাব" জাগে।
শুদ্ধ সত্ত্বময় "কৃষ্ণে" পাবে নাকো আগে॥
ইন্দ্রিয়গুলিকে আগে সত্ত্ব-মুখী কর।
জন্মার্জ্জিত সংস্কার ধীরে ধীরে ছাড়॥

শ্রীগুরু-নির্দিষ্ট পথে সাধনায় থাকো।
গুরু-বাক্যই বেদবাক্য এ স্মরণ রেখো॥
একমাত্র লক্ষ্য কিংবা উদ্দেশ্যটী হবে—
মূলে ফিরে যাওয়া মাত্র, তবে তাঁরে পাবে॥

সেই মূল "প্রাণ-কৃষ্ণ" মাধুর্য্যের সিন্ধু।
যা কিছু 'মাধুর্য্য' বিশ্বে তাঁরই এক বিন্দু॥
বিন্দু মাঝে মহাসিন্ধুই রয়েছে গোপনে।
সিন্ধুতে মিশিতে হবে এ নর-জীবনে॥

এই হ'ল লক্ষ্য তব ভুলোনা হে মন।
ভেবে দেখ যা করিছ ব্যর্থ অকারণ॥
জীবনের কর্ম্ম-যজ্ঞে সেই লক্ষ্যে এস।
কর্ম্ম-পুষ্পাঞ্জলি লয়ে "কৃষ্ণ" পাশে বস॥

সিদ্ধ না হলেও কিন্তু সংস্কার ফিরিবে।
জন্মান্তরে অবশ্যই "কৃষ্ণ" লাভ হবে॥
জীবের সার্থকতা এই শিবত্বের প্রাপ্তি।
চুরাশি লক্ষ জন্ম মৃত্যু তবে হয় মুক্তি॥

ডঃ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীজীর
ভাষণ অবলম্বনে

একটী কথিকা

......কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ হয়নি তখনো;

ভগবান রয়েছেন হস্তিনা নগরে। এমত সময়ে, দেবর্ষি নারদ তথা হ'ল উপনীত।

দেখিয়া ঋষিরে কহে নারায়ণ—"এস হে দেবর্ষি এসো, কহ কি কারণে আগমন তব—হেন অসময়"?

শুনিয়া নারদ কহে, "প্রভু, প্রথম কারণ হ'ল দর্শন তোমার। এরপর আছে এক জিজ্ঞাসা আমার,—কৃপা করি এ সংশয় কর নিরসন।"

শ্রীমধুসূদন কহে,—"কহ কিবা জিজ্ঞাসা তোমার"?

তখন নারদ কহে, "ওগো দয়াময়—ত্রিজগতের একমাত্র তুমিই আশ্রয়। তোমাতে কেন বা দেখি বৈষম্যের দোষ? আজিকার মহাযুদ্ধে

কেন তব পাণ্ডবের পক্ষাবলম্বন? কিবা দোষ করিয়াছে তব পাশে কুরুকুল প্রভু? তব পাশে সকলে সমান; তোমাতে তো সাজে নাকো কোনও ভেদাভেদ।"

শ্রীকৃষ্ণ কহেন তাঁরে শুনি এই কথা, "হে নারদ! এ প্রশ্নের উত্তর দেব' তোমারেই দিয়ে।"

লহ এই তিনখানি কুসুমের মালা, লয়ে যাও কৌরবের রাজসভা মাঝে।

যেজন উত্তম তথা বুঝিবে হে ঋষি, তার গলে দিও তুমি পারিজাত হার।

মধ্যম যাহারে পাবে—তাহারে পরাবে তুমি গোলাপের মালা।

আর যে, অধম বলি হবে বিবেচিত,—তার গলে দিও তুমি টগরের হার।

উত্তম মধ্যম অধম,—তিন যদি নাহি পাও তথা,—ফিরে এস মোর কাছে মালাগুলি নিয়ে।

একথা শুনিয়া তাঁর, নারদ চলিল ধীরে কৌরবের রাজসভা পানে—
—মালাগুলি লয়ে হাতে।

সভামাঝে গেলে তিনি,—সসম্মানে দুর্য্যোধন কহিলেন, "আসন গ্রহণ করুন হে দেব-ঋষি। বলুন কিহেতু হেথা আগমন তব"?

আসিয়াছি তব পাশে হে মহারাজ; উত্তম মধ্যম আর অধম কে আছে তব সভামাঝে। করিতে নির্ণয়। শ্রীকৃষ্ণের কথামত!—কহিলা নারদ।

একথা শুনিয়া তবে দুর্য্যোধন কহে—"উত্তম আমিই হেথা, অন্য কেবা আর"।

"কহতো মধ্যম কেবা"—কহিল নারদ।

মধ্যম হবার যোগ্য ভ্রাতা মোর দুঃশাসন,—সরবে কহিল মহারাজ।

নারদ কহিল এবে,—"বেশবেশ; দুজনার পেয়েছি সন্ধান!—আর একজন,—কে হবে অধম,—দেখাইয়া দাও মোরে ওহে কুরুরাজ। ভগবৎ আজ্ঞা আমি করিহে পালন।

সভাসদ পানে চাহি কহিলেন দুর্যোধন,—"আপনাদের মধ্যে কেহ অধম হইয়া, অধমের মালাখানি করুন গ্রহণ।"

কেহই সম্মত না হ'ল—শুনি দুর্যোধন বাণী।

নিরুপায় দুর্যোধন দূতেরে ডাকিয়া বলে, "পথ হতে ধ'রে আনো নগণ্য পথিক এক, তাহারে অধম করি উত্তমের মালাখানি পরি নিজ গলে।"

সে দূত আনিল এক অতিহীন পথিকেরে ধরি—রাজসভা মাঝে।

দুর্যোধন আদেশিল তারে—"আমিই অধম বলি, এই অধমের মালাখানি গলে পর' তুমি। আজ্ঞা মোর করহ পালন।"

কহিল সে "কেন আমি হইব অধম এই সভামাঝে? আপনার-কেনা আমি গোলাম তো নই।" এই বলি সে পথিক গেল যে চলিয়া।

অধম না পাওয়া হেতু, মালা হাতে ফিরে এল দেবর্ষি নারদ—শ্রীকৃষ্ণ সকাশে। কহিলেন—"শোন প্রভু, নির্ণয়ের কার্য্য মোর হ'লনা সমাধা।"

শুনিয়া কহেন তাঁরে দেব চক্রপানি,—"যাও এবে যুধিষ্ঠির পাশে,—দেখ সেথা হও কি সফল।"

আদেশ পাইয়া তবে নারদ চলিল দ্রুত, যুধিষ্ঠির আছেন যেথায়।

যেই মাত্র হ'ল উপনীত পঞ্চ পাণ্ডবের মাঝে দেবর্ষি নারদ—হরি গুণ গাহিতে গাহিতে—।

আসন ছাড়িয়া যুধিষ্ঠির ত্বরা আসি নারদের পাশে, হাতে ধরি বসাইল—পবিত্র আসনে অতি সমাদরে। পাদ্য অর্ঘাদি দিয়া রাজা কহে করজোড়ে—অতীব বিনয় ভরে,—"কহদেব; কি কারণে তব আগমন অধমের এ দীন আলয়ে?"

এরূপ বিনয়ে কিছু হ'য়ে বিচলিত, নারদ কহিলেন তাঁরে,—"শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে আমি আসিয়াছি তব পাশে করিতে নির্ণয়,—উত্তম মধ্যম আর অধম কেবা আছে হেথা।"

রাজা কহে "প্রভু ওহে, সুরক্ষিত দেখিতেছ এই যে আসন, ইহা

সেই হৃদয় বল্লভ গোবিন্দের তরে রাখা আছে অতি সযতনে,—উপস্থিত তিনি যদিও বা নাহি হেথা ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে উত্তম-পুরুষ তিনিই। সর্ব্বত্রই তাঁর অধিষ্ঠান। একথা স্মরণ করি উত্তমের পারিজাত হারখানি রাখো এই আসনের পরে।

এ কার্য্য সমাধা করি মৃদুভাষে কহিলেন ঋষি "কহ রাজা মধ্যমের মালাখানি কার গলে পরাইব এবে" ?

পরম বিনয়-সহ কন্ ধর্ম্মরাজ,—"তব সম ভক্ত আর নাই ত্রিসংসারে। ভক্ত হৃদে ভগবান সতত বিহরে। অতএব মধ্যম তুমিই দেব ;—অন্য কেবা আর,—সেই হেতু এই মালা নিজ হাতে দিনু আমি তোমার গলায়।"

স্তম্ভিত বিস্মিত হয়ে ক্ষীণ স্বরে কহিলেন ঋষি,- "হে রাজন এই যে রয়েছে এটী অধমের মালা, কার গলে দিব ইহা কহ তুমি মোরে।"

কেন ? সম্মুখে রয়েছি আমি দাঁড়ায়ে তোমার। হেন নরাধম আর নাই এ সংসারে। দাও দাও দাও প্রভু এ মালা আমায়। একথা বলিয়া রাজা, নিজহাতে মালাখানি নিয়ে পরে আপন কণ্ঠেতে।

পাথরের মূর্ত্তিসম নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে বহুক্ষণ কেটে গেল নারদের হেথা।

প্রকৃতিস্থ হ'য়ে পরে ফিরে এল শ্রীকৃষ্ণ সকাশে অতি ধীর মন্থর গতি তার,—গলে দোলে গোলাপের মালা।

কৃষ্ণ পাশে ব'সে ঋষি কিছুক্ষণ নাহি কোন ভাষা আসে কণ্ঠেতে তার।

অনেক সময় পরে কন্ তিনি ধীরে ধীরে, "ওগো জগতের নাথ, ওগো দয়াময়—বুঝিয়াছি মহিমা তোমার। পাইয়াছি উত্তর আজি যথাযথ ভাবে,—যে প্রশ্ন জাগিয়াছিল মোর মন মাঝে।"

আরও বেশ বুঝিয়াছি এতকাল পরে,—"যে জন নিজেরে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করে, কোন রূপ অভিমান রহে যার প্রাণে, পুরুষোত্তম্ নাহি হন্ সহায় তাহার, বিপদের বন্ধু হ'য়ে নাহি রন কাছে। যে ভাবে অধম

আমি সকলার চেয়ে,—যেহেতু মূর্তিমান ব্রহ্মই তো আছে সব হয়ে।
তাই প্রভু সবের প্রতীক-রূপে তুমি আছো তার।

কোনরূপ অভিমান, দম্ভ, দ্বেষ, রহে যার প্রাণে,—তব কৃপা পায় না সে জীবনে মরণে।"

"বিনয় ভূষণ যার, নত রহে সর্ব্বদাই, সর্ব্বভূতে দেখে যে আমারে, করে না কাহারে হিংসা, হেয় বোধে দেখে না কাহারে,—আমার বিশেষ কৃপা লভিবার যোগ্য অধিকারী হয় সেই জন।"

হাসি মুখে এই কথা কহে জনার্দ্দন।

ছবি

হাজার হাজার আঁকছো ছবি—প্রতি নিমিষে।
মন রূপেতে দেখছো তুমিই—অতি হরষে॥
প্রাণ খেলিছে প্রাণ দেখিছে—নানা রূপান্তরে।
খেল্‌ছো দেখ্‌ছো একাই তুমি,—সকল নামরূপ ধরে॥

গুটী পোকার মত গুটী মায়া দিয়ে গড়ে।
স্বেচ্ছাবদ্ধ হয়ে আছো—তাহার ভিতরে॥
গুটীর ভিতর থেকেই পোকা—পুষ্ট হ'লে পরে।
প্রজাপতির ডানা মেলে—যায় আকাশে উড়ে॥

এ জগতেও তেমনি ভাবে—আপনি আপন মায়ার আড়ে।
আপন ভোলা শিশুর মত—অসংখ্যতায় খেলা করে॥
অসংখ্যতায় অসংখ্য-জন—অসংখ্য "আমি" হ'য়ে।
অসংখ্য অসংখ্যভাবে—একা যাচ্ছো নেচে গেয়ে॥

কিযে মজার হচ্ছে খেলা—সবই কিন্তু মিছে।
যে বুঝেছে তাঁহার তত্ত্ব—সেই সত্য দেখিছে॥
দেখছে এবং মজছে সেজন—যেমন তুমি আছো ম'জে।
যে রয় কোন অভিমানে—সেজন তোমায় পায় না খুঁজে॥

———

মায়া চর

এই তো হৃদয়ে রয়েছ বসিয়া
বাহিরে ঘুরেছি খুঁজিয়া খুঁজিয়া
আপনার পানে দেখিনি চাহিয়া
সেই ব্যথা প্রাণে বাজে হে।

ফিরে চেয়ে দেখি প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
সর্ব্বক্ষণই যুক্ত রয়েছ হে সঙ্গে
খেলিতেছ তুমি কত রঙ্গে ভঙ্গে
নয়ন জুড়ায়ে গেল হে॥

তোমারই তো খেলা ভুবন ভরিয়া
এতকাল গেছি আমার বলিয়া
মায়া ভ্রমে শুধু বিপথে চলিয়া
অহং অভিমানে ডুবেছিনু হে।

শাশ্বত তব গুরু-কৃপা গুণে
যদি হে অধমে আনিলে এখানে
এ হৃদি-দুয়ার খুলে সর্ব্বক্ষণে
কৃপা করে তুমি রাখো হে॥

"কৃপালোক-চ্ছটা" কখনো বা হেরি
কখনো বা পুনঃ রহি তা পাশরি
দয়া করে ওগো দয়াময় হরি
পূর্ণ করিয়া লহ হে।

দোটানার স্রোতে হৃদয় নদীতে
"মায়া-চর কিছু পড়িছে নিভৃতে
খর-কৃপা-স্রোত প্রবাহি তাহাতে
সে চর ভাসায়ে দাও হে॥

অকুলের কুলে

কাছে গেলে সরে যাও—দূরে থেকে দেখা দাও
এ কোন্ নূতন খেলা,—মা তোমার।
যখন থাকি আন্‌মনে—ফুটে ওঠো মনের কোণে
কাছে গেলেই,—রয়না সে ভাব আর॥
এই যদি মা বোঝ ভাল—এম্‌নি-ই রাখো চিরকাল
কোণ ছেড়ে মা দয়া করে,—মাঝখানে দাঁড়াও।
তোমায় যেন দেখি আগে—আর যা আসুক শেষের ভাগে
তোমার ছায়া-বোধে আমায়—সেদিকে ফিরাও॥

এখনো সে সংশয় আছে—তাই মনে হয় হয়তঃ মিছে
তুমিই যে সব—এ সত্য তো শাস্ত্র ব'লে গেছে।
এখনও মা সংশয় মূলে—রাখছো কেন আমায় ফেলে
স্পষ্ট করে বলনা মা,—"সংশয়টা মিছে"॥
তাইতো অনেক ব্যথায় ভরি—মাঝে মাঝে কেঁদে মরি
কবে মাগো সময় হবে—সইতে যে না পারি।
এটাই যদি তুমি মা চাও—সইতে ব্যথা "শকতি দাও"
এ জীবনে এম্‌নি থেকে—এই পথটা থাকি ধরি॥

শুধু যেন বুঝি মনে—"মা ছাড়া নাই ত্রিভুবনে
সর্ব্বাবস্থায় আছি আমি - আমারই সেই মায়ের সনে"।
কি মাঝখানে কি-ই বা কোণে—মা-ই রয়েছে মনে প্রাণে
লীলার প্রয়োজন মত,—রকমারি ক্ষণে ক্ষণে॥
লীলায় আমায় ডুবিয়ে রাখো—আর কিছু মা দিয়ো নাকো
লীলারসে ভেসে ভেসে—যাইগো কিনারায়।
যেই আশাতে যোগীঋষি—আছেন যোগ ও ধ্যানে বসি
"অকুলের কূলে" যেই কিনারায়,—তাঁরাও যেতে চায়॥

—•—

দ্রষ্টব্য ঃ "ধরা দিয়ে দাওনা ধরা
এস কাছে, পালাও ত্বরা
পরাণ কর' ব্যাথায় ভরা
পলে পলে হে।"
গান গাওয়ালে আমায় তুমি কতই ছলে হে॥
—রবীন্দ্রনাথ

আমি

দেখি ধীরে ধীরে—তব সন্তানেরে

নিতেছ জননী আপনার করে।

যদিও তোমারে—পাইনি অন্তরে

তবু মনে হয় রয়েছ মা ঘিরে॥

কভু দেখি সত্য—কভু হীন তত্ত্ব

কভু বা আয়ত্ব কভু অনায়ত্ত।

তুমি তত্ত্বময়ি—আমি সেজে রহি

এ আমির আড়ালে রয়েছ মা গুপ্ত॥

বহু জন্ম ধরি—হল' লুকোচুরি

এবে স্ব-ভাবেতে ফের কৃপা করি।

থাকিয়া অ-ভাবে—আরও এই ভবে

কতকাল তুমি রহিবে শঙ্করী?

যে আমি মা তুমি—কহি সেই আমি

"মিথ্যা আমি" ছেড়ে হও "সত্য-আমি"।

ইচ্ছা যদবধি—থাকো তদবধি

দয়া করে থাকো তোমাতে মা তুমি॥

বোধে তোমা ছেড়ে—আছি বলে দূরে

তাই সুখ দুঃখ রেখেছে মা ঘিরে।

বোধে তোমা নিয়ে—এখানেই রয়ে

লীলানন্দে রাখো এ লীলা-সাগরে॥

অন্তরাশ্রু-নীরে—ডাকি মা তোমারে

এই কৃপাটুকু কর অভাগারে।

পরিজনে নিয়ে—তোমাময় হ'য়ে

আব্রহ্ম কীটে হেরি মা তোমারে॥

দাবী

যদিও তোমারে চিনিতে পারিনি
বুঝিয়াছি তুমি রয়েছ।
এও বুঝিতেছি তিল তিল করি
চরণে টানিয়া নিতেছ॥
তাই তো জানাই হে করুণাময়
সংশয়টুকু বাধা হয়ে রয়।
একি তব টান নাকি প্রত্যাখান
সঠিক বুঝিনা তায়॥

যেভাবে যেখানে চালাইলে হয়
সেভাবেই চালাও আমারে।
নিসংশয় শুধু করে দাও প্রভু
"কর্ত্তা" ভাবিতে তোমারে॥
স্বর্গে কিংবা নরকেই রাখো
তোমাতেই যেন থাকি হে।
রোগ শোক আর সুখ ও দুঃখে
তোমারেই যেন দেখি হে॥

তুমিই যে সব এতো চির সত্য
নিশ্চয় হয় না মন।
যে সংশয়টুকু সৃজিতেছে বাধা
কর তাহা নিবারণ॥
তোমারই তো সুর, বাজিছে বেসুরে
—হৃদয়-বীণার তারে।
বহু জনমের কালিমা লিপ্ত,
তাই বাজিছে না সুরে॥

মুক্ত কর হে এই মলিনতা
যুক্ত করিয়া সাথে।
যে খেলা খেলিছ—তুমি এ বিশ্বে
সাথী করে নাও তাতে॥
আমিতো হে হই অংশ তোমার
সন্তান আমি তব।
যে ভাবে যে চায়—সেই ভাবে পায়
আমি কেন নাহি পাবো?

ভক্ত কমলের

গান ও ব্যাখ্যা

দয়াল প্রভু তারো এ দীন
তারো এ দীনে তারো এ দীনে।
আমি যে পতিত করুণা বঞ্চিত
চরণ দানে চরণ দানে॥
তুমি মহাপ্রাণ শচীর সন্তান
কলিতে ধরিলে শ্রীচৈতন্য নাম।
জীবে দিতে প্রীতি শিখাতে ভকতি
"প্রাণ-ই—হরে কৃষ্ণ" ব'লে মজ প্রাণে॥

নাহি ওতে প্রীতি সদা পাপে মতি
কি হবে তোমার "কমলের" গতি।
মোর রিপুদল করহে বিকল
ঝরে যেন অশ্রু প্রাণময় নামে॥

নাই যে সাধন নাই যে ভজন
ভরা এ জীবন বৃথা অভিমানে।
তোমারে চিনিব চরণ লভিব
নিজেরে হারাব কবে সমর্পণে ॥

অন্তরতম হে অন্তর ধন
অদ্বয় জ্ঞান—ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
তোমারি মথিত কথিত বাণীর
মর্ম্ম নাহি জানি আমি যে অজ্ঞানী ॥
ভক্তি সাথে জ্ঞান কর মোরে দান
অভক্তি অজ্ঞান হোক অবসান।
বিশ্ব দৃশ্যে "প্রাণ বোধে" যেন জ্ঞান
পেয়ে, পড়ি লুটে তব শ্রীচরণে ॥

ব্যাখ্যা :

"প্রাণই হরি"। জীব যতদিন এই প্রাণের সন্ধান না পায় যতদিন প্রাণকে হরি বলিয়া কিংবা হরিকে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে না পারে,—যতদিন আত্ম-প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, যতদিন গুরুর প্রাণে আপনার প্রাণ মিলাইয়া দিতে না পারে, ততদিন গগন-ভেদী রবে হরিনাম উচ্চারিত হইলেও,—জীব অমরত্বের—অভয় পদের সন্ধান পায় না।

"মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব" এই সর্ব্বাশ্রয় প্রাণের সন্ধান পাইয়াই হরিনামে আত্মহারা হইতেন। প্রাণহীন নাম মৃত-শব্দ মাত্র।

প্রেমিক অবতার গৌরাঙ্গদেব বলিতেন—"চারিদিকে হেরি আমি রাই হেন রূপ"। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"।

যতদিন, যাহা দেখে তাহাতেই 'ইষ্ট-স্ফুরণ' না হয় ততদিন সাধন-ভজন তপস্যাদি অনুষ্ঠান মাত্র।

ঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত

"আর্য্য দর্পণ"

মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত

মাঘ ১৩৯২

"তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ"

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক :—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে স্বয়ম্প্রকাশ দেব অগ্নিতে অবস্থিত, যিনি জলে অধিষ্ঠিত, যিনি ওষধি সমূহে প্রতিষ্ঠিত, যিনি বনস্পতি সমূহে বিরাজিত, যিনি নিখিল জগতে অনুপ্রবিষ্ট, সেই স্বয়ম্প্রকাশকে বারংবার নমস্কার।

(স্বামী গম্ভীরানন্দ)

কোন নাম-না-জানা মরমী সাধক-কবি সঙ্গীতাকারে উপরিউক্ত শ্লোকের নিম্নলিখিত রূপ প্রদান করিয়াছেন :—

অগ্নিতে যিনি জলেতে,
যিনি শোভন এ ক্ষিতি তলেতে,
যিনি বনতরু ফুল ফলেতে,
তাঁহারে নমস্কার॥

যিনি অন্তরে যিনি বাহিরে
আমি যখন যেখানে চাহিরে
যিনি ব্যপ্ত সকল ঠাঁইরে
তাঁহারে নমস্কার॥

এ হৃদয়ে যিনি শান্তি
যিনি বাহির ভুবনে কান্তি
যিনি ঘুচান সকল ভ্রান্তি
তাঁহারে নমস্কার ॥

যিনি এ দেহে মনেতে শক্তি
যিনি শরণাগতির মুক্তি
যিনি হৃদয়েতে জ্ঞান ভক্তি
তাঁহারে নমস্কার ॥

যিনি জনম মরণ ভয়
করে দেন সব জয়
যিনি বিতরেন বরাভয়
তাঁহারে নমস্কার ॥

এস তাঁরে সবে জানি
তাঁরে জীবনেশ মানি
ঘুচে যাক যত গ্লানি
তাঁহারে নমস্কার।

পুণ্য হৃদয়ে তাঁর
করি পূজা বারবার
যিনি তোমার আমার
তাঁহারে নমস্কার।

যিনি সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন, বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তিনি সৃষ্টির বাহিরে কোনো উর্দ্ধলোকে অবস্থান করিতেছেন না। "তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রবিশৎ" বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

"তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি"র মত। তিলের মধ্যে তৈল যেমন তাহার সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া লুক্কায়িত থাকে, দধির মধ্যে ঘৃত যেমন তাহার সর্ব্বাঙ্গে সঙ্গোপিত থাকে, তিনি তেমনি সর্ব্বভাবে সর্ব্বভূতে, সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বব্যাপী রূপে অধিষ্ঠিত।

কঠোপনিষদ বলিয়াছেন—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ২.২।৯

যেমন একই অগ্নি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া দাহ্য বস্তুর আকারানুযায়ী সেই সেই আকার বিশিষ্ট হয়। সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্ব্বান্তর্যামীও জীবসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সদৃশ হইয়াছেন, অথচ তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তদতিরিক্ত রূপে—সর্ব্বাতিগ রূপেও বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ২.২।১০

যেমন একই বায়ু পৃথিবীতে প্রাণরূপে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন দেহঅনুযায়ী সেই সেই আকার বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্ব্বান্তরবর্ত্তী আত্মাও জীব দেহ সমূহের সদৃশ হইয়াছেন; অথচ তদতিরিক্ত স্বীয় অবিকৃতস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

সৃষ্টি করিয়াই তিনি নিঃশেষিত হইয়া যান নাই, দৃষ্টির উর্দ্ধেও তিনি রহিয়া গিয়াছেন "ত্রিপাদমমৃতম্" রূপে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সকাশে প্রকাশ করিয়াছেন—

"হন্ত তে কথায়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

—গীতা ১০।১৯, ২০

আচ্ছা, আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতি সকল অতি সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, কারণ আমার বিভূতিবাহুল্যের অন্ত নাই। সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা আমিই। সকলের আদি মধ্য ও অন্ত। আমাতেই সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়।

এই বলিয়া শ্রীভগবান প্রধান প্রধান বিভূতির কথা বলিয়া, পরিশেষে প্রকাশ করিলেন—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্"॥

—গীতা ১০।৪১

যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন, প্রভাবসম্পন্ন অথবা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন তাহাই আমার তেজের বা শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"॥

—গীতা ১০।৪২

অথবা হে অর্জ্জুন, বহু বিস্তৃতভাবে তোমার এত সব জানিবার প্রয়োজন কি? এক কথায়, আমি আমার একাংশ মাত্র দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছি,—অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার একাংশে অবস্থিত, আর ত্রিপাদই অব্যক্ত অমৃতস্বরূপ।

"ত্রিপাদম্ অমৃতং দিবি"। আমার পূর্ণ মহিমা, সমগ্র স্বরূপ, জীবের অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয়।

মন্তব্য ঃ—

এই অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয় ঈশ্বরকে—তবে কি জীব কোনরূপে কোনকালে লাভ করিতে পারিবে না ? হ্যাঁ পারিবে।

ভগবান নীজে আঠারটি ধাপযুক্ত "গীতারূপ" যে সিঁড়িটি আমাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন,—দুর্লভ মনুষ্য জীবন পেয়ে যে মানব সরল বিশ্বাসে, খোলা প্রাণে একটির পর একটি পার হয়ে আঠার নম্বর সিঁড়িতে আসতে পারবে তখনই তার চিন্তা ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়ে উপলব্ধি করবে এই সত্য—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ণ্‌ সর্ব্বভূতানি মন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌॥"

—গীতা ১৮।৬১, ৬২

ভক্ত কমলের গান

উদ্ধৃতি

সত্য বস্তু জেনেরে মন কর আত্ম সমর্পণ।
আসবে তাতে সমাধিযোগ, নইলে হবে ত্রিতাপ-দহন।
তিনকালে যা বিদ্যমান
নাইকো যাহার বিকার ও ভান
নাইকো যাহার পরিবর্ত্তন তাহাই সত্য পরম ধন।

যাতে এ জগৎ স্থিত
যাহা হতে উদ্ভূত
যাতে হয় সে পুনঃ প্রলীন
তাহাই সত্য নয়কো মলিন
নিত্য অভয় যা অমৃত
তাহাই ব্রহ্ম তাহাই সত্য
সেই আনন্দময় সত্যে করো মন সদা স্মরণ ॥
আমি সাধন ভজন করি এ অহংকার পরিহরি
ভাবো চিতে আছে মিতে চিৎ-স্বরূপ যে তোমারি।
চিৎ-ই ব্রহ্ম চিৎ-ই সত্য
চিৎ-এর স্বরূপ হয় যে নিত্য
'কমল' বলে এই চিৎ-এ ভুলে করোনা মন দুঃখ বরণ ॥
—"ভক্ত কমল"

নিজেরে জানিতে শুধু গো চাহনা
কে আমি জানিতে ব্যাকুল হও না।
পরে দিতে বিধি শাস্ত্র পড় যদি
হবে না এ দর্পে সে অসীমে জানা।

না হলে গো শুচী হবে না তো রুচি
জ্ঞানে প্রেমে কর্মে রবে কচাকচি
এ আছে সে আছে এ চিন্তা যে মিছে
"প্রাণই-বিষ্ণু" নানা এ বোধে থাকোনা ॥

প্রাণই চিদাকাশ "অ"* তাতেই প্রকাশ
যা কিছু দেখিছ যা কিছু ভাবিছ

("অ" শব্দে বিষ্ণু)

প্রাণই সর্বেশে ভাসে মহাকাশে
রাখ মাত্র স্মৃতি রাখ এ ধারণা ॥

শোন হে কমল এই বুঝে চল
দেহ আমি নয় প্রাণ আমি হয়
সবে প্রাণ ধরে এস প্রাণে ফিরে
এমন সহজে আমিতে মেশনা ॥

—"ভক্ত কমল"

ভক্ত কমলের গান

(১)

ছাড়বে কবে—আমায় শিবে
সর্বনাশী এ কামনা।
ভুলায়ে ভাব—জাগায় অ-ভাব
দিচ্ছে সদা কি যাতনা ॥

দুরন্ত কামনার দেখি
কিছুতে উদর পুরে না।
যতই সে পায়—ততই সে চায়
নিবৃত্তি কৈ তার হ'ল না ॥

বসি যখন তোমার ধ্যানে
উদয় হয় সে আমার মনে
নে যায় টেনে কাম কাঞ্চনে
ভুলায় তোমার ধ্যান ধারণা ॥

"কমল" বলে এ পাপিষ্ঠা
সদাই নাশে আমার নিষ্ঠা
তুমি যদি সদয় হও মা
অকূলে কুল তবেই পাই মা ॥

---

(২)

বারেকের তরে দেখি নাই ভেবে,

কি করিতে ভবে আসিলাম শিবে,

বিষয় বৈভবে শুধু ভেবে ভেবে—অস্থিচর্মসার দেহ মোর এবে।

মরণ দাঁড়ায়ে হাসিছে শিয়রে

এখনো ভাবনা বিষয়ের তরে

ছাড়িতে পারি না বিষয় ভাবনা—অধমের গতি বলনা কি হবে ॥

না জেনে না বুঝে অকাজে কুকাজে

অগোনি তনয়ে থাকে যদি মজে

করিবে না তার কোন প্রতিকার—রহিবে কি শ্যামা তুমি মুখ বুজে ?

তনয়ের ভার না যদি মা লবে

পাপ হ'তে ত্রাণ কেমনে সে পাবে

পামর "কমলে" নিও কোলে তুলে—গণা-দিন তার যবে মা ফুরাবে ॥

—"কমল"

ওরফে—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

লীলা রূপ

তোমার লীলারই মাঝখানে মাগো

তোমারে দেখি যে দেবি।

আদিত্য-কিরণের মাঝখানে যেমন

দেখা যায় তাঁর ছবি ॥

আপন মায়াতে আপন জগতে

আপন লীলায় ডুবিয়া রয়েছ।

মায়ার প্রভাবে জীবকুলে সবে

ভুলাইয়া, নিজলীলা আস্বাদিছ ॥

অতি অপরূপ লীলার এ রূপ
মায়াবশে জীব হয়েছে বিরূপ।
ওমা মহামায়া দানি পদছায়া
সরাইয়া মায়া, দেখাও সে রূপ॥
কখনো স্বরূপে কখনো বিরূপে
ছলিতেছে স্মৃতি, মাগো নানা রূপে।
জ্ঞান প্রেম চোখে ক্ষণকাল দেখে
ভুলি পুনঃ, মায়া বাঁধে চুপে চুপে॥
সে রূপ নেহারি হৃদি যায় ভরি'
যেন দেখি আছো বিশ্বরূপ ধরি'।
সে রূপ-সাগরে সবই ঘোরে ফেরে
কোন ব্যবধান কোথাও না হেরি॥
ওমা দয়াময়ি সদা হৃদে রহি
রাখো মা এখানে এ মরজীবনে।
তোমারে হেরিয়া "বোধে" তোমা নিয়া
তোমারি কোলেতে যাই মা মরণে॥

সার্থক সাধনা

[ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর ভাষণের সূত্রাবলম্বনে]

মিষ্টান্নের দোকানে গিয়ে দেখি আমি চেয়ে চেয়ে
লম্বা গোল চারকোণা—নানান আকারে।
নানা রঙে নানা নামে নানা ভাবে নানা দামে
বিভিন্ন মিষ্টান্ন বেচে বিভিন্ন প্রকারে॥

দোকানী সবারে বলে ভাল হবে এটা নিলে
অন্যটি যে চাহে। বলে, "এও খুব ভালো"।
বিস্ময়ে দাঁড়ায়ে দেখি সবই ভাল বলে ; একি।
তবে কেন বিভিন্নতার প্রয়োজন হলো ?

জিজ্ঞাসিনু দোকানীরে "বলো কোন তত্ত্ব 'পরে
সবে তুমি ভাল বলে যাও"।
শুনিয়া দোকানী বলে, "খদ্দের নামরূপে ভোলে
তাই বলি সব ভাল ;—রুচি মত নাও ॥
কিসে তৈরী আমি জানি সবই ছানা আর চিনি
যে যাই নেবে—একই বস্তু পাবে।
খেলেও শরীরে গিয়ে একই উপকার হ'য়ে
একই পুষ্টি সবারে যোগাবে" ॥

একথা শুনিয়া কানে অন্তরে আলোড়ন আনে
ভাবি মনে শুনেছি তো শাস্ত্রেরও নিয়ম।
আমরা সাধনা করি কালী কৃষ্ণ নাম ধরি
অথচ তো ব্রহ্ম হন—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥
তবে যে নাম-রূপে ডুবি একি ভুল নাকি সবই
সাধনার সিদ্ধিতে কোন ভিন্নতা কি থাকে।
গভীর মনন করি মর্ম চক্ষে যেন হেরি
এই শিশুবোধে কেহ বুঝিবে না তাঁকে ॥

শিশু সাধকের তরে রূপের কল্পনা করে
এক সেই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।
সব নাম-রূপ যে তাঁর এই বোধ ফোটে যার
সেই লভে "ব্রহ্মানন্দ সুখ" অনুপম্ ॥

মিষ্টি দোকানীর মত　　　　আচার্যেরা যথাযথ
নাম-রূপের দীক্ষাদান করে।
নির্দ্বন্দ্বে সাধন ক'রে　　　　মূলে যেই যেতে পারে
সেইমাত্র আস্বাদে তাঁহারে॥

যে তাঁরে আস্বাদ করে　　　　সেই বুঝিবারে পারে
নাম রূপ এ কেবল শিশুজন তরে।
সব নাম-রূপই তাঁর　　　　যথা ছানা চিনি সার
সাধনায় শিশুজনে, সত্যে আনিবারে॥
একই সন্দেশেতে যথা　　　　হয় আম কিংবা আতা
শিশু দেখে আতা খেতে চায়।
আম দিলে কেঁদে ফেলে　　　　হয়তো বা দেয় ফেলে
তাই তারে আতা দিয়ে ভুলাইতে হয়॥

সত্য যদি তাঁরে চাও　　　　তাঁর তত্ত্বে দৃষ্টি দাও
তত্ত্ব ধরি করিলে সাধনা।
কালীর মাঝে কৃষ্ণ পাবে　　　　কৃষ্ণেও কালী দেখা যাবে
শ্রীরাধা ও আয়ানের রাখহ ধারণা॥
সবে কহি বিনয়েতে　　　　কেন ভাই ধর্মপথে
নাম-রূপে কর দলাদলি।
শিশু রবে চিরদিন　　　　গভীরে হবে না লীন
ভেদ জ্ঞানেই রহিবে কি ভুলি?

সাম্যে ফিরে এস তুমি　　　　তবে পাবে সমভূমি
সমতাই তাঁহার স্বরূপ।
অসংখ্য নামে ও রূপে　　　　তিনি বিরাজেন চুপে
প্রকৃতিই ধরে নানা রূপ॥

নাম রূপ অনিত্য হয় "নিত্য-স্পর্শে" খেলে যায়
নিত্যধনে হেরিবার তরে—
নানা মতে নানা পথে রহে সবে সাধনাতে
"সার্থক সাধনা" তারই ; যেই "নিত্যে" হেরে ॥

গুরুকৃপা

[সীতুরায় লিখিত শ্রীশ্রীগুরুকৃপা গ্রন্থ অবলম্বনে]

[ক]

সীতুরায় নাম পূর্ববঙ্গে ধাম
তিনি ভূস্বামীর সন্তান।
শিশু অবস্থায় মাতৃহীন হয়
তাই অন্যে-পালিত হন ॥
মা হারা সে ব'লে আদরের ফলে
উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।
যত অনাচার বাদ নাই তার
সে মত বন্ধুও জোটে ॥

ক্রমে তিনি হন ভীতির কারণ
সেই সমাজের মাঝে।
অতিষ্ঠ যে হয় প্রজা সমুদয়
তাঁহার সকল কাজে ॥
হেন অবস্থায় বড় ব্যথা পায়
বৃদ্ধা ঠাকুর মাতা।
একদা কহিছে "গ্রামেতে এসেছে
এক ভাগবত-বেত্তা—

মোর সাথে চল শুনিবে কেবল
তাঁর ভাগবত কথা।
তিনি মহাজন করিলে শ্রবণ
ঘুচিবে সকল ব্যথা" ॥
নাস্তিক রায় ঠাকুমারে কয়,
"প্রয়োজন নাই মোরে।
এরা এই বেশে ফেরে দেশে দেশে
জানি—এরা পাকা চোর" ॥

[খ]

ঠাকুমা কাঁদিয়া কহে, দয়া করে মম গৃহে
একবার এসো প্রভু।
তব দরশনে তব কথা শুনে
হয়তো ফিরিবে কভু ॥
ভক্তের ডাকে কিঞ্চিৎ ফাঁকে
আসিলেন গৃহে তাঁর।
অবজ্ঞায় হেরে সীতুরায় তাঁরে
প্রাণে ওঠে হাহাকার ॥

আছে শুধু চেয়ে প্রভু তারে কহে,
"বল,—তুমি কিবা চাও" ?
সজল নয়নে সীতুরায় ভণে
"প্রভু, কৃপাকণা দাও" ॥
কাল সকালেতে পত্নীর সহিতে
শুচী হয়ে এসো তুমি।
প্রভু কহিলেন কৃপা করিবেন
তোমারে জগৎস্বামী ॥

[গ]

আর নাহি রয় পাষণ্ড সে রায়
প্রভুর কৃপার গুণে।
সদগুরু ভবে বিশ্বে এই ভাবে
সবারেই নেয় টেনে॥
পাপিষ্ঠ সে ছিল কৃষ্ণোন্মুখ হ'ল
অতীব-সত্য কাহিনী।
গুরু আর শিষ্যে আজো স্থূল দৃশ্যে
বিরাজ করিছে জানি॥

ভাগবৎ রত মহানাম ব্রত
শ্রীদেহ অবলম্বনে।
তিনি সদ্‌গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
উদ্ধার করেন এ জনে॥
"শ্রীশ্রীগুরুকৃপা" গ্রন্থের মাঝে
লিখে রেখেছেন সীতুরায় নিজে।
আমি মুগ্ধ হ'য়ে যাই মাত্র গেয়ে
পেয়েছি সে মর্ম খুঁজে॥

নয়নের জল ঝরিছে কেবল
যোগ্য ভাষা মোর নাই।
যা ফুটিছে চিতে দীন লেখনীতে
ততটুকু লিখে যাই॥
ওগো দয়াময় আমার উপায়
এবার করিও নাথ।
অন্তরাশ্রু নীরে অতি সকাতরে
জানাই হে প্রণিপাত॥

বিষয় রূপে তিনিই

মন তুই চিন্‌লি নারে জান্‌লি নারে
শাশ্বত "সুখ-শান্তি" কোথা।
তাই তুই দিশেহারা হ'য়ে খুঁজিস
বিষয় মাঝে শান্তি,—বৃথা॥
বিষয় মাঝে যে শান্তি রয়
সেই "শান্তিময়ের" ক্ষুদ্র কণা।
বিষয় কিন্তু অনিত্য ব'লে
নিত্য শান্তি তায় মেলেনা॥

"বিষয়-সুখের" ভাঙাগড়া
বিষয় ভাঙে গড়ে ব'লে।
ক্ষণিক আসে ক্ষণিকে যায়
কিন্তু—বিষয় মাঝেই লীলা চলে॥
সব বিষয়ের বিষয়ী—"কে"
আজও তাঁরে চিন্‌লি না মন।
বিষয়ান্তরে সুখের আশায়
ঘুরিস বলেই,—"জন্ম-মরণ"॥

বিষয় সৃষ্টি মায়ার খেলা
"মায়াবী" হন তিনি নিজে।
ধর্‌তে শেখ্‌রে মাযাবীকে
বিষয়ে থাকিস্ না মজে॥
খুঁজতে যেতে হবে নাকো
গয়া কাশী বৃন্দাবনে।
সবার হৃদে সেই বিষয়ী
বিরাজিত সর্বক্ষণে॥

পন্থা হ'ল এ বিষয়কেই
'কৃষ্ণ' বা 'মা' ব'লে ডাকো।
প্রকাশ্যে ব'লোনা কিন্তু
অন্তরেতে ভাব্‌তে শেখো॥
বিষয় রূপে তুমিই তো "মা"
তুমি ছাড়া বিষয় কোথা ?
তুমিই আমার "প্রাণ-গোবিন্দ"
তুমিই আমার প্রাণময়ী "মাতা"॥

এই "তত্ত্ব-বোধের" সাধন কর
দুর্লভ জনম এরই তরে।
জগদ্‌গুরুর নিত্য বিরাজ
"শাস্ত্র-তত্ত্ব"-রূপটি ধ'রে॥
সে তত্ত্ব হয় "তিনি নিত্য",
অনিত্য তাঁর খেলার সাথী।
এই অনিত্যেই,—নিত্যের পরশ
রয়েছে যে দিবারাতি॥

এই ভুবনে সেই নির্গুণ
নিরাকার-ই, ধরছে আকার।
এ বিশ্ব আর কিছুই নয় ভাই
পর-ব্রহ্মের-মূর্তি সাকার॥
অতএব সে পর-ব্রহ্মের
পূর্ণ-পরশ পাচ্ছো হেথা।
ইন্দ্রিয় অবশ মায়ার বশে
ফিরিয়ে আনো তার বশ্যতা॥

তত্ত্বলাভের সাধন কর
কৃষ্ণ কালী সব তিনি হন।
জগৎ মাঝে তোমার মাঝে
বিষয় মাঝেও তিনি যে রন্॥
সব বিষয়ে দেখ্‌রে তাঁরে
বিষয় সাজে তিনিই যে রে।
তত্ত্বের পথে এগিয়ে গেলে
দেখা পাবি-ই, ভুল নাহিরে॥

এই জীবনে দেখতে পাবি
জন্ম মৃত্যু রূপেও তিনি।
একমেবাদ্বিতীয়ম্-আর
সৎ-চিদ্-আনন্দ যিনি॥
সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।
নেত্র যেথায় পড়বে রে মন
তাঁরে দেখেই হবি মহৎ॥

মর্মী হও

কৃষ্ণই জীবের গতি কৃষ্ণই জীবের পতি।
পতি-তেই যার মতি, সে হয় প্রকৃত সতী॥
পতির গৌরবে সকল জীবেরই গৌরব।
পতি ছাড়া হ'লেই, "জীব-দেহটি" হয় শব॥

"কৃষ্ণই প্রাণ" এই বিশ্বে সবে অবস্থান।
"সৎ-চিদ্-আনন্দময়",—সর্বত্র সমান ॥
কিন্তু জীব হ'য়ে আছে বিমুখী, "মায়াতে"।
কৃষ্ণেরি সঙ্গিনী মায়া-এ বিশ্ব লীলাতে ॥
"মা মা" ব'লে সকাতরে ভুলালে মায়ায়।
মাতৃ-স্নেহে ভুলে গিয়ে গুটায়ে ছায়ায়—
যোগমায়া রূপে এসে, তনয়ে তাঁহার—
কোলে নিয়ে ক'রে দেন এই মায়াপার ॥

তবে জীব "প্রাণ-কৃষ্ণে" পতিরূপে পায়।
পতি লাভ ক'রে জীব তবে সতী হয় ॥
সতীত্বের কি গৌরব ক্ষুদ্র লেখনীতে।
অসম্ভব হয় তাহা বাহ্যে প্রকাশিতে ॥

অন্তরতম তিনি, সেথা যার গতি।
সেইমাত্র অনুভবে প্রিয় "প্রাণ-পতি" ॥
অর্থকরী বিদ্যা কিংবা অসার পাণ্ডিত্যে।
কোনমতে পারিবেনা এ-তত্ত্ব লভিতে ॥

কোকিলের মত সতী থেকে অন্তরালে।
"বিশ্বপতি" সাথে মিলি আপনায় ভুলে—
"প্রাণকৃষ্ণে" ম'জে থেকে যেভাব ছড়ায়।
আকাশে বাতাসে ভাসে,-'মর্মী' বোঝে তায় ॥

আদর্শ

"প্রাণ-কৃষ্ণ" আছে ধরে তাই দেহ চলে ফেরে
দেহখানি তাঁর লীলাভূমি।
তাঁহারই পরশ লভি মন তুমি ভাবো সবই
তিনি ছাড়া জেনো পঙ্গু তুমি ॥
কৃষ্ণশূন্য দেহখানি শব-দেহ ব'লে গণি
চিতানলে হয় তার শেষ।
তবু কেন ওহে মন লওনা কৃষ্ণের শরণ
"প্রাণ-ই" সেই "কৃষ্ণ" পরমেশ ॥

এ-দেহ মন্দিরখানি কৃষ্ণ অবস্থান জানি
প্রতিকর্মে কর তাঁর প্রীতি সম্পাদন।
দরশনে হের তাঁরে ভ্রমণে প্রদক্ষিণ ক'রে
কৃষ্ণ কথাই করগো শ্রবণ ॥
ভোজনে তাঁর পূজা কর ঘ্রাণে কৃষ্ণ গন্ধ স্মর
রসে কর কৃষ্ণ-আস্বাদন।
কৃষ্ণের মন্দির বোধে প্রসাধন যাও সেধে
কৃষ্ণপ্রীতি হেতু সজ্জা কর সমাপন ॥

কৃষ্ণই হন বিশ্বপ্রাণ কৃষ্ণে বিশ্বের অবস্থান
অসংখ্য অসংখ্য রূপে কৃষ্ণই লীলা করে।
মাত্র মায়া সংস্কারে কৃষ্ণে ভুলে জীব ঘোরে
মন তুমি এবে ফের, কৃষ্ণ নাম ধ'রে ॥
গুরু পাশে নাম লয়ে নামী বোধে নাম গেয়ে
এ মায়া-সংস্কার হতে মুক্ত হবে ভবে।
যেখানে পড়িবে নেত্র শ্রীকৃষ্ণে হেরিবে তত্র
প্রেমরসে ক্রমেই ডুবিবে ॥

মায়া অন্য কেহ নহে		কৃষ্ণই রন মায়া হ'য়ে
মায়া 'পরে লীলা ক'রে যায়।
"মা"-মহামায়ারে আগে		"মা" ডাকে ভুলালে, জাগে
তত্ত্বজ্ঞান ; তবে বোধে পায়॥
তাই ব্রজ গোপীগণ		করেছিল আয়োজন
পূজা ; সেই মাতা কাত্যায়নী।
চেয়েছিল অনুরাগে		যাতে কৃষ্ণ-প্রেম জাগে
সেই কৃপা কর নারায়ণী॥

তাঁর কৃপালভি তবে		ব্রজগোপীগণ সবে
কৃষ্ণতত্ত্ব লভি তাঁর প্রেমে ডুবেছিল।
"কৃষ্ণপ্রীতি" বাঞ্ছা তরে		দেহের সাজসজ্জা ক'রে
কৃষ্ণ সুখে উৎসর্গ করিল।
জাগতিক কুল মান		কৃষ্ণ রসে ভাসমান
হেরি, কর্ম গিয়াছে করিয়া।
অজ্ঞজনে না বুঝিল		বহু নিন্দা করেছিল
প্রেমিকের কাছে আছে আদর্শ হইয়া॥

ধর্ম

ধর্ম কি যে ধন		সেটা বা কেমন
ধর্মের গূহ্য-তত্ত্ব মোরা বুঝি বা কজন।
আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরি		লাল বা হলুদ বসন পরি
নিজেই নিজেরে ভাবি, "আমি ধার্মিক সুজন।"
যাঁতে জগৎ আছে ধৃত		অবস্থিতি যাঁর সর্বত্র
প্রকৃতই "ধর্ম" তিনি হন।
তাঁরে পেতে বহু পথ		বিশ্বে আছে বহু মত
শুধু তাঁরে লাভের কারণ॥

মোরা পথ চলাকালে মূল লক্ষ্য যাই ভুলে
অনিত্যের পিপাসাই ভিন্নরূপে আসে।
সাধু ভক্ত অভিমানে বাঁধা পড়ি মনে প্রাণে
সে প্রচ্ছন্ন পিপাসাই বাহিরে প্রকাশে ॥
তাই আজ দিকে দিকে ধর্মচ্যুত হ'য়ে থেকে
সার বোধে ধরিছে অসার।
তত্ত্বহীন অজ্ঞ জনে তাদের সরল মনে
এ শিক্ষাই হতেছে প্রসার ॥

প্রথমে বুঝিতে হবে যা কিছু রয়েছে ভবে
উৎপত্তি ও বিনাশশীল সব।
জগতে এ অনিত্যেরে ধর্মই রেখেছে ধরে
তাঁহার পরশ বিনা—সবই হয় শব ॥
সূক্ষ্মাতীত তিনি বটে রন্ কিন্তু সর্ব ঘটে
তিনি ছাড়া সবই অসম্ভব।
তিনি না থাকিতেন যদি একাদশ ইন্দ্রিয়াদি
কোন ক্রিয়া হতো কি সম্ভব ?

বুদ্ধি আর অহংকার পরশ লভিয়া তাঁর
যথা সংস্কারে ক্রিয়া করে।
ওতপ্রোতভাবে যিনি ধরে আছেন, "ধর্ম তিনি"
তাঁরে ত্যাজি চলি মোরা ধর্ম পথ ধরে ॥
তিনি তব সাথে আছেন বিশ্বময় বিরাজিছেন
নাম-রূপ অনিত্য ও মিছে।
রূপে প্রতিষ্ঠিলে প্রাণ ভক্তে তিনি দেখা দেন
দেখে চেয়ে আমাতেই আছে ॥

রহি মায়া অন্তরালে "একাই-সব" হ'য়ে খেলে
নিজেই হয়েছে সেই মায়া।
'মা' ব'লে কাঁদো গো আগে তবে সত্য প্রাণে জাগে
মা তখনি গুটাইবে ছায়া॥
ভিন্ন ভিন্ন কর্মো 'পরে তিনি নানা রূপ ধ'রে
বিশ্বময় সদা লীলায়িত।
"প্রাণ-কৃষ্ণে" লক্ষ্য রাখি অগ্রসর হও দেখি
ইষ্ট রূপে হবে উদ্ভাসিত॥

এই তব প্রাণ-আত্মা ইনি সত্য পরমাত্মা
বিশ্বেরে রেখেছেন ইনি ধরে।
কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, শিব যে রূপেই চাহে জীব
সেই রূপেই দেখা দেন তারে॥
তাই প্রাণে লক্ষ্য রেখে সাধন জীবনে থেকে
দ্বন্দ্ব ভুলে সর্বময়ে চাও।
দেখিবে তাঁহারে পেলে সব পাবে যথাকালে
হে সাধক, দৃষ্টিটি ফিরাও॥

"সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ"

সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ
শাস্ত্রের এই তো মর্মবাণী।
শাস্ত্রবাক্যই ভগবদ্-বাক্য
সত্য বোধে সবাই মানি॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় মাঝে
পরম-ব্রহ্মের তিনটি রূপ।
বিষ্ণু রূপে বিশ্ব-স্থিতি
রেখেছেন, সেই বিশ্ব-ভূপ॥

একটু ভেবে দেখ হে মন
বিশ্বের স্থিতি প্রাণাত্মাতে।
অতএব এই প্রাণই বিষ্ণু
ভুল কিছু তো নাই ইহাতে॥
এই প্রাণ বা বিষ্ণুকে ধরেই
বিশ্বে সকল রূপের বিকাশ।
সংস্কারের বশে মানব
নানা নামে চায়, তাঁরই আভাস॥

আছেন তিনি বিশ্বজুড়ে
কেবল মায়ার অন্তরালে।
মায়ার পারে যাবার তরেই
জীবের সাধন-ভজন চলে॥
সত্যে ধরে সাধন হ'লে
গুরুর কৃপায় মায়া কাটে।
মায়াদেবী, পথ ছাড়িলেই
বিশ্বময়ই দর্শন ঘটে॥

যেহেতু তিনি ব্যাপ্ত আছেন
প্রাণরূপে এই চরাচরে।
মায়ার বাধা সরে গেলেই
সাধক দেখে দুচোখ ভ'রে॥
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"
এই করুণার বশে।
যে যার রুচি মত সাধক
দেখে তাঁয়, সেই বেশে॥

এই দেখাটি সহজ হবে
বলে গেছেন শ্রীগীতাতে।
"মামেব যে প্রপদ্যন্তে
মায়ামেতাং তরন্তি তে"॥
দেখ হে মন; "কোথায় তিনি,"
সর্বং বিষ্ণুময়ং ভাবে।
প্রাণরূপে যে লীলায় রত,
তাঁর শরণে আসতে হবে॥

তাই জপেতে লক্ষ্য রাখো
প্রাণ বা বিষ্ণুর পানে।
লক্ষ্য জপ এরেই কয়
দু চার পাঁচ না গ'ণে॥
শাস্ত্র বাক্যের গূহ্য তত্ত্ব
না জেনে না বুঝে।
কোনমতে কোনদিন তাঁয়
পাবেনা মন খুঁজে॥

গোঁড়ামী আর সাম্প্রদায়িক—
ভাব, যেখানে রবে।
ভেবে দেখ কেমন করে
সেই সর্বময়ে পাবে?
যে যাই নামে ডাকুক্ না তাঁয়
তিনি "এক-ই জন"।
ভক্তের মনোমত রূপেই
দেন যে দরশন॥

শ্রদ্ধা করা তাইতো উচিত
সকল মত ও পথকে।
যে নাম-রূপেই চাহুক না তাঁয়
সবাই চাইছে এক্‌কে॥
চাওয়াটি যার সঠিক হবে
ইষ্টলাভ তার হবেই হবে।
বেঠিক চাওয়ায়, জন্ম জন্ম
সাধনেও তাঁয় নাহি পাবে॥

রাধা অনুগত হও

প্রাণের পরশে প্রাণেরি প্রকাশে
দেহ-ইন্দ্রিয়েতে এ জগৎ ভাসে
জীব "আমি ভাবে", শুধু মায়াবশে।
এ "প্রাণ-কৃষ্ণই" লীলা অভিলাষে
প্রকৃতির মাঝে সগুণে প্রকাশে
জীব তা বোঝে না, অজ্ঞান আবেশে॥

এ অজ্ঞান আসে মায়া-সংস্কারে
সাধনায় সাধো মা মহামায়ারে
করুণায় দেবে মায়া মুক্ত করে।
মায়া আবরণ সরাইয়া নেবে
কৃষ্ণের স্বরূপ তবে প্রকাশিবে
তখন সে প্রেমে ডুবিবে গভীরে॥

দেখিতে পাইবে "হৃদি-বৃন্দাবনে"
নাচিছে ময়ুর-ময়ুরীর সনে
এ "হৃদ্-যমুনাই" বহিছে উজানে।

মায়া-মুক্ত চোখে যে দৃশ্য দেখিতে
কৃষ্ণ কৃপা পেলে দেখিবে চোখেতে
—"শ্রীরাধা-প্রকৃতি" খেলে, "প্রাণ-কৃষ্ণ সনে ॥

প্রেমময়ী রাধা স্ব-প্রেমের টানে
প্রাণ-কৃষ্ণে রাখে নানা আস্বাদনে
অন্তহীন লীলা করিছে হুজনে।
এই প্রেমলীলা হতেছে গোপনে
মহাপ্রকৃতির মায়া-আচ্ছাদনে
এপারে যে রয়, দেখেনা সেজনে ॥

রাধা অনুগত হও ওহে মন
খুলে দেবে দ্বার, পাবে বৃন্দাবন
লীলা মাঝে পাবে সে "লীলা-রতন"।
কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসি "আমিত্ব" হারাবে
যেটুকু হারাবে ততটুকু পাবে
ক্রমে মুছে যাবে জনম মরণ ॥

আমিই তুমি

আমিটীকে তুমিই মা গর্ভে ধরেছ।
আজো দেখিতেছি কোলে নিয়ে আছ ॥
আপন-মায়াতে লুকায়ে রয়েছ
আপনি খেলিছ আপন খেলা।
জীব ভ্রমে থেকে আমি সেজে ঘোরে
কভু হাসে আর কভু কেঁদে মরে
এ যে তব লীলা বুঝিবে কি করে
তুমিই রেখেছ করে আত্ম-ভোলা ॥

গুরু রূপে তুমি অন্তরে জাগিয়া
দয়া করে যার দাও মা খুলিয়া
মায়া পর্দাখানি ! যাহাতে ঢাকিয়া
এই লীলা খেলা খেলিয়া যেতেছ ।
"বাম কোলে" নিয়ে আমি সাজিতেছ
আমিত্বের মাঝে নিজে ডুবে আছ
একান্ত হইলে "ডানেতে" নিতেছ
তখনই স্ব-রূপ মাঝেতে ডুবিছ ॥

কি যে অপরূপ এ লীলার রূপ
না বুঝিয়া জীব হয়েছে বিরূপ
একান্ত না হ'লে দেখাও না রূপ
স্ব-রূপে বি-রূপে তুমি মাত্র আছ ।
বিরূপে থাকিয়া রয়েছ ভুলিয়া
স্ব-রূপে রয়েছ নিজেতে ডুবিয়া
স্বরূপে বিরূপে একাই থাকিয়া
জানা অজানায় খেলিছ ॥

এবার এ "আমিটী" পদে টেনে নিয়ে
"তুমি" হও মাগো নিজেতে মিশিয়ে
"আমি-ভাব" ছেড়ে রও "তুমি" হয়ে
"একবোধে",—দুই-ই হ'য়ে থাকো মাগো ।
যে সূক্ষ্ম বাধাটি এখনও রয়েছে
কৃপা করে মাগো এবে দাও মুছে
"আমি-বোধ" যেন এখনো টানিছে
"তুমি-বোধে" সেথা জাগো ॥

কোকিলের সুর

কোকিলের রূপ হলেও কুরূপ
অন্তরটি মধুময়।
সে মধুর স্বাদ কর্ণে মোদের
কুহু স্বরে প্রকাশয়॥
সে সুর শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলে
কোকিলে না দেখা যায়।
উঁকিঝুঁকি মেরে দেখিতে গেলেই
অম্‌নি সে উড়ে পালায়॥

এর যে কারণ, মোর ধারণায়,
"সে থাকিতে চায়,—নিজেতে মগন।
আপনার সুরে বিভোর হইয়া
আপন-অন্তরে করে আস্বাদন॥"
সাধনও তেমন, অন্তর পানে —
যদি তার গতি হয়।
সাধক তখন হইয়া মগন
আপনার মাঝে আপনি রয়॥

চাহেনা দেখাতে করেনা বড়াই
আমি ভক্ত আমি সাধু।
দেখে বিশ্বেশ্বরে আপন অন্তরে
পানে রয় মগ্ন, তাঁর প্রেম মধু॥
কেহ যদি চাহে পরিচয় পেতে
সরে যায় সেথা হ'তে।
কোকিল যেমন রস-ভঙ্গ হ'লে
রহেনাকো আর, সে বৃক্ষ শাখেতে॥

দূর হ'তে সুর কর্ণে পশিলে
মন প্রাণ যথা হয় উদ্বেলিত।
প্রকৃত ভক্তের স্মরণ মননে
"হৃদ্-পদ্ম" ফুটে ওঠে সেই মত॥
'একলব্যের' জীবনেতে দেখি
এ কথার চরম সার্থকতা!
পিপাসিত প্রাণে লভিল জীবনে
অস্ত্র-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সফলতা॥

ওহে মন মম বারাঙ্গনা সম
তুচ্ছ বাহ্য সুখে কেন অহরহ—
ঘুরিছ ফিরিছ, লুব্ধ হ'য়ে আছ
এর পরিণাম অতি ভয়াবহ॥
অজ্ঞাত কুরূপা কোকিলের মত
আপনাতে ডুবে থাকো।
অন্তরতমের পরশ লভিলে
দুই-ই হবে জেনে রাখো॥

আপনি মজিলে অপরে মজিবে
কোকিলের সুর সম।
তৃষিত প্রাণেতে আপনি পশিবে
সে পরশ অনুপম॥
বাহ্য আড়ম্বর সেথা অকারণ
"সত্য-তত্ত্ব" হয় অতীব গোপন।
সে গোপন-রত্ন পেতে চাও যদি
গোপনে গভীরে কর হে গমন॥

প্রণিপাত

বিষয়ের সুখ আপাত মধুর
অন্তে সে জ্বালাময়
তোমাতে যে সুখ চির শাশ্বত
অক্ষয় অব্যয় ॥
কিন্তু বিধাতা ইন্দ্রিয়ে গড়েছে
বিষয়ের মুখী করে।
তুমি কিন্তু আছ "জ্ঞানময়-গুরু"
মানবের হৃদিপুরে ॥

সাধনে যে চায় "জ্ঞান-রূপে" পায়
জ্ঞান সাথে ভক্তি আসে।
জ্ঞান ভক্তি দুয়ে রহে এক হ'য়ে
ভক্তি রয় জ্ঞান পাশে ॥
ক্ষেত্রে মিলন হইবে যখন
গভীরতায় দুয়ে হয় একাকার।
এই একাকার "স্ব-রূপ" তোমার
"শুদ্ধা-ভক্তি" নাম হয় তার ॥

সদ্‌গুরু হ'য়ে করুণার বশে
তুমি হে টানিছ মোরে।
তুমিই ভুবনে সব সেজে আছ—
(আছো) বিষয়েরও রূপ ধরে ॥
বিষয়-মুখী এই ইন্দ্রিয় নিয়ে
রহিব বিষয়ে মিশিয়া।
বিষয়কে তোমা-বোধেতে হেরিয়া
রহিব তোমাতে ডুবিয়া ॥

তা হ'লে বিষয়ের "বিষ-জ্বালা" আর
স্পর্শিবেনা মোর অন্তরে।
তোমার পরশে—বিষ হয় সুধা
"জ্বালা",—শান্তি হয়ে তখন বিহরে॥
কবে মোরে নেবে পরিপূর্ণ ভাবে
সর্ব বিষয়েরি মাঝে দেখা দেবে।
তমালের ডালে যমুনার জলে
এ রাধার-চোখে কবে কৃষ্ণ হবে?

এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে কি হবে
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কি স্ফুরিবে?
তব কৃপা হ'লে সকলি সম্ভবে
আমিত্বটি কবে তোমাতে মিশিবে?
সকলে তো কয় তুমি দয়াময়
তোমারই দয়ায়, বিশ্ব ভরে রয়।
এখনো তো মোর হয়নি সময়
না হলেও, হোক তোমারি কৃপায়॥

রাখো সেইখানে ভক্তি আর জ্ঞানে
মিলেমিশে যেথা একাকার।
সেইখানে পাবো সবেতে হেরিব
"তুমি" আছ শুধু, "আমি" নাই আর॥
"আমি-বোধ" মিশে যাক ভক্তিবশে
বিশ্ব সাথে মিশে যাক বিশ্বনাথ।
যেন এ জীবনে সে রূপ দর্শনে
দেহে মনে প্রাণে হয় "প্রণিপাত"॥

সুরটি তোমার

চিন্ময় ভূমি মৃন্ময় ভূমি—মাঝখানে সংশয়।
এই মাঝভূমিতে আটকে আছি—কর মা উপায়॥
চিন্ময়-সাগর-জলে—দু-হাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।
সংশয় যে দিচ্ছে বাধা—কর মা উপায় হে শঙ্করী॥

চাইছি যেতে তোমার কাছে—টানছে সংস্কারে।
সংস্কার ও সংশয় মাঝেই—মরছি হেথায় ঘুরে॥
জেনে বুঝেও জননী গো—এগিয়ে যেতে নারি।
নীরব-ব্যথায় বুক ফেটে যায়—মায়ার ফেরে পড়ি॥

না বোঝাটা ছিল ভাল—ছিল না এ ব্যথা।
মত্ত মুগ্ধ ছিলাম ভুলে—নিয়ে মলিনতা॥
জানতাম না তাই ছিল নাকো—দু দিকের দু-টান।
এই দোটানায়, হৃদয়টিও—হ'তেছে খান্ খান॥

যেথায় আছি থাকবো সেথায়—নাকি কোথায় যাবো।
বুঝে উঠতে পারছি না মা—কোথায় তোমায় পাবো॥
শাস্ত্র-গুরু সাধুর কাছে—শুনেছি এ কথা।
সকলভাবে তুমিই মাগো—রয়েছো সর্বথা॥

তাই এভাবেও দেখবো তোমায়—"ভাবময়ী"-রূপে।
সতাই সকল ভাবের মূলে—আছো তো নিশ্চুপে॥
বাঁশি আমি বাজাও তুমি—ইচ্ছামত সুরে।
এ বিশ্বাস দাও "সুরটি তোমার"—তাতেই থাকি ভ'রে॥

সারগতি

মানব-চিত্ত পটে নানান চিত্র ফোটে
কোথায় কি যে ঘটে, বুঝলে না তো মন।
শুধুই চিত্র নিয়ে মগ্ন মত্ত হ'য়ে
অভিমানে র'য়ে, কাটালে জীবন ॥
তত্ত্ব কি বোঝনা বুঝিতে চাও না
গভীরে যাও না—উপরে ভাসিয়া আছো সর্বক্ষণ।
উপরে ভাসিলে রত্ন নাহি মেলে
পাবে তলে গেলে, রত্নাকর নহে শূন্য কখন্ ॥

একং নিত্যং বিমলমচলং দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং-সর্বধী সাক্ষী ভুতং।
নিত্যং শুদ্ধং নিরাকারং নিরঞ্জনং
ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং—তত্ত্ব মস্যাদি লক্ষ্যম্ ॥
আকাশস্থিত বাতাসের মত তাঁর অবস্থান সর্বত্র সতত
শ্বাসরূপ তিনি রয়েছে নিয়ত, প্রাণ হ'য়ে জীব ভাবে।
লয়ে স্ব-প্রকৃতি লীলারঙ্গ-ছলে ত্রিগুণ মাঝারে খেলে ভূমণ্ডলে
এ-প্রকৃতি বশে জীব থেকে ভুলে—মত্ত আছে মিথ্যা
আমিত্ব গৌরবে ॥

এ আমিত্ব ত্যজি তাঁর তত্ত্ব বুঝি
সর্বভাবে পূজি, স্বকর্ম ধরিয়া হ'লে অগ্রসর।
সত্য সরলতা শুদ্ধ পবিত্রতা
হ'লে একত্রতা, সে শুদ্ধ দর্শনে হয়েন গোচর ॥
তখন বুঝিবে তিনি মাত্র ভবে
একাই দুইভাবে—স্বগত লীলায় আছেন ডুবিয়া।
শুদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে প্রেম আঁখি দিয়ে
ভেদ শূন্য হ'য়ে—অভেদে হেরিবে, অভেদে থাকিয়া ॥

ঠিক সে-কেমন হয় আস্বাদন ভাষায় হয়না তাঁর প্রকাশন
অনুভবে আসে পরম রতন, মৃন্ময়ে চিন্ময়ে হয় একাকার।
মা মহামায়ারে 'মা' ডাকে ভুলায়ে বাহ্য দৃষ্টিটিকে অন্তরে ফিরায়ে
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 'মা' রূপে হেরিয়ে—সে পরমাত্মায় গতি হবে সার ॥

সাধুসঙ্গ মহিমা

চৈত্রের প্রথমদিক বন-মাঝে চারিদিক
ভেঁটফুলে-কিবা শোভা করেছে ধারণ।
মধুর পিয়াসী যত অলি, মধুপানে রত
প্রাণখোলা গান গেয়ে গুণ গুণ গুণ ॥
সে-গানের সুর শুনে বিচলিত হয় প্রাণে
বন-পাশে বাসকারী এক "গুব্‌রে-পোকা"।
অতি সুমধুর সুর আনন্দেতে ভরপুর
কারা এরা, জিজ্ঞাসিল কে তোমরা সখা ?

কয়েক পুরুষ হ'তে বাস মোর এ বনেতে
"নরকের" স্বাদে সদা আনন্দেতে রই।
কভু শুনি না তো কানে এ মত মধুর গানে
তোমাদের দেখেছি বলে মনে পড়ে কই ?
কে তোমরা থাকো কোথা হও ভাই মোর মিতা
সখ্যতা লভিতে মোর আশা বড় প্রাণে।
কৃপা করে আজি মোরে সখা বলে লও ব'রে
দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে তব-নিজগুণে ॥

ভ্রমর কহিছে হাসি সবে মোরা ভালবাসি
প্রাণ যার চায়, মোরা তারে সাথে লই।
তব প্রাণ যদি চাহে সখ্যতায় আজি দোঁহে
পরস্পর মোরা এবে বন্ধু হয়ে রই॥
পোকা বলে, কহ ভাই নরকে যে স্বাদ পাই
তব খাদ্য আস্বাদন শ্রেষ্ঠ কি তা হতে?
মৃদু হাসিভরা মুখে ভ্রমর কহিছে তাকে
"নিজে বুঝে নেবে চল, এস মোর সাথে"॥

এত বলি তারে নিয়ে ভ্রমর পৌঁছালো গিয়ে
এক সরোবর-নীরে পদ্মবন মাঝে।
পদ্ম-ফুল দেখাইয়ে বলে সখা দেখ খেয়ে
"নরক" ও "মধুর" মাঝে কি তফাৎ কাজে॥
পদ্ম-মধু কণা পিয়ে পোকা গেল মগ্ন হয়ে
ধীরে ধীরে ভুলে গেল নিজ পরিচয়।
এ-ফুলে ও-ফুলে বসি' পোকা হল এত খুশি
হুঁশ নাই, সন্ধ্যাগমে ফুলগুলি মুদিত যে হয়॥

মুদিত পদ্মের মাঝে বন্ধ হয়ে গেল সে যে
ভ্রমর ডাকিল বহু সাড়া নাহি পায়।
ফিরে গেল নিজবাসে পরপর দুদিন এসে
বহু খুঁজি নাহি পেয়ে করে হায় হায়॥
এদিকে পোকার ঘরে বাচ্চাগুলি কেঁদে মরে
"মা" তাদের ফেলে, কোথা গেল, এই দুঃখে।
যারে দেখে তারে কয়, কহ ওগো মহাশয়
তুমি কি দেখেছ মোর মাকে?

ওদিকেতে এক মালি ভোরে পদ্মগুলি তুলি
বাসন্তীমাতার পূজাবেদীমূলে রাখে।
যথাকালে ব্রাহ্মণ করি মন্ত্র উচ্চারণ
"পাদ-পদ্মে" পদ্ম দিল মাকে॥
ছিল পোকা পদ্ম-মাঝে পাদ-পদ্ম লভিল সে
সফল হইল জীবন, ভাবে মনে মনে।
বলে, "হে জগৎ-স্বামী আজ হনু ধন্য আমি
সার্থক জীবন হ'ল, সাধু-সঙ্গ-গুণে"॥

পরদিন পূজা শেষে ফুলগুলি নিয়ে এসে
মা-গঙ্গার-গর্ভে তাহা করে সমর্পণ।
গঙ্গা মাঝে যায় ভেসে শুনিতে পাইল শেষে
সখা তারে ডাকিতেছে করিয়া ক্রন্দন॥
আনন্দেতে কেঁদে কেঁদে পোকা কহে অতি খেদে
শোন সখা, "তুমি মোর গুরু—
মাত্র তব সঙ্গ লভি আজ যে পেয়েছি সবই
মহতো-মহান-পথে যাত্রা মোর শুরু"॥

কেন সখা বার বার ডাকিতেছ তুমি আর
যাকে ডাকো—সেতো আর নাই।
লভি সাধু-সঙ্গ মাত্র স্পর্শ করি শুদ্ধ-সত্ত্ব
"গুণাতীত-ধামে" পেল ঠাঁই॥
যদি বল সন্তানেরা কাঁদে হয়ে মাতৃহারা
জগৎ-জননী-মা তো আছে!
দেহধারী মার মাঝে "জগতের-মা"-ই রাজে
সদা যিনি সকলারি কাছে॥

পালিছে যে জগতেরে সে পালিবে সন্তানেরে
মায়া-মুগ্ধ জীব কহে—"আমি"।
আমিত্বের-ই অন্তরালে জগৎ-মাতার লীলা চলে
এই সত্য, জেনো সখা তুমি॥
যদি সুকৃতির বশে সাধু-সঙ্গে কেহ মেশে
মায়া-যবনিকা তার ক্রমে মুক্ত হয়।
তখন নির্মল চোখে সেজন যেদিকে দেখে
মহামায়া মা-র লীলা সে দেখিতে পায়॥

এ বিশ্ব যে মা'র লীলা সব সেজে করে খেলা
ত্রিগুণের অন্তরালে থাকি।
যেবা কাঁদে মার কাছে না রাখে গুণের পাছে
রাখে নাকো মায়াজালে ঢাকি॥
ছেলে যে মায়ের প্রিয় হেয়-ও, মার-কাছে শ্রেয়
কভু যদি কাঁদে মা মা বলে।
মায়াজাল খুলে দেয় মা তাহারে কোলে নেয়
এইরূপে "সাধু-সঙ্গ" ছলে॥

মা-ই-সব

তোমার করুণা বিনা ব্যর্থ মোর এ সাধনা
মুছে দাও সাধনাভিমান।
সাধনে লভিব তোমা এ কল্পনা বৃথা যে মা
করুণাই মূল উপাদান॥

তোমারি কঠিন মায়া এমনি রচিছে ছায়া
তোমারেই করি প্রত্যাখ্যান।
সর্বরূপে সর্বভাবে তোমারেই পাই ভবে
তোমা ছেড়ে ভাবি তাহা আন্॥

সবারে "মা" ব'লে নিলে মাকে পাবো আন্ মূলে
তুমি সব, তোমা হ'তে সব।
সবই যদি তোমা হ'তে ভুল দেখি ভিন্ন মতে
এ বিশ্ব তো তোমারি বৈভব॥
এ সত্যে বিশ্বাস দাও মাগো, মিথ্যা মুছে নাও
সর্বভাবে তোমারে লভিব।
জীবনের সব কাজে দেখিব 'মা' সেই সাজে
মরণেও 'মা' বলে পশিব॥

সব ছাড়ো সব পাবে

সব ছেড়ে দেখ্ সব পাবি মন
ধর্ম অর্থ আর মোক্ষধন।
কাম-কামনাতে কত না জনম
যাতায়াত তুমি কর অনুক্ষণ॥
চতুর্বর্গ-ফল রয়েছে সকল
"মা" নামের গভীর মর্ম-মাঝে।
সে মর্ম-গভীরে এস ধীরে ধীরে
হ'য়োনা ব্যর্থ বাহিরেতে ম'জে॥

গভীর তত্ত্ব করি আয়ত্ব
সার সত্য পথ ধরি।
মন তুমি চল লভিবে সুফল
দেখ দেখি অগ্রসরি॥
শাস্ত্র কি বলেনি-সবই হন তিনি
ক্ষরাক্ষর দুটি ভাবে।

মায়া মুগ্ধ চোখে ক্ষরে ম'জে থেকে
স্থায়ী সুখ কোথা পাবে ?

যিনি অক্ষর তিনিই তো ক্ষর
তিনিই পুরুষোত্তম্।
ক্ষর নিজে সেজে, অক্ষর-ই বিরাজে
এই তো শাস্ত্রের ক্রম্॥
ক্ষরেতে মিলিয়া অক্ষর স্পর্শিয়া
অনন্ত ভাবেতে থাকো।
পুষ্ট হলে ভাব, ফিরিবে স্ব-ভাব
ব্যর্থ কভু হবে নাকো॥

দেখিবে তখন ওহে ভোলা মন
সেই অক্ষর-ই ক্ষর সাজিয়া।
দারা পরিজন-সহ এ ভুবন
একা তিনিই সর্ব ব্যাপিয়া॥
খুলিলে দৃষ্টি দেখিবে সৃষ্টি
ভরিয়াই তিনি রন।
দেখিবে তখন লভিয়াছ মন
ধর্ম অর্থ মোক্ষধন॥

সবই এই প্রাণ

কর যার সন্ধান তিনি হন তব প্রাণ
তব দেহ-মাঝে তিনি মূর্তিমান।

যিনি নিরাকার তিনিই সাকার
এ সাকার বিশ্বের তিনি হন প্রাণ ॥ *
লীলা প্রয়োজনে আছেন গোপনে
অন্তরালে রন মায়া আবরণে।
এ মায়াও তিনি হয়েছে আপনি
বহুরূপে মত্ত,—লীলার কারণে ॥

এ সত্য বুঝিতে কৃষ্ণ বা কালীতে
মতি রেখে, হয় সাধনা করিতে।
হ'লে অগ্রগতি আসিবে সুমতি
সুমতির বশে হেরিবে সবেতে ॥
সব তিনি হন সবে তিনি রন
এ বোধ ফুটিলে,—সবেই দেখা দেন।
বৃক্ষ ও লতায় আকাশের গায়
কীট পতঙ্গ সবই, কৃষ্ণ হয়ে যান ॥

তাই সাধনাতে প্রাণেরি সাথেতে
সংযুক্ত হয়ে,—হয় যে এগুতে।
এই সংযোজন করে আনয়ন
সাধন সাফল্য,—প্রাণেরই কৃপাতে ॥
কালী কৃষ্ণ, প্রাণ পাবে সে সন্ধান
যবে সফলতা লভিবে হে মন।
তাহার আগেতে মজ' বিভেদেতে
তাই রূপ দ্বন্দ্বে রহগো মগন ॥

তত্ত্ব পথ ধরি রূপ দ্বন্দ্ব ছাড়ি
একান্ত সাধনে পাবে সে রতন।

লভিলে সে ধনে পাবে এ জীবনে
নিত্য নব নব রস-আস্বাদন ॥
সেই আস্বাদন হয়না পুরাতন
কেবলই পিপাসা বাড়ে।
এই পিপাসায় মায়া নাহি রয়
সর্বত্রই তাই কৃষ্ণ উঠে স্ফুরে ॥

---

* "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয় স্থিতঃ।" গীতা ১০/২০

দ্রষ্টব্য :

১। "সখি কি পুছছি অনুভব মোয় ?
কৃষ্ণ পীরিতি অনুভব বাখানিতে
তিলে তিলে নুতন হোয়।"
—শ্রীরাধা

২। "মধুর হইতে সুমধুর
আপনার এক কণে
ব্যাপ্ত সব ত্রি-ভুবনে
দশদিক ব্যাপে যার পুর।" —চৈঃ চঃ

অকুণ্ঠাই বৈকুণ্ঠ

যখন বুঝিবে মন আমি আছি সর্বক্ষণ
তোমাতেই,—"ওগো নারায়ণ"।
সুখ দুঃখ অশান্তিতে অসক্ত বা আসক্তিতে
সর্বাবস্থায় পাবে দরশন ॥
সাধনার অগ্রভাগে তাঁর তত্ত্ব জানো আগে
পথ জেনে করহ গমন।
না চেনা-জানার তরে ভেদ-জ্ঞান থাকে ঘিরে
তাই ব্যর্থ হয় যে সাধন ॥

সাধনা অন্তর ধন নহে বাহ্যে প্রকাশন
বাহ্য সবই অনিত্য ও মিছে।
বৃথা বাহ্য-ভাব ত্যজি অন্তরেতে রহ মজি
"প্রাণ-কৃষ্ণ" অন্তরেই আছে॥
ক্ষেত্রের বিকার মাঝে "ক্ষেত্রজ্ঞ" রূপেতে রাজে
বিকার-মুক্ত হ'তে কর,—"শ্রীনাম" সাধন।
জাহির করিতে নিজে যে রহে সাধন মাঝে
তাহারি সাধনা হয় ব্যর্থ অকারণ॥

চেষ্টা রাখো বুঝিবারে কে যায় সাধনা করে
সে'কি দেহ, নাকি তিনি প্রাণ?
ক্ষেত্রটির বশে বশে জেনো প্রাণই সেই বেশে
সাধন ভজন করে যান॥
বুঝিয়া এ আদি তত্ত্ব চেষ্টা রাখো পেতে সত্য
"প্রাণ-কৃষ্ণেই" সঁপ 'মন প্রাণ।
কৃষ্ণ নামে রিপু সবে পুষ্ট কর সেই ভাবে
পুষ্ট হ'লে পাবে গো সন্ধান॥

তখন দেখিবে কৃষ্ণ কেমনে রন সতৃষ্ণ
"ভক্তি-রস" আস্বাদন তরে।
ঠিক যে সেদিকে চেয়ে তাঁর নাম যায় গেয়ে
সে ভক্তেরে আলিঙ্গন করে॥
সাধনা সার্থক হয় জন্ম মৃত্যু মুছে যায়
বৈকুণ্ঠেতে রয় সেই জন।
অকুণ্ঠ ভাবেতে যিনি নিতে পারে তাঁরে মানি
তাহারই সার্থক হয় সাধন ভজন॥

সচ্চিদানন্দ লাভ

বৃথা আস্ফালন করিছ হে মন
রয়েছো তো দেখি স্থূলেতে মগন।
তাই অনিবার বোধেতে তোমা
অসংখ্য ভেদই হতেছে স্ফুরণ॥
আজও বুঝিলেনা বুঝিতেও চাওন,
কেমনে এ ভেদের হ'তেছে সৃজন।
"প্রাণ-ব্রহ্ম" হ'তে বিস্তৃত জ্যোতিঃতে
"জড়-প্রকৃতির-ভেদ" হয় প্রকাশন॥

প্রকৃতি তো জড় অচল অনড়
সচল সে হয়,—প্রাণেরি পরশে।

মন, তারই গুণে বহুত্ব দর্শনে
যশঃ-আকাঙ্ক্ষায় ডুবিছ হরষে॥
এ নর জীবনে সত্যের সন্ধানে
না গিয়ে, সতত মিথ্যাতে মজিছ।
গুণের প্রভেদে শাশ্বত অভেদে
দর্শন যোগ্যতা তাই হারাতেছ॥

এ বিশ্বাস রাখো সেই চোখে দেখো
জড়, সচেতন হয় চৈতন্য পরশে।
এই যে চৈতন্য রূপ গুণ শূন্য
এ জড় জগতের মাঝেই প্রকাশে॥
কোন রূপ নাই এই বিশ্বটাই
"অরূপেরই-রূপ"—এই বোধে দেখ।
অভ্যাসের ফলে যাবে যবে মূলে
নেত্র ভরে যাবে, সত্যই মনে রেখো॥

"কৃষ্ণ" বলে ডাকো "মা" রূপেই দেখ
ভাব মত লাভ হবে।
দরশন হ'লে দুই যাবে ভুলে
সবেতেই দেখা পাবে॥
ঊর্ধ্বে ও নিম্নেতে সম্মুখে পশ্চাতে
তাঁরে দেখে,—সব ঘুচে যাবে দ্বন্দ্ব।
পাবে ভগবানে জীবনে মরণে
তিনি সৎ, তিনি চিৎ, তিনিই আনন্দ॥

সত্য পথ

শৃঙ্খলা যেন গো শৃঙ্খল হ'য়ে
মানবতায় নাহি বাঁধে।
শুচিতা যেন গো সূঁচ সম হ'য়ে
যাত্রা-পথ নাহি রোধে॥
নিষ্ঠা যেন গো বিষ্ঠার সম
অস্পৃশ্য হ'য়ে না যায়।
নীতিরে ত্যজিয়া 'নেতাটি' সাজিয়া
এ "গণা-দিন" না ফুরায়॥

সাধক সমাজে দিকে দিকে রাজে
অসংখ্য এরূপ ভাব।
সাধনার গতি-কামনায় মতি
হয়না সত্য লাভ॥

সাধন-অভিমান, যশঃ আশে জ্ঞান
পূর্ণ হ'য়ে আছে যার।
প্রচারকগণে—প্রচারের গুণে
বাড়ায় সম্মান তার॥

সাধনার ধন যা অতি গোপন
যে দিব্য-শক্তি নিজে
হয়ে সঞ্চালিত করে জীবহিত
রহি নরদেহ মাঝে॥
সে ধন বিহনে বাহ্য আবরণে
বাঁধা পোড়োনা হে মন।
অনিত্যের মোহে এ দুর্লভ দেহে
ঘুরোনা হে অকারণ॥

ফুলেরি মতন ফুটে থাকো মন
শেফালি হাস্‌নাহেনা।
রঙেরি মাতন কিবা প্রয়োজন
সৌরভ লুকাবে না॥
মধুর সৌরভে ভরিবে গৌরবে
পিপাসুর মন প্রাণ।
সে গন্ধ লভিয়া পরিতৃপ্ত হিয়া
ধীরে হবে আগুয়ান॥

এই অগ্রগতি সার্থক অতি
এমনি করিয়া সবে।
নাশি অমঙ্গল দানিতে মঙ্গল
তিনিই বিরাজে ভবে॥

অতএব মন বৃথা অকারণ
নিজেরে বেঁধনা নানা আবরণে।
রয়েছ যেথায় যেই অবস্থায়
সেই ভাবে রও সত্যের সন্ধানে॥

জেনো সবই সত্য মিথ্যাতে মত্ত
সে শুধু অজ্ঞান কারণে।
নিত্য সত্য যিনি বিরাজিত তিনি
অনিত্যেরই আবরণে॥
অনিত্যে মজিছ মিথ্যাতে ভুলেছ,
সত্য-দৃষ্টি লাভ তরে—
এসেছ এখানে দুর্লভ জীবনে
আশি লক্ষ জন্ম ঘুরে॥

সত্য লাভ তরে নরকের দ্বারে
যেতেও কুণ্ঠা ক'রোনা।
অবস্থান হ'লে পাথরও সেকালে
সত্য-স্পর্শে হবে সোনা॥
রয়েছে প্রমাণ শাস্ত্রে অগণন
সাধকের জীবনেও।
"সত্যধন" ত্যজি অনিত্যেতে মজি
সফল হয় না কেউ॥

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্

ওরে মন তুই বুঝিস্‌নারে ভেদ্-দর্শন করিস্ কারে
"অখণ্ডকে" কেন খণ্ড দেখিস্?

অংশ অংশী দুইভাবে তিনিই বিরাজেন ভবে

হেয় শ্রেয় সব তিনি, এ স্মরণ রাখিস্ ॥

তিনি মূল, তাঁর উপরে মা প্রকৃতি লীলা করে

রসাস্বাদন তিনিই করিছে।

পরা ও অপরা নিয়ে এক ব্রহ্ম দুই হয়ে

এই লীলা পুষ্ট করিতেছে ॥

হস্তপদ আদি কত চক্ষু কর্ণ নাসা যত

একই দেহে সংযুক্ত রয়েছে।

যাই দেখ "একজনের" ভেদ মাত্র নাম গুণের

এই বিশ্ব তথা! তাঁতে বিরাজিছে ॥

এতে হেয় শ্রেয় দেখা মিথ্যাতে ডুবিয়া থাকা

তাঁহারেই হেয় করা হয়।

যে পথেই সাধন কর শাক্ত বৈষ্ণব নাম ধর

সে সাধন ব্যর্থ হয়ে যায় ॥

মহামায়া যোগমায়া দুই জেনো তাঁরই কায়া

কায়াপরে বিশ্বলীলা হয়।

লভি তত্ত্ব-জ্ঞান-জ্যোতিঃ সাধনায় অগ্রগতি

হ'লে, বিশ্বময়ই তিনি দেখা দেয় ॥

তিনিই যোগমায়ারূপে পিপাসুরে লয়ে বুকে

লীলাস্থলী-মাঝে রেখে দেয়।

তখন যারই লভে সঙ্গ সবই দেখে তাঁর অঙ্গ

"অখণ্ডের" সেই দেখা পায় ॥

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু
গুরুদেব মহেশ্বরঃ

গুরুই তোকে চালায় রে মন
নিয়েও আছেন সকল ভার।
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডেতে
সেই "অনন্তই" গুরু সবার॥
জীব রূপেতে সেই পরম শিব
ভুবন ভরে করছে খেলা।
মহাভূত আর অহংকার-রূপ
চব্বিশ-তত্ত্বে হচ্ছে লীলা॥

মন ওরে তুই তত্ত্ব-বোধের
দিকই, রইলি ভুলে।
লক্ষ লক্ষ জনম গেল
আজও যাস্‌না মূলে॥
পঙ্ক-রসেই ডুবে আছিস
অহংকারটি নিয়ে।
দুর্লভ এই মানব জন্মেও
দেখলি না চোখ চেয়ে॥

তাইতো রে মন ভুলে আছিস
সত্যই কি তোর পরিচয়।
দেহধারী জগদ্‌গুরুর
তাইতো শরণ নিতে হয়॥
স্থূলকে ধরেই সূক্ষ্মের পরশ
পাবার পথটি আছে।
অভিমান ত্যাগ যতই হবে
ততই পাবি কাছে॥

যতক্ষণ তোর "আমি" রবে
"স্থূল-গুরুই" তোর সবই।
জ্ঞান পরশে প্রেমের চোখে
ক্রমেই "সূক্ষ্মে" পাবি॥
সমর্পণের সার্থকতায়
আমিত্ব লয় হ'লে।
তখন চোখে দেখতে পাবি
"জগদ্-গুরুই" স্থূলে॥

আরও যখন এগিয়ে যাবি
স্থূল ও সূক্ষ্মের ভেদ রবেনা।
দৃষ্টি তখন দেখতে পাবে
গুরু শিষ্য দুই-ই একজনা॥
হেথায় ঘোচে সব ভেদাভেদ
"প্রাণ-সত্ত্বার" মাঝে।
তখন প্রকাশ হবে রে মন
এই "প্রাণই" বিশ্ব সাজে॥

তিনি ভেদাতীত

সূর্য সদা পূর্ণ থেকে অনন্ত প্রভায়—
আলোর বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দেয়॥
রজক কাপড় শুকায়, চাষীজনে ধান।
সে রৌদ্রে শীতার্ত করে শীত্ নিবারণ॥

এভাবে অনন্ত বিশ্বে অনন্ত প্রকারে।
যে যাহার প্রয়োজনে তাঁরে ভোগ করে॥
ঠিক সেইভাবে নিজে পূর্ণ থাকি সদা।
স্বয়ং ব্রহ্ম বিরাজিছে এ বিশ্বে সর্ব্বদা॥

আভাসেতে "তৎ-প্রকৃতি" সক্রিয় হতেছে।
প্রকৃতির গুণবশে সংস্কার সৃজিতেছে॥
এই সংস্কারই বিশ্বে অনন্ত ধারায়।
ছড়াইয়া আছে বলে ভেদ দেখা যায়॥

প্রকৃত-ই কোন ভেদ নাই সে "পরমে"।
ভেদ শুধু প্রকাশিছে এই নিম্ন ভূমে॥
মন আমার! তুমি যদি সাধনা করিছ।
তবু কেন এই ভেদে ডুবিয়া রয়েছ?

নিজেই নিজের বিচার কর এইবার।
সাধনা কি হতেছে গো সঠিক তোমার?
প্রকৃতির বাহু-মুক্ত পারনি হইতে।
বিপরীত গতি লাভ হতেছে ইহাতে॥

তত্ত্ব-বোধ

লীলার্থে আপনি "হরি" নিজ হ'তে নিজে-
প্রকৃতি সাজিয়া বিশ্বরূপেতে বিরাজে॥
গুণময়ী প্রকৃতির গুণ সংস্কারে-
পুঞ্জীভূত অবস্থাটি "মন" নাম ধরে॥

মনেরি সংস্কার কিংবা কল্পনার বশে।
পরম-ব্রহ্মেরি উপর এই বিশ্ব ভাসে॥
যথা সংস্কার মত তথা রূপই ধরে।
অসংখ্য জনেতে দেখে অসংখ্য প্রকারে॥

এ বিশ্বের কোনরূপ "স্থির-সত্ত্বা" নাই।
যতক্ষণ সংস্কার ততক্ষণই পাই॥
রজ্জুতে সর্প ভ্রম যতক্ষণ রয়।
মিথ্যা বটে!. তবু তারে সত্য মনে হয়॥

মন বা সংস্কার যার যেই স্তরে আছে।
একই বিশ্ব সেইমত ফোটে তার কাছে॥
এত যে নানাত্ব বিশ্বে! ঐ সংস্কারে ফোটে।
সংস্কার ক্ষয় হলেই "ব্রহ্মলাভ" ঘটে॥

এরই তরে আমাদের যতেক সাধনা।
"তত্ত্ব-জ্ঞান" না থাকায় হয়না ধারণা॥
(তাই) নাম ও রূপের দ্বন্দ্বে করি মাতামাতি।
"তত্ত্ব-বোধ" না ফুটিলে কাটে না দুর্গতি॥

প্রাণ লক্ষ্যে সাধন

চৈতন্যই "জড়"-রূপেতে ফুটিছে
মায়ার পরশনে।
একাই দু ভাবে হতেছে প্রকাশ
লীলার প্রয়োজনে॥

"সচ্চিদানন্দ"-ই এ-ম-নি করিয়া
হতেছেন লীলায়িত।
"রজ্জুর-সত্ত্বাটি" যেমনে সর্পাকারে
হ'য়ে থাকে অন্তরিত॥

চেতনই প্রকাশে মায়ার মূর্তিতে
অতএব দুই-ই সেই।
এ তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া স্থাপন
"মা" বলো,—দুয়েকেই॥
"সু" কিংবা "কু" দুয়েরেই ভাবো
চৈতন্য-বিকাশ ব'লে।
তোমারও মাঝেতে রয়েছে অস্ফুট—
ফুটিবে অভ্যাস-ফলে॥

সুযোগ্য-সাধনে ধারণা যেদিন
স্বচ্ছ ও শুদ্ধ হবে।
চৈতন্য-সাগরে ভাসিয়া বেড়াবে,
একুলে ওকুলে পাবে॥
সেই অবস্থায় জীবন ও মরণ
হয়ে যায় তদাকার।
মায়ার গ্রন্থীটি খুলে গিয়ে সেথা
(থাকে) শুধু প্রেম-পারাবার॥

"সু" "কু" চিন্তা বা দৃশ্য রূপেতে
প্রকাশিত যাহা হয়।
সে চিন্তা বা দৃশ্য যাঁহার সত্ত্বায়
সত্ত্বাবান হ'য়ে রয়—

তিনিই সবার "প্রাণকৃষ্ণ" রূপে
বিরাজিত এই ভবে।
তাই সাধনায় প্রাণে লক্ষ্য রাখো
পূর্ণ হ'লে দেখা পাবে॥

চিৎ সত্ত্বাই কৃষ্ণকালী

মদ ভাঙ বা গাঁজার নেশায়
নেশাগ্রস্ত-জন মনে করে।
বিছানা ঘর বাড়ী সবই
চক্রবৎ যেন সবই ঘোরে॥
সত্যি কিন্তু ঘোরেনা সে সব
ঘর-বাড়ী সব স্থির-ই আছে!
নেশার ঘোরে ঘুরতে দেখে—
সে দেখাটা কিন্তু মিছে॥

সেই লোকেরই নেশা কাটলে
সুস্থ যখন হবে।
নেশার ঝোঁকে ঘুরছিল যা
তখন স্থিরই দেখতে পাবে॥
আমরা তেমনি সংস্কারের
বশেই সবকে দেখি।
প্রাণময় এই ভুবন মাঝে
প্রাণকেই ভুলে থাকি॥

বিষয়-মদে মাতাল মোরা

এই নেশা কাটার তরে।

নানা জনে নানা পথে

যাই সাধনা করে॥

বিষয় নেশা কাটবে যখন

তখন চোখে দেখা যায়।

একমাত্র চিৎ-সত্ত্বাকেই

কালী কৃষ্ণ সবই কয়॥

উপলব্ধি

কভু দেখি তোমা আমারি মাঝারে
ক্ষণ পরে নাই, কোথা যাও সরে
জানি না কি লীলা যেতেছ হে করে

(শুধু) বিমুগ্ধ হ'য়ে থা-কি।

থাকি তব কাছে ওগো দয়াময়
হয়তঃ এখনো হয়নি সময়
যোগ্য করে নাও আপন কৃপায়

যেটুকু রয়েছে বা-কি॥

অন্য চাহি নাগো শুধু আঁখিপাতে
তুমি রহ নাথ আঁধার আলোতে
ভেদ মুছে দাও ভালোতে মন্দতে

তোমা বোধে ছুয়ে দে-খি।

তব সঙ্গ গুণে এ-বোধ যেদিন
ভেদাভেদ ভুলে,—হ'য়ে অমলিন—
তোমাময় হবে, তবেই সেদিন—

আসিবে। তাই গো ডা-কি॥

এছাড়া হে প্রভু কিছুই দিওনা
ঠিক কি বেঠিক—সঠিক জানি না ;
অন্তরে যে ভাবে আসিছে প্রেরণা
সরল ভাবে তা ব-লি।
হিত্ কি অহিত্ ভালো জানো তুমি
প্রাণের আবেগ জানানু হে স্বামী ;
জানি তা শুনিবে হে অন্তর্যামী
(তাই) রাখিনু দুয়ার খু-লি ॥

সদ্গুরু-রূপে যখন এসেছ
জেনেছি আপন সাথেই রেখেছ
সঠিক পথেতে নিয়েই যেতেছ
এ সত্য প্রকাশে মনে।
গুরু কৃপা-বশে কিছু কিছু ভাসে
সত্য-স্বরূপ, ক্ষণেক প্রকাশে
ক্ষণেকে আবার আঁধারে প্রবেশে
লীলাবোধে লই জীবনে ॥

সত্যনারায়ণ পূজা

সত্যনারায়ণের সত্য পূজাটি
শিখে নাও মন এই বারে।
তাইতো দিয়েছে তিনি কৃপা করে
এ মানব-জনম তোমারে ॥

তাঁর সৃষ্টি-লীলার শ্রেষ্ঠ উপাদানে
গড়েছে জীবন তব।
"পূজা খেলা"—হতে "সত্যপূজাতে"
ফেরাও যে সম্ভব॥

যাঁর প্রতিমাটি গড়িয়া পূজিছ
ধূপ দীপ উপচারে।
নিত্য ও সত্য-স্বরূপের পূজা—
কর মন এইবারে॥
দেবতা যে নয় মাটিই কেবল
"মরীচিকা" নয় পরিচয়।
বুঝে নিতে হবে "প্রকট-বিশ্বে"
কি তাঁর সম্পর্ক রয়॥

"তত্ত্ব" অন্বেষণ করে দেখ মন
"তৎ"-ই করিয়াছে এ রূপ ধারণ।
"তৎ-ই" "সৎ" রূপে নীরবে নিশ্চুপে
স্বীয় প্রকৃতিতে করিছে রমণ॥
প্রকৃতি খেলিছে সগুণের 'পরে
"তৎ" "সৎ"-এ লয়ে নানাত্বে বিহরে।
আর ভুলিও না নানাত্বের বশে
তৎ সৎ পানে চাহ এবে ফিরে॥

সচ্চিদানন্দ রূপ যিনি নারায়ণ
প্রতিমাতে কর সে রূপ দর্শন।
দেখিলে বুঝিবে তৎসহ হেরিবে
সর্বরূপ তিনিই করেছে ধারণ॥

এ ধারণা এলে "কর্ম পুষ্প" দলে

সত্যই পূজা নেন সত্যনারায়ণ।

দশেন্দ্রিয়ে মনে যা হবে যেখানে

কর্মে কর্মেই-পূজা হবে সমাপন॥

কৃষ্ণ লাভ

এ ক্ষর অনিত্য দেহ আছে যতক্ষণ।
সম্পর্ক সবের সাথে মাত্র ততক্ষণ॥
দেহীর দৌলতে এই সম্পর্কটি রয়।
প্রাণ, আত্মা, পরমাত্মা দেহীকেই কয়॥

প্রাণ বা দেহীই হন্ সৎ-চিৎ-আনন্দ।
দ্বন্দ্বময় মর্তভূমে সদাই নির্দ্বন্দ্ব॥
দেহ ফেরে মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারে।
জ্ঞান বা বিবেক কিন্তু রয়েছে এধারে॥

জীব মাত্রে আছে সবার জৈব-পিপাসা।
শ্রেষ্ঠ জীব মানবের "বিবেকই" ভরসা॥
সাধন-প্রযত্নে বিবেক জাগ্রত করিয়া।
"তত্ত্ব-জ্ঞান"-পথ ধরে গেলে আগাইয়া॥

ক্রমশঃ বুঝিতে পারে "আমি বদ্ধ নহি"।
সংস্কার-বশে মাত্র দেহ-মাঝে রহি॥
আমি যদি 'আত্ম-চিন্তায়' ফিরি প্রাণপণে।
"প্রাণ কৃষ্ণ" সঙ্গ লাভ হবে এ জীবনে॥

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ"।—গীতা ১০/২০

শ্রীকৃষ্ণ যে মধুময় আর প্রেমময়।
সঙ্গগুণে স্বভাবতঃ প্রেম উপজয়॥
কর্ম্মের প্রচেষ্টাসহ জ্ঞান ও প্রেম যবে—
ত্রিধারায় যোগ হয়, কৃষ্ণ লাভ তবে॥

সাধনার প্রয়োজন শুধু এরই তরে।
ভিন্ন কামনায় জীব মরিতেছে ঘুরে॥
দুর্লভ মানব জনম পেয়েও এমন।
কি করিছ ভেবে দেখ-হে আমার মন॥

আপন ভাবিছ যারে, মিথ্যা সে কি নয়?
ক্ষণিকের দেহবোধে আপন সে হয়॥
আমি তো এই দেহ নয়, দেহটি আমার।
বসন ভূষণ সমই অনিত্য অসার॥

আমি প্রাণ আমি আত্মা এই বোধে ফের।
সিন্ধুরই বিন্দু আমি সাধনেতে হের॥
শ্রীকৃষ্ণই মহাসিন্ধু, স্বীয় শক্তি লয়ে।
আনন্দ লীলাতে নিত্য আছেন মগ্ন হয়ে॥

হ্লাদিনী শক্তি তাঁরই মা মহা-প্রকৃতি।
শক্তিবশে করিছেন সৃষ্টি লয় স্থিতি॥
এই বোধে জগতেরে সদা হের মন।
ইহ পরলোকে পাবে "কৃষ্ণ প্রাণ ধন"॥

———

বৈরাগ্য

"ধ্যানযোগ পরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।"—গীতা ১৮/৫২

বৈরাগ্য বৈরাগ্য বলা কথার-কথা নয়।
"প্রকৃত-বৈরাগ্য" সেতো "অন্তর-ধন" হয়॥
মুখেতে বৈরাগ্য-বুলি,—অন্তর ভরা কামে।
ধ্যানেতে বৈরাগ্য নাই—আছে রূপে নামে॥

বৈরাগ্য-সাধনে "তত্ত্ব-জ্ঞান" প্রয়োজন।
জ্ঞানশূন্য-সাধনা হয় বিপথে গমন॥
তাই আজ দিকে দিকে বৈরাগীর মেলা।
সাজপোশাকের মাঝেই সীমাবদ্ধ খেলা॥

নিত্য ও অনিত্য-জ্ঞান আগে লাভ করি।
অনিত্য হইতে ধীরে "নিত্যপথ" ধরি॥
বিচারে মাধ্যম করি আগাইয়া গেলে।
"নিত্যে" স্থির হলে চিত্ত, বৈরাগ্য যে বলে॥

"সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।"—গীতা ১৩/২৭

"সমংপশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিম্॥"—গীতা ১৩/২৮

"যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাবোধস্য যোগ ভবতি দুঃখহা॥"—গীতা ৬/১৭

কঠোর সাধনে আর সুগভীর ধ্যানে।
তৈল ধারাবৎ চিত্ত রাখি এইখানে—
হংস সম জল ত্যজি দুধ টুকু খায়।
তবেই বৈরাগ্য লভি বৈষ্ণবত্ব পায়॥

যে সাধনে আছে যেই, সেই পথ ধরে।
সকলে আসিতে পারে এই অধিকারে ॥
সাধনার পথভেদে নাহি ব্যবধান।
এখানে আসিলে হয় সকলে সমান ॥

যে প্রেমে মাতিয়া কৃষ্ণ যান্ লীলা করে।
সাধন-প্রযত্নে এস সেই প্রেমে ফিরে ॥
সকল মতে ও পথে হেথা আসা যায়।
যে যাহার রুচিমত আস্বাদন পায় ॥

টুকিটাকি—১

পবিত্র হৃদয় যার ঈশ্বর সহায় তার।
সত্য আর সরলতা এরাই আনে সফলতা।
ছল চাতুরী যেথা সবই ব্যর্থ সেথা।
নিজেয় শ্রেষ্ঠ দেখা জীবনটাই তার ফাঁকা।
ভালবাস সবে পরম শান্তি পাবে।
আগুন আর বরফ যেমন হিংসা আর প্রেম তেমন।
লঙ্কা, মধুর যে আস্বাদন হিংসা, প্রেমের স্বাদও তেমন।
পরের নিতে লোভ বাড়ায় শুধু ক্ষোভ।
অভিমান আর অহংকার নরকেতে গতি তার।
তুমি যাহা পেতে চাও আগে তুমি তাহা দাও।
সবায় তুমি দিচ্ছো যাহা তাদের কাছে পাচ্ছো তাহা।
প্রেম প্রীতি হৃদয়ে যার সংসারটাই স্বর্গ তার।
হিংসা দ্বেষ হৃদয়ে যার এ সংসারই নরক তার।

ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা একমাত্র বন্ধু হেথা
আপন স্বভাবমত কর্ম এটাই জীবের সত্য ধর্ম।
মন্দতেও ভাল যাহা ক্ষুদ্র হলেও নিও তাহা।
ভালতেও মন্দ যাহা সদা ত্যাগ করো তাহা।
এই সত্য মনে রেখো জীবকে শিববোধে দেখো।
সবাই জেনো গুরু তোমার সবার কাছেই আছে নেবার।
মন্দ দেখে ভাল শেখো মন্দকেও গুরু বলে দেখো।
সত্যই জেনো নাইকো অভাব মনের বাসনা মনের স্বভাব।
শান্তি যদি পেতে চাও কাম ক্রোধ ভুলে যাও।
অর্থের ক্ষতি ; ক্ষতি নয় চরিত্রেতে সব ক্ষতি হয়।
মনুষ্যত্ব লাভের তরে মানব দেহ এ সংসারে।
সেবাই হল পরম ধর্ম কর্মে সেবাই ইহার মর্ম।
সেবাবোধে কর্ম হ'লে বাঁধে না তায় কর্মফলে।

একা তিনিই রবে

তাঁরে পেতে তোমায় কোথাও
হবেনা মন যেতে।
তিনি তোমার সাথেই আছেন
চাইলেই পারো পেতে॥
আয়নায় যেমন ছায়া পড়ে
তেমন তাঁতেই প'ড়ে ছায়া।
জীবের চোখে সেই ছায়াটাই
ধরছে বিশ্ব কায়া॥

মায়ার ফেরে সেই ছায়ারে
আপন করে রেখে।
যাঁর উপরে ছায়ার প্রকাশ
ভুলে আছো তাঁকে ॥

তিনিই তোমার "প্রাণ-গোবিন্দ"
বা "প্রাণময়ী মা"।
সেই প্রাণাত্মার পানে তুমি
ফিরেও দেখছো না ॥

সেই আছে তাই তুমি আছো
তোমার বল্‌তে সবই আছে।
দূরে খুঁজে বেড়াও কেন
রয়েছেন তো তোমার কাছে ॥

ধর্ম কর তাঁকেই ধরে
কর্ম কর তাঁরই ভেবে।
এ সাধনে এগিয়ে গেলে
দেখবে; ক্রমেই কাছে পাবে ॥

নাম বা রূপের যে কল্পনাই
করোনা যেই ভাবে।
স্থির জেনো মন সে নাম রূপে
"প্রাণই" প্রকাশ হবে ॥

প্রাণই "ব্রহ্ম-পরমাত্মা"
দুই ভাবে রন মিশে।
"অপরায়" এই জড়-জগৎ
"পরায়" তা প্রকাশে ॥

শুদ্ধ-চিত্তে সাধন যত্নে

প্রাণের কাছে গেলে।

যাহা গুপ্ত তাঁহার তত্ত্ব

প্রকাশ হয় সেকালে॥

আসবে সত্য শরণাগতি

সেই গতিরই ফলে।

জীবন পথের সাধন পথের

সব বাধা যায় চলে॥

যে নাম রূপে পেতে আশা

"প্রাণকে" ভাবো তাই।

এ সরল বিশ্বাসটি রেখো,

"প্রাণ" তোমায় ছেড়ে নাই॥

যখন তাঁরে চিনবে তুমি

গভীর তত্ত্ব পাবে।

তুমি তিনি দুই রবে না

একা তিনিই রবে॥

প্রাণেরই এ সুর

সুর দিয়ে যে বাজায় বাঁশি

এই আমি সে নয়।

এই আমি তো মাটির ঢেলা

তিনি যে চিন্ময়॥

অসংখ্য যে বাজছে বাঁশি

নানান সুরে সুরে।

একমাত্র তাহারই সুর

বাজছে ভুবন ভরে॥

আনন্দেতে যাচ্ছে গেয়ে
সকল সুরে গান।
আনন্দে এ গানের শুরু
তাতেই অবসান ॥
সেই আনন্দের তালে তালে
সবাই যাচ্ছে নেচে।
আনন্দেতেই হচ্ছে প্রকাশ
তাতেই আছে বেঁচে ॥

মায়ার বশে অজ্ঞানেতে
ভুলিয়ে রেখে সবে।
সেই লীলাময় আপন লীলায়
মগ্ন আছেন ভবে ॥
মা মা ব'লে মা মায়ারে
যে ভোলাতে পারে।
মা-ই তারে—এ লীলা দেখায়
নিজেই কোলে করে ॥

এ লীলা যে রয় অপ্রকাশ
সেও এই মায়ার বশে।
সে অজ্ঞানেই পড়ছি বাঁধা
জন্ম মৃত্যুর ফাঁসে ॥
হে "প্রাণ-কৃষ্ণ" এবার আমায়
তোমার কাছেই রাখো।
এই বাঁশি তো তুমিই বাজাও
এই দেহেতেই থাকো ॥

হৃদয় বীণা

হৃদয় বীণার সূক্ষ্ম তারে
তোমার পরশ রাজে।
বীণাটি তাই ক্ষণে ক্ষণে
তোমার সুরে বাজে॥
তোমার সুরের মূর্চ্ছণাটি
উপচে যখন ওঠে।
তখনই তা ততটুকুই
গীতাকারে ফোটে॥

যন্ত্রী তুমি! হৃদয় বীণায়
যেমনটি সুর টানো।
তেমনি সুরেই বাজে বীণা
সবই তুমি জানো॥
তোমারই এই অহংবোধটি
যখন মাথা তোলে।
অভিমানে আমি সেজে
সত্যকে যাই ভুলে॥

ওগো আমার চিরসত্য
ভ্রম প্রমাদও তুমি।
বিশ্ব জুড়ে তোমায় ধরেই
সবাই বলছে "আমি"॥
আমিটিও তোমার যেগো
এইটি যেন বুঝি!
তোমায় নিয়েই জীবন ভরা
যেন বাইরে নাহি খুঁজি॥

টুকিটাকি—২

নয় কেশে বেশে	হয় মনঃ বশে
নয় দেশে দেশে	হয় ঘরে বসে
নয় বাহ্য সাজে	হয় গুপ্ত কাজে
নয় উচ্চ ভাষে	হয় প্রেম রসে
নয় কামনায়	হয় সাধনায়
নয় কর্মত্যাগে	হয় কর্মযোগে
নয় আসক্তিতে	হয় বিরক্তিতে
নয় উচ্ছ্বাসেতে	হয় গহনেতে
নয় বাহিরেতে	হয় অন্তরেতে
নয় নিরাহারে	হয় মিতাহারে
নয় শুধু ভেকে	হয় শুধু ঢেকে
নয় অভিমানে	হয় সমজ্ঞানে
নয় দুইভাবে	হয় একভাবে
নয় কাপট্যে	হয় নৈকট্যে
নয় বাহুল্যে	হয় সারল্যে
নয় নাচে গানে	হয় অনুধ্যানে
নয় প্রচারেতে	হয় গোপনেতে
নয় বাহ্য আশে	হয় বাহ্য নাশে
নয় পিপাসায়	হয় নিরাশায়
নয় মুখস্থতে	হয় উৎস হতে
নয় বাহ্য জ্ঞানে	হয় অন্তর্ধ্যানে

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য

তোমার ঐশ্বর্য তোমার মাধুর্য
চিনির মিষ্টতা সম।
ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত সবে
এই তত্ত্ব সর্বোত্তম॥
যে চিত্ত মহৎ তৈলধারাবৎ
যুক্ত রহে তোমা সনে।
হয় না অধৈর্য ঐশ্বর্য মাধুর্য
আভরিত করে প্রাণে॥

সরল সহজে জীবনের কাজে
ঐশ্বর্য মাধুর্য সেথায় বিরাজে।
তোমার সঙ্গীতে অঙ্গের ভঙ্গীতে
সেই স্থর সেথা বাজে॥
সে যে বাক্যাতীত বুদ্ধি মনাতীত
অনুভূতি যার হয়।
মাত্র সেইজনে অন্তর গহনে
মাধুর্যের স্বাদ পায়॥

তাই প্রয়োজন তত্ত্বের চিন্তন
"তৎ"-ই রয়েছে তত্ত্বেতে গোপন।
তত্ত্ব না লভিয়া ভাষাজ্ঞান নিয়া
সেথায় মাধুর্য হয়না স্ফুরণ॥

যথাঃ—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎ পদং দর্শিতং যেন...
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"।

"তৎপদং" বাক্য এস করি লক্ষ্য
"পদং" শব্দটি "পা" নয়।
"পদং" তাঁর ঐশ্বর্য "পদং"-ই মাধুর্য
"পদং"-এর এই তত্ত্ব হয়॥

তুমি হে ঐশ্বর্য তুমিই মাধুর্য
ওতপ্রোত এই ভুবনে।
হে গুরো তোমারে নমি বারে বারে
তুমি হে অখণ্ড জীবনে॥
অখণ্ড যে হেথা নাই তিনি কোথা
ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে।
সংসার ত্যজিয়া বাহিরে খুঁজিয়া
লভিবেনা কভু তাঁরে॥

এই ভ্রম লয়ে সাজে সাধু হয়ে
হারাতেছ মন ধৈর্য।
অধৈর্য হৃদয়ে গুপ্ত আশা লয়ে
চাহ; ঐশ্বর্য মাধুর্য॥
দুরাশা সে অতি হয় নাকো গতি
দুষ্কৃতির, সুকৃতিতে।
বাহিরের টানে ফুটিবেনা প্রাণে
সে মাধুর্য। কোন মতে॥

তাই করজোড়ে নিবেদি সবারে
যে পথেই সাধন কর।
তিনি সর্বাকারে চাহ যে প্রকারে
সদা তত্ত্বের পথটি ধর॥

তত্ত্বেরে ত্যজিয়া আড়ম্বর দিয়া
অজ্ঞেরে ভোলানো যায়।
সেই আড়ম্বরে অন্তর-গভীরে
মাধুর্য না ফোটে তায়॥

সহজ প্রেম

সহজ প্রেমের ধারায় মোরে
কর আকর্ষণ।
ধন্য কর সফল কর
মানব জীবন॥
চাঁদ তপনে তোমার হাসি
ফুট্‌ছে যেমন করে।
মায়ের বুকের 'স্নেহ-সুধা'
যেমন পড়ে ঝরে॥

গাছের শাখে বিন্দু বিন্দু
শিশির পরশ দিয়ে—
ফোটাও কুসুম। রেণুটি তার
ভ্রমর যেমন পিয়ে॥
এই দেহেরি ইন্দ্রিয়াদি
যেই প্রেমেরি বশে।
জগৎ-সভায় সবার সাথে
আছে মিলে মিশে॥

সেই প্রেমের সনে আমায় এনে
মিশিয়ে এবার রাখো।
অজানারি অন্ধকারে
আর ঘুরিও নাকো॥
হেথায় ছেড়ে কোন্ সুদূরে
কোন্ অজানা প্রেমে।
এমন জীবন অকারণে
রয়না যেন থেমে॥

বর্ণাশ্রম ধর্ম ই,—"ধর্ম"

সত্যেরে গোপন করিয়া হে মন
করিও না তুমি হেথা বিচরণ।
মনে আর মুখে এক ভাব রেখে
"তাঁর কর্মবোধে", কর্ম কর মন॥
কেবা তুমি হও কর্ম করে যাও
কর্মটি কাহার, করে কোন্ জন।
অতি ধীর ভাবে দেখ তুমি ভেবে
সর্বাবস্থায় আছে সেই একজন॥

এই দেহ আর বুদ্ধি অহংকার
অন্য সাথে পৃথক, কে করে রেখেছে।
অন্যে যাহা হয় তোমাতে না হয়
এ বিচিত্র ভেদ কে সৃষ্টি করেছে॥
যদি কর্তা হও তবে করে যাও
নিজ কর্ম ছাড়ি অপরের কর্ম।
সম্ভবেনা ভাই তব শক্তি নাই
কর্ম আকারেই, ধরে আছে ধর্ম॥

৮

এখানে শরণ সদা প্রয়োজন
নহে তাহা জেনো আচার অনুষ্ঠান।
প্রতি লোম কূপে ধর্ম নিশ্চুপে
থাকিয়াই, জীবে করিছে চালন॥
প্রত্যক্ষে সে প্রাণ সবে অবস্থান
প্রাণেরি পরশে প্রবৃত্তি ও দেহ—
সদা সঞ্চালিত কর্মও সেইমত
সদা হয়ে যায়, তুমি নও কেহ॥

ভাবো বটে আমি মিথ্যা ভাবো তুমি
সত্যের অপলাপ সতত হতেছে।
মায়া বশে জ্ঞান হয়েছে অজ্ঞান
বিদ্যা ও অবিদ্যা রূপে "প্রাণই" বিরাজিছে॥
বিদ্যা ও অবিদ্যা একই মহাবিদ্যা
তাঁরে কর্তা জানি হয় যার কর্ম।
শূদ্র কর্ম হতে পূজা ও যজ্ঞেতে
সে জনই পালিছে প্রকৃত ধর্ম॥

এ সত্য বুঝিতে তাই এ জগতে
বহু পাঠশালা আছে।
এ পাঠশালাতে প্রথম ভাগেতে
বহু পণ্ডিত ভ্রমিতেছে॥
এরা মিথ্যাচারী ধর্ম হন্তাকারী
দুকূলে বঞ্চিত হবে।
অবিদ্যার পাকে ঘোরাবে তাহাকে
বিদ্যার স্পর্শ না পাবে॥

বর্ণাশ্রম কর্ম হয় আদি ধর্ম
কর্তব্য বিচ্যুতি ধর্ম কভু নয়।
ইহারই কারণ দুর্লভ জীবন
"তত্ত্ব-আহরণ" শাস্ত্র তাই কয়॥
বহু মুনি ঋষি সংসারেতে বসি
সত্যদ্রষ্টা তাঁরা হয়েছে এভাবে।
রও বা যেখানে লভি "তত্ত্ব-জ্ঞানে"
"সত্য-ধর্ম" লাভ হয় এই ভবে॥

নিত্য ও লীলা

এক্‌কেই দুইভাবে দেখ্‌তে শিখে নে তুই মন।
"আমিটি" নিত্য, আর সবই লীলা, ভাব্‌রে সর্বক্ষণ॥
এই ভাবনা পুষ্ট হ'লে সত্য দৃষ্টি তখন খোলে।
সেই চোখেতে দেখ্‌তে পাবি, নিত্যের বিরাজ লীলার মূলে॥

লীলা হয় প্রকৃতি-'পরে, নিত্যই যায় এই লীলা করে।
সুখ দুঃখ হাসি কান্না, সব কিছুই হয় নিত্যে ধরে॥
যিনি নিত্য তিনিই লীলা—একাই হয়ে আছেন মেলা।
তুই নাই!—লীলা কল্পনাতে অসংখ্য নাম রূপের খেলা॥

লীলার হাজার রূপের মাঝে—একটি ধ'রে সাধন মোদের।
এই সাধনার গোড়াতেই মন—প্রাচীর তুলিস কঠিন ভেদের॥
যথা ভাব তথা লাভ, এই হয় শাস্ত্রের আদি কথা।
মজ্‌লে ভেদে থাক্‌বি ভেদে, "অভেদ-ধনের" আশা বৃথা॥

নিত্য ভুলে লীলা খুঁজিস্—তাই অনিত্যেই ডুবে থাকিস।
নিত্য যে প্রাণ, এই প্রাণই-কৃষ্ণ,—প্রাণের কোন খপর রাখিস্?
প্রাণের প্রকাশ নাই কোথা বল্—বনে বনে খুঁজিস কেবল।
হৃদি-বৃন্দাবনে-প্রাণ-কৃষ্ণের লীলা, ইহা নিত্য ইহাই সফল॥

শক্ত হ'য়ে দাঁড়া হেথা, ছুটিসনা মন হেথা হোথা।
শাস্ত্র পড়ে মর্ম্ম ধরে—আগে বোঝ্ এই গূহ্য কথা॥
সব অভিমান ছেড়ে দেরে—মাটির সাথে মিশে যারে।
সাধু গুরুর অভিমানে—এ সত্য পথ হারাস্ নারে॥

সুর

কত খেলা তুমি খেল প্রাণনাথ—দেখি শুধু বসে বসে।
বিরাম বিশ্রাম এতটুকু নাই—খেলিছ হে লীলা বশে॥
মন ইন্দ্রিয় দেহটি সাজিয়া—ধ'রে আছো প্রাণ হ'য়ে—
হাসি ও কান্না সুখ দুঃখ রূপে—যেতেছ হে সুর গেয়ে॥

এ জগৎ মাঝে—সংখ্যাতীত কাজে
রেখেছ নিজেরে ডুবায়ে।
ভিখারী হইয়া—দ্বারে দ্বারে গিয়া
যাচিয়া ফিরিছ পাত্র হাতে নিয়ে॥
দাতাও সাজিয়া—অঞ্জলি ভরিয়া
দিতেছ অন্ন—সেই ভিখারীরে।
রাজদণ্ড হাতে—আছো শাসনেতে
বিদ্রোহী রূপেও দেখি গো তোমারে॥

তৃণ লতা হয়ে—তৃণ ভোজী হয়ে

ক্ষুণ্নি বৃত্তি করিছ গো তুমি।

ক্ষুদ্র জীব সাজি—হয়ে জীব ভোজী

তুমি খাও দেখি আমি ॥

পুষ্প-মধু হয়ে—পুষ্প মাঝে রয়ে

মৌমাছি সেজে খেতেছ।

জগৎ রক্ষিবারে—চন্দ্র সূর্যাকারে

দেখি তুমি প্রকাশিছ ॥

ধরি দেহ ভূমি—বীজ হয়ে তুমি

সৃজন করিয়া যেতেছ।

স্নেহময়ী রূপে—রহি মাতৃ বুকে

নিজেরে পালন করিছ ॥

প্রকৃতির বশে—প্রেরণাতে মিশে

ক্ষুধা তৃষ্ণা আর কর্মে প্রকাশিছ।

স্থির লক্ষ্যে দেখি—অপরূপ একি

তুমিই গড়িছ তুমিই ভাঙিছ ॥

মহামায়া ফেরে—রেখে আপনারে

আপনি করিছ খেলা।

তাই এ জগতে—তির্যক ও নরেতে

সবাই আপন ভোলা ॥

যখনি আবার—জাগে গো তোমার

স্বরূপে ফিরিতে মতি।

সদ্‌গুরু রূপে—আসিয়া নিশ্চুপ

ফেরাও স্বধামে গতি ॥

"নিগমানন্দ" রূপে—তেমনি নিশ্চুপে
স্থূলে,-"সূক্ষ্ম-কৃপা" দানিয়া।
দেখি ধীরে ধীরে—স্বীয় মায়াটিরে
ক্রমেই নিতেছ টানিয়া॥
তবু আছি ভোলা—অনাদি এ লীলা
অতি ক্ষীণতম প্রকাশিছে।
প্রেরণা তোমার—ধরি এ আধার
সেটুকুই মাত্র লিখিছে॥

নির্গুণে রহি সহস্রারে—সগুণে আজ্ঞা চক্রোপরে,
হেথায় সকলই রেখেছ ধ'রে।
আজ্ঞাচক্র হতে—অসংখ্য ধারাতে
এ বিশ্ব জগতে পড়িছ ঝরে॥
এই জীব-মতি—লভিতেছে গতি
মায়া প্রাচীরের এপারে।
তাই জীবকুল—করিতেছে ভুল
ডুবিতেছে অহংকারে॥

অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে—যদি জ্ঞান নেত্রে
গুরু কৃপায় দৃষ্টি পড়ে।
সেখানে রহিয়া—দেখে সে চাহিয়া
বিশ্বময়ই লীলা স্ফুরে॥
সেই লীলা ছন্দে—সৎ-চিৎ-আনন্দে
দেখে সে নয়ন ভরি।
নাহি যার পার—মায়া পারাবার
স্বচ্ছন্দে যায় তরি॥

ওগো দয়াময়—দিওনা আমায়

অহংকার অভিমান।

আমি মুছে নাও—শুধু তুমি রও

মুক্তি বাঁধন কর হে সমান॥

তোমারে হেরিব—তোমাতে ডুবিব

এই বিশ্ব-লীলার-অঙ্গনে।

এ দেহে এখানে—সূক্ষ্মে সেখানে

রেখো হে তোমার সনে॥

দুটি বিন্দু জল

হৃদ্ যমুনার খেয়া ঘাটে পারের তরী নিয়ে।
অনেক আগেই বসে আছ আমার মুখটি চেয়ে॥
যখনি মোর ইচ্ছা হবে যেতে তব দ্বারে।
হে অকৃপণ বন্ধু আমার তুলে নেবে মোরে॥

আমি যখন মুখ ফিরায়ে ঘাটের দিকে চাই।
হাত-ইশারায় ডাকো "আয় আয়" তাও দেখতে পাই॥
কিন্তু ওগো প্রিয়তম পড়ে গেছি ফাঁদে।
মন্-ব্যাধেরি দৌরাত্ম্যেতে প্রাণ নিয়ত কাঁদে॥

দেখোনো হে প্রাণ-দেবতা—মনটি সামনে এসে।
বিরাট বাধার প্রাচীর তোলে—রাখতে নিজের বশে॥
হাজার হাজার ছবি আঁকে—পলকে পলকে।
সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে—বাঁধে সে আমাকে॥

দু পা ফেলে এগিয়ে যাবো—খেয়া ঘাটের দিকে।
চেষ্টা শুরু করা মাত্রই—সামনে দেখি তাকে॥

এগোতে আর দেয় না সে যে—রুদ্ধ করে পথ।
বলো ঠাকুর কেমন করে পূরবে মনোরথ॥

তুমি নাকি চোখের জলকে বড় ভালবাস?
তোমার তরে যার চোখে জল—সেথায় ছুটে আস॥
আমার তো আর নাই কিছু 'দেব'—সাধন ভজন বল।
তোমার তরে দাও দয়াময়—"ছুটি বিন্দু জল"॥

তোমার চরণে ধর

আমরা তোমায় ডাক্‌ছি বটে
ভেবেই নিচ্ছি, আছো অনেক দূরে।
এই দূরে খুঁজেই পাইনা দেখা
জন্ম জন্ম মর্‌ছি বৃথাই ঘুরে॥
তোমার খপর তুমিই দেছ'
কোথায় তুমি থাকো।
শাস্ত্র পড়ে জান্‌ছি বটে
মান্‌তে চাইছি নাকো॥

এর কারণটি কোন্ স্বার্থ
করছে হেথায় খেলা।
গোপনে তা করতে পূরণ
এই ধর্মের পথে চলা।॥
তুমিই প্রভু বলে গেছ
গীতারই মাঝখানে।
সেথার দিয়ে চলিই নাকো
শুনিও না কানে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :—বঙ্গানুবাদ

১। "আমা হতে ভিন্ন কিছু নাহি হে পাণ্ডব।
স্থত্রে মণিগণ তুল্য আমাতেই সব॥"—গীঃ ৭/৭

২। "ক্ষর দেহ-অধিভূত ; জীব—অধিদেব।
অধিযজ্ঞ—সর্ব দেহে আমি বাসুদেব॥"—গীঃ ৮/৪

৩। 'অব্যক্ত আমিই করি নিখিল প্রকাশ,
কোন ভূতে নাই—আমি—সর্বভূতাবাস।"—গীঃ ৯/৪

৪। সর্বভূতে আত্মা আমি, ওহে গুড়াকেশ,
সকল ভূতের আমি আদি-মধ্য-শেষ।"—গীঃ ১০/২০

৫। "আমি যে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ আমি যে অব্যয়,
মূঢ় তা না বুঝে মোরে ব্যক্তি ভাবে লয়।"—গীঃ ৭/২৪

৬। "সেই জন যুক্ততম যে ভজে আমায়,
আমাতেই রাখে মতি পরম শ্রদ্ধায়।"—গীঃ ১২/২

৭। "দ্রষ্টা ভর্তা অনুমন্তা ভোক্তা মহেশ্বর।
এই যে পুরুষ থাকেন দেহের ভিতর॥
ইনিই কথিত হন পরমাত্মা নামে।
দেহ হতে ভিন্ন তবু রন দেহ ধামে॥"—গীঃ ১৩/২৩

৮। "নির্গুণ অনাদি ব্রহ্ম অবিকারী যিনি।
নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত এই শরীরেও তিনি॥"—গীঃ ১৩/৩২

৯। অধিষ্ঠান তুমি মোর সকল হৃদয়।
স্মৃতি বিস্মৃতি ও জ্ঞান আমা হতে হয়॥"—গীঃ ১৫/৩৫

১০। "সর্ব হৃদিস্থিত ব্রহ্ম নিজের মায়ায়,
ঘুরাচ্ছেন সর্ব জীবে যেমন যাঁতায়।
তাঁহারি শরণ তুমি লও সর্বভাবে,
তৎ প্রসাদে মোক্ষ আর নিত্যধাম পাবে।"—গীঃ ১৮/৬২

১১। "আমাতেই ভক্তি রাখো আমাতেই মতি,
আমাকেই পূজা কর আমারে প্রণতি।
তা হলেই পাবে মোরে বলিতেছি সত্য,
অতি প্রিয় তুমি তাই বলিনু এ তথ্য।"—গীঃ ১৮/৬৫

হে ভগবান :—

এসব কথা তোমার কথা
কোন দলের কথা নয়।
দেখি সব, সাজা-শাক্ত বৈষ্ণব
নানান কথা কয়॥
ভাগবতের পাতায় পাতায়
এরই প্রতিধ্বনি হয়।
সরল প্রাণে শুনতে যে চায়
সে জন এসব তত্ত্ব পায়॥

এই যে লীলা-দর্শনেচ্ছা ;
লীলা কোথায় ফোটে।
হে অবোধ মন লীলার স্ফুরণ
হয় যে চিত্তপটে॥
লীলাময়, "প্রাণ-কৃষ্ণ" হয়ে
তিনিই লীলা-রত।
সঙ্গিনী তাঁর এই প্রকৃতি
শ্রীরাধা নামে খ্যাত॥

শ্রীমদ্ভাগবত :—বঙ্গানুবাদ

১। "হরি পদ সেবা মাত্র সকলের সার।
কোথায় সে হরিপদ করিবে বিচার॥
"আত্মাই" হরির পদ পরমাত্মা হরি।
যেই জ্ঞানিজন বোঝে পায় মোক্ষতরী॥"—ভাঃ ১/২৩

২। “বুদ্ধি দ্বারা নৃপবর কর অনুমান।
সর্বভূতে বিরাজিত হরি ভগবান॥
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানামৃত যেবা করে পান।
সেই জন যেতে পারে হরি সন্নিধান॥”—ভাঃ ২/৬

৩। “কাষ্ঠ মাঝে অগ্নি-রহে যেমন নিহিত।
তেমনি সকল ভূতে হরি বিরাজিত॥
সর্বভূতে আত্মারূপে করিয়া প্রবেশ।
ত্রিভুবন পালিছেন নিজে পরমেশ॥”—ভাঃ ১/২

৪। “ভগবানে বুঝিবারে পারে যেইজন।
ভগবান-প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রের বচন॥”—ভাঃ ১/৫

৫। “আমি ছাড়া কোন স্থানে কোন প্রাণী নাই।
সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মা দেখিবে তাহাই॥
শুষ্ক-কাষ্ঠে অগ্নি যথা রহে অনিবার।
সেইরূপ সর্বভূতে প্রকাশ আমার॥”—ভাঃ ৩/৮

৬। “যতদিন জীব মোরে না বুঝিতে পারে।
ততদিন জীব যেন পূজে প্রতিমারে॥”—ভাঃ ৩/২৪

ভক্ত প্রহ্লাদের উক্তি :—

৭। “সর্বভূতে আত্মা তিনি সকলের প্রিয়।
ত্রিভুবন-পতি তিনি, —তিনি অদ্বিতীয়॥”—ভাঃ ৭/৪

৮। “জগৎ তোমার রূপ, এর সর্ব ঠাঁই।
ভিতরে বাহিরে দেখি তোমারে গোঁসাই॥
জগৎ সৃজিয়া তার প্রতিটি অণুতে।
প্রবিষ্ট হইয়া তুমি আছ বিধিমতে॥”—ভাঃ ৭/৫

৯। “কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি যথা গুপ্তভাবে রয়।
কারণ কার্যেতে তুমিই রহ সমুদয়॥

পঞ্চভূত হও তুমি, গন্ধ স্পর্শ আর।
রূপ রস শব্দে হয় আবাস তোমার॥
প্রাণ মন চিত্ত আর রহ অহংকারে।
স্থূল সূক্ষ্ম সর্বরূপে রহ সর্বাধারে॥"—ভাঃ ৭/৫

উদ্ধবের প্রতি ভগবান :—

১০। "সর্বভূতে সমজ্ঞান করিবে যেই জন।
আমার স্বরূপ সেই জানিবে তখন॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে যার হয় সমজ্ঞান।
সর্বব্যাপী ভাবে যার হৃদয়ে প্রমাণ॥
…অধিক কি কব আর তোমারে এখন।
লজ্জা পরিত্যাগ করি সাধু যেই জন॥
কুকুর চণ্ডাল গরু গর্দভের প্রতি।
ভূমিতে পতিত হয়ে করে যে প্রণতি॥
সর্বভূতে সমরূপ জ্ঞান নাহি হয়।
যতদিন এইরূপ রহিবে নিশ্চয়॥
ততদিন বাক্য মন দেহ বৃত্তি লয়ে।
এইরূপ উপাসনা করিবে হৃদয়ে॥"—ভাঃ ১১/৮

এই যে শাস্ত্রের গূহ্য কথা—এঁকি কিছু নয়।
স্বার্থ-দুষ্ট স্ব-সিদ্ধান্ত—সত্য নাহি হয়॥
দ্রৌপদী আর শ্রীকৃষ্ণের—আলাপনে দেখ।
সত্য লাভের ইচ্ছা থাক্‌লে—এতে কিছু শেখ॥

পাণ্ডব ঘরণী দ্রৌপদী জননী—
নারায়ণ প্রতি কয়।
"একটি কথার উত্তর-মোরে—
দাও ওগো দয়াময়॥

দুঃশাসন যবে রাজসভা মাঝে
বসন খুলিতে আসে।
কাতর পরাণে ডেকেছি তোমায়
কেঁদেছি কত না ত্রাসে ॥

অনেক পরেতে অনেক দেরীতে
কেন তুমি এলে প্রভু।
ভক্তের ডাক তাহার কান্না
শুনিতে পাওনা কভু ॥
ঘোর বিপদেতে তোমার পদেতে
যে জন স্মরণ লয়।
এ হেন দেরীতে—আসিলে তরাতে
ধৈর্য কেমনে রয় ?”

হাসিয়া তখন কহে নারায়ণ
“ওগো মোর প্রিয় সখি।
প্রথমে আমায় কি বলে ডেকেছ
একবার ভাবো দেখি ॥
গোলকবিহারী বৈকুণ্ঠনাথ
এই ব’লে বার বার—
ডেকেছ আমায়, সেকথা কি আজ
পড়ে গো মনে তোমার ?

দূর ভাবনায় দূর গতি পায়
কাছেতে ভাবিলে কাছে।
আপন যে বোঝে দূরে নাহি খোঁজে
দেখে সে কাছেই আছে ॥

ভেবে দেখ দেখি যখনই বলেছ
'ওগো হৃদয়ের নাথ।
তোমার লজ্জা তোমার ধর্ম
রাখো বা না রাখো তোমারি হাত ॥[১]

হৃদয়ের নাথ বলিয়া যখনই
আমারে ডাকিলে দেবী।
তখনই প্রকাশি, লজ্জা ও ধর্ম
রক্ষা করেছি সবই ॥
জেনো, যেইজন আমারে কেবল
দেখে নিজ হতে দূরে।
তারাই পায়না সহজ করুণা
দূরে থেকে ঘুরে মরে ॥"

আমাদেরও আজ এই দুর্গতি
ধর্ম পথের মাঝে।
সত্যপথ ভুলি বিচ্যুত হয়ে
ঘুরি শুধু সাজেগোজে ॥
কেহ বৈষ্ণব কেহ বা শাক্ত
কেহ মোরা ইসলাম।
সাজপোশাক আর ভাবভঙ্গীতে
মত্তই রহিলাম ॥

ওগো দয়াময় নমি তব পায়
সবারে করুণা কর।
সতত সবারে সুবুদ্ধি প্রদানি
তোমার চরণে ধর ॥

সত্য প্রতিষ্ঠা

আছে একজন এ সত্য যখন
দৃঢ় হয় তার প্রাণে।
সর্বশক্তি ধর হ'য়ে অগ্রসর
হাত ধরে নেয় টেনে ॥
সে টানে পড়িয়া যায় সে ভাসিয়া
সচ্চিদানন্দ-নীরে।
সর্বহারা হ'য়ে সর্বেশ্বরে লয়ে
রহে সে বৈকুণ্ঠ তীরে ॥

এখানে সাধন নাহি প্রয়োজন
সবই হয়ে যায় তাঁতে সমাপন।
এ সত্য লভিতে হয় সে করিতে
গুরুকৃপা ধরে সাধন ভজন ॥
সাধনার কালে কেহ পথ ভুলে
সাধন অভিমানে ডোবে।
যথা ভাব বশে তথা লাভ আসে
পূর্ণতা দেন সবে ॥

লীলা দর্শন

বিশ্বময়ই তোমার হাসি
ছড়িয়ে দেছো এ দশ-দিশি
মুখ ফিরিয়ে আছি বসি—
তাই দেখিনা চোখে।

তোমার হাসি উথ্‌লে পড়ে
শিশু-মুখের "আধো-স্বরে"
মাতৃ-স্নেহের-ধারা ধরে—
ব্যাপ্ত সকল দিকে ॥

গাছে গাছে ফুলের মেলা
বাতাস তাতে দেয় যে দোলা
বিহঙ্গ গায় আপন ভোলা—
তারই শাখে বসে।
চন্দ্র তপন কিরণ ঢেলে
আলিঙ্গনে রয় যে ভুলে
মেঘ উড়ে যায় পাখা মেলে—
তোমার হাসির বশে ॥

দেহ এবং ইন্দ্রিয় সব
সক্রিয়।—তাও হাসির-বৈভব
হাসির বশে হয় যে সম্ভব—
রই যে বোঝার ভুলে।
হে "প্রাণনাথ" তুমি বিনে
এ সব খেলা হয় কেমনে
তোমায় দেখি সকল স্থানে—
তুমিই তো রও মূলে ॥

ভুবনে "প্রাণ" হ'য়ে আছ
বিশ্বরূপেও প্রকাশিছ
পরা অপরা দুই হয়েছ—
মায়ার আড়ে করছো খেলা।

বুঝতে চাই না ছেড়ে আছি
মরছি-ঘুরে মিছামিছি
যেজন থাকে কাছাকাছি
দেখ্‌ছে তোমার লীলা॥

লীলা রঙ্গ

সকল কাজের আগে শেষে
সামনে দাঁড়িয়ে থাকো-এসে
চিনিনা তাই দেশ-বিদেশে
বৃথাই ঘুরে মরি।
টুপি তিলক মালায় জটায়
রঙিন বস্ত্রে সাজাই আমায়
কত উচ্চস্বরে ডাকি তোমায়
আল্লা গড্‌ বা হরি॥

অবোধ অজ্ঞান শিশুর মত
নামের বিবাদ করি কত
যে রয় ভিন্ন নামে রত
পাষণ্ড বা মূর্খ বলি।
হচ্ছে কত বলাবলি
কতই হচ্ছে দলাদলি
নিরপেক্ষে তুমি খালি
লীলা রঙ্গে যাচ্ছো খেলি॥

প্রাণ বা আত্মা হ'য়ে সবার
প্রকৃতিতে ধরে আকার
প্রবৃত্তিতে খেলা তোমার
মায়ার অন্তরালে।
মায়ার বশে আমি সেজে
নিজের লীলায় নিজে মজে
হ'রে ন'রে কতই সাজে
একাই যাচ্ছো খেলে॥

লুকোচুরি মায়ার বশে
ফিরছো তত্ত্ব-জ্ঞানে এসে
সাধছো শুদ্ধ-বুদ্ধি আশে
শুদ্ধ বুদ্ধ নিজেই যে হও।
স্ব-লীলাতে তুমিই নিজে
ভরা রসে থাকো ম'জে
মরনা আর বৃথা খুঁজে
আপ্‌নার মাঝে আপনি রও॥

গোপন সঙ্গ

পুষ্প যেমন বৃক্ষ শাখে ফুটি
ডুবে থাকে নিজ ধ্যানে।
গন্ধ তাহার বাতাসে মিলায়
ভ্রমরেরা অনুমানে॥
করেনা প্রচার কোনখানে ফুল
শুধুই ফুটিয়া থাকে।
গন্ধ পিয়াসী মধুভোজী অলি
স্ব-ভাবেই পায় তাকে॥

মানবের হৃদি-পদ্মটি যবে
এ-মনি ফুটিয়া যাবে।
গোপনে থাকিলেও গন্ধে তাহার
বাতাস ভরিয়া রবে॥
গুব্‌রে-পোকা, কাছে আসে নাকো বটে
মধুপায়ী এসে জোটে।
পিপাসা মেটায় ধন্য হ'য়ে যায়
প্রাকৃত নিয়মে ঘটে॥

এই যে গোপন দুয়ের মিলনে
অমৃতের আস্বাদন।
ফুলের সাথেতে আর ভ্রমরেতে
বোঝেনা কিছুই অন্য কীটগণ॥
এই যে গোপন প্রাণের মিলন
ভুবনেতে বিরাজিছে।
এ গোপন পথে যে পারে এগুতে
সেই মাত্র আস্বাদিছে॥

বাহ্য প্রচার নাহিক হেথায়
প্রাণ মিলে শুধু প্রাণেরি টানে।
এই জীব-প্রাণ মেলে মহাপ্রাণে
যুক্ত হ'য়ে যায় বিশ্বের প্রাণে॥
রহে যেই জন বাহ্যে মগন
গভীর তত্ত্বে হয় না মিলন।
মাছি সম রয়ে থুথু কফ খেয়ে
মৌমাছির স্বাদ পায়না সেজন॥

এ বিশ্বটাই তোমার লীলা

মাগো—

আমি মানব জন্মে গাধার মতই
চিনির বলদ রয়ে গেলাম।
মাথায় পিঠে চিনির বস্তা
জীবনে তার স্বাদ না পেলাম॥
আমার ব'লে কর্ম করি
তা যে তোমার কর্ম বুঝিনা তা।
প্রাণ হয়ে করাও তুমিই
দেহ হয়ে করছো গো মা॥

যে কারণে হচ্ছে কর্ম
সে কারণও তুমি নিজে।
পুত্র পরিজন ও দেহ
তুমিই তো মা আছো সেজে॥
এ মিথ্যা আমি! এও তো তুমি
এম্‌নি করেই করছো খেলা।
না বুঝে মা হাসি কাঁদি
বিশ্বটাই তো তোমার লীলা॥

যথা ভাব তথা লাভ

যেমন চাবি তেমনি পাবি
তাঁর কাছে মন যখন যাবি
কৃষ্ণ কালী নয় কেবলি
বিশ্বময় তাঁর দেখা পাবি॥

হার চুড়ি যত গয়না　　　　সোনা ছাড়া কিছু রয়না
সোনা পেলে তাই দিয়ে মন ইচ্ছামত গড়িয়ে নিবি।
সোনার খোঁজে দেহ ও মন　　　　একান্তেতে কর্ নিমগন্
হার চুড়ি আংটি সবেই, মন তুই সোনার পরশ পাবি॥

আজ দেখি মন　　　　তুই অকারণ
চুড়ি বালায় আছিস্ মগন।
বালাও সোনা　　　　হারও সোনা
সোনাটিকেই চিন্‌লিনা মন॥

হার চুড়ি কিংবা বালা　　　　বাহ্য নাম ও রূপের খেলা
একথা তো সত্য! সবই সোনার পরে আছে মেলা।
নাম রূপ তো অনিত্য হয়　　　　নিত্যের জোরেই প্রকাশ পায়
নিত্যানিত্য ছুয়ে মিলে, হচ্ছে তাঁরই নিত্য-লীলা॥

তাই নিবেদন তোমার কাছে　　　　অনিত্যে ঘুরোনা মিছে
নিত্য সত্য এ "প্রাণকৃষ্ণ"! প্রাণ লক্ষ্যে এস কাছে।
আসবে তুমি যত কাছে　　　　দেখবে তোমার সাথেই আছে
কালী কৃষ্ণ খোদা ও গড্; দেখবে প্রাণই সব হয়েছে॥
সংস্কার ও রুচি মত　　　　দেখা পাবে তাঁর সতত
পরমাত্মাই হন প্রাণাত্মা; তাইতো তাঁয় "প্রাণকৃষ্ণ" বলে।
কৃষ্ণ কালী দ্বন্দ্ব হতে　　　　এস হে মন এই পথেতে
শুদ্ধ সরলতা নিয়ে ধীরে ধীরে এস মূলে॥

পূর্ণ হয়েও শূন্য আমি

পরশ দিচ্ছো সর্বক্ষণে
বুঝ্‌ছিনা তা এ অজ্ঞানে
বসে আছো প্রাণে মনে
অজ্ঞানেতেই ঘুরি ফিরি।
তোমার কথা বলাবলি
চলার পথে দলাদলি
করেই তোমায় আছি ভুলি
আছো কিন্তু হৃদয় জুড়ি॥

অন্তরেতে চাইনা ফিরে
চেয়ে আছি কোন্‌ সুদূরে
দেখ্‌ছিও তা কৃপার জোরে
ফিরতে চাইনা এই বোধেতে।
ভাবি আছ পূজার ঘরে
আছো শুধু মূর্তি ধরে;
সবই যিনি প্রকাশ করে—
যাই না কভু তাঁর কাছেতে॥

প্রাণাত্মা যিনি সর্বভুতে
তিনিই তো রন এই দেহেতে
সকল কিছুই তাঁর দৌলতে
তাঁরই কাছে যাবার তরে—
সাধক যায় সাধনা ক'রে
যোগের পথ কেউবা ধরে
কেউবা মূর্তির পূজা করে
যতক্ষণ না এ জ্ঞান স্ফুরে॥

সত্যের বোধ যার হয়েছে
তোমায় নিয়েই সে রয়েছে
তার বাহ্য ক্রিয়া শেষ হয়েছে
তোমার মাঝেই সেজন্ আছে।
আহার বিহার আর শয়নে
কর্মে কর্মে তার জীবনে
এপার ওপার উভয় স্থানে
তোমাতেই সে ডুব দিয়েছে॥

ভুল কিছু নাই এতে

কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ
ভোরের আকাশে।
সূর্যোদয়ের আগে ক্রমেই
দীপ্তি কমে আসে॥
সূর্য যখন প্রকাশ হয়
তখনো চাঁদ আকাশে রয়।
সূর্য প্রভায় চাঁদের প্রভা
স্বাভাবিকি হ্রাস পায়॥
সেই প্রভাহীন চাঁদ ক্রমশঃ
ক্ষীণ হতে হয় ক্ষীণতর।
মধ্যাহ্ন গগনে সে হয়
জীব-দৃষ্টির অগোচর॥
চাঁদের মতই জীব-জগতে
জ্ঞানময়ের আভাসেতে।
মা প্রকৃতির নানাখ ভাব
হচ্ছে প্রকাশ বিষয়েতে॥

সন্ধ্যা থেকে সারা নিশি
বিষয় নিয়ে খেলার পরে।
"জীব-জীবনের" উষাকালে
সে জীব মানবদেহ ধরে॥
জ্ঞানসূর্যের উদয়াভাস
চিদাকাশে তখন ভাসে।
মনুষ্যত্বের স্পর্শে ত্রিগুণ
ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে॥

জ্ঞানসূর্য সেই হৃদয়ে
মধ্যাকাশে এলে।
অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা
সমূলে যায় চলে॥
বিদ্যার চোখে দেখে চেয়ে
জগৎ দেখা মিথ্যা বটে।
"প্রাণ-কৃষ্ণই" জগৎ রূপে
প্রকাশ যেন চিত্রপটে॥

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা
ব্রহ্মই জগৎ রূপে।
এ সত্য প্রকাশিত হয়
সেই প্রেমিকের চোখে॥
তখনই সে মহাপ্রভুর
মহাবাক্য পরে—
স্থিত হয়ে, যেদিকে চায়
কৃষ্ণই ওঠে স্ফুরে॥

কৃষ্ণ প্রেমে ডুবে কভু
অন্তর্দশায় থাকে।
কখনো বা অর্ধবাহ্যে
দেখা যায় তাঁহাকে॥
আবার কভু বাহ্যদশায়
হরির নামে মাতে।
ফুটলে তত্ত্ব সবই সত্য
ভুল কিছু নাই এতে॥

সত্যাসত্য

সন্দেশের তাল্‌টি পেয়ে
কেউ থাকে সেটাকে নিয়ে
"কৃষ্ণ" গড়ে কেউ তা দিয়ে
কেউ শিব, কেউ দুর্গা, কেউবা গড়ে রাম।
সন্দেশ একই বস্তু যেমন
"পরম-ব্রহ্ম" ঠিকই তেমন
অজ্ঞানীর হয় ভেদ দর্শন
তত্ত্ব ভোলা জনের জেনো, সবই ব্যর্থ কাম॥

সন্দেশের যে স্বাদ রয়েছে
সে স্বাদ সে পায়—যে খেয়েছে
খেলে একই স্বাদ পেয়েছে
দ্বন্দ্ব ক'রে মরে শুধু—খায়নি যেসব জন।
সঠিক সত্য একই তার রূপ
বেঠিক যেথায় সেথায় বিরূপ
অজ্ঞের চোখেই সু আর কু-রূপ
বিজ্ঞজনের দিব্যচোখে—সকলই সমান॥

ব্রহ্ম যে এক, দুই কোথাও নাই
যার রুচি যা, সেইভাবে পাই
যে নামরূপে যে জনই চাই
আন্তরিক হলেই তিনি তেমনিভাবে আসে।
অনেকেই যে কাম-কামনায়
নামকীর্তন তাঁর গেয়ে যায়
তাদের আশাও তিনি পূরায়
একই সত্যের অসংখ্যতা তাদের চোখেই ভাসে॥

সর্বহারা সাধক

সাধনা হয় তিন প্রকারে   কায়িক বাচনিক ও অন্তরে
অন্তর সাধনাই, সর্বশ্রেষ্ঠ কয়।
এই শ্রেষ্ঠ সাধনা তরে   ধারাবাহিক পথ ধরে
অগ্রসর হ'লে ; শেষে লভ্য হয়॥
কারো কারো অন্তরেতে   পূর্বজন্ম সংস্কারেতে
ফুটে ওঠে মানস-সাধনা।
কায়িক ও বাচনিকে   প্রয়োজন নাহি থাকে
অন্তর-সাধনে রত রহে সেই জনা॥

কায়িক সাধক জন   এ তত্ত্ব না বুঝে, কন—
"এরা হয় পাষণ্ড প্রধান।
দেহেতে না ভেক ধরে   বচনে না নাম করে
আমাদের নহেক সমান"॥
নিজে শ্রেষ্ঠ মনে করে   অবজ্ঞায় দেখে তারে
ভেদ-জ্ঞান নিয়ে ডুবে রয়।
এরূপ দর্শনকারী   অজ্ঞ-জন-মনোহারী
তত্ত্বহীন উপমাও দেয়॥

"অন্তর-রতনে" পেতে অন্তরেতে হয় যেতে
কায়িক বাচনিক পথ ধরে।
দেহ দিয়ে নিরবধি পূজা প্রদক্ষিণ আদি
বাচনিক স্তব স্তুতি ক'রে॥
কৃষ্ণ তত্ত্ব লভিবারে উপলব্ধি করিবারে
এই হল প্রাথমিক ধারা।
এখানেই ভেদ এনে ডুবে রহে যেই জনে
সাধনায় হয় সর্বহারা॥

দুর্জ্ঞেয় বিষয়

নদী জল ধারায় গ্রাম প্রান্তর
সিক্ত করিয়া যায়।
সুজলা সুফলা হয়ে ওঠে তারা
সে নদীর করুণায়॥
জীব জগতের অশেষ কল্যাণ
এ ভাবেতে ক'রে নদী—
তীব্র গতিতে সাগরে মিশিতে
ছুটে যায় নিরবধি॥

এ নহে তাহার হীনমন্যতা
কিংবা নহে কৃপণতা।
এর চেয়ে আরও বিশাল কল্যাণে
জাগে তার ব্যাকুলতা॥
তার প্রাণে আশা এ 'নদী জীবনে'
যেটুকু সেবার সুযোগ পাই।
জগৎ-রূপী-জগন্নাথের সেবা
ব্যাপক ভাবেতে করিতে চাই॥

সমুদ্রেতে মিশে হারালো না সে
মেঘাকারে গেল আকাশে।
আকাশে ভাসিয়া অনন্ত ব্যাপিয়া
ধারা হ'য়ে ঝরে শেষে॥
ক্ষুদ্র সেবা হতে অনন্ত সেবায়
আপনারে সমর্পিল।
বাহ্যে প্রকাশ রহিল না বটে
অনন্তে প্রকাশিল॥

সুপক্ক ফলটি বৃক্ষশাখা হ'তে
মাটিতে পড়িয়া গেলে।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধুলাতে মিশায়ে
ব্যর্থ হয় সেই কালে॥
সে ফল কিন্তু ব্যষ্টি সেবা হতে
সমষ্টির সেবা পানে।
বৃক্ষ আকারে গড়িতে নিজেরে
ফিরে যায় প্রাণপণে॥

অসংখ্য ফল প্রদান করিয়া
সার্থক করে জীবনখানি।
এ গভীর তত্ত্ব না বুঝে আমরা
ব্যর্থ বলিয়া করি কানাকানি॥
ক্ষুদ্র সেবা হতে বৃহৎ সেবায়
যাহার গতিটি ধায়।
লোকাচারে তাহা অনেকে বোঝেনা
সার্থক এরেই কয়॥

মানবও তেমন ধর্মের সাধন
করে বহু বাহ্যাচারে।
অনেকে আবার অতল গভীরে
ডুবায় সে আপনারে॥
বাহিরে দেখিয়া নানান ভাবেতে
আলোচনা করি মোরা।
ব্যাপক সেবায় নেয় আপনায়
এখানেও একই ধারা॥

হিসাব নিকাশ

সারাটি জীবন হিসাব করিয়া
আজ দেখি সবই ভুল হয়ে গেছে।
যাদের লাগিয়া তোমারে ছেড়েছি
তারা কেহ নাই: তুমি আছো কাছে॥
ওগো প্রাণনাথ চিনিনি তোমারে
প্রাণ হয়ে ধরে রয়েছ সবারে।
তুমিই সবার চির আপনার
চিরদিনই দূরে ভেবেছি তোমারে॥

তুমি পরমাত্মা তুমি মহামায়া
এ বিশ্ব-জগৎ তোমারি মা কায়া।
অগ্নি ও তার দাহিকার মত
বিরাজ বিশ্বে নিয়ে নিজ মায়া॥
আজো বুঝি নাই আছি ভুলিয়াই
রিপুর বশেতে মত্ত থাকিয়াই।
সদগুরু রূপে কৃপা প্রদানিলে
এবে লীলারূপে যেন দেখা পাই॥

যেন আমি ওগো প্রণমি তোমারে
মায়া মোহ রিপু আদি সর্বাকারে।
পরিজন মাঝে বৃক্ষলতা সাজে
তোমাবোধে যেন হেরিগো সবারে॥
জীবন মরণ করিয়া বেষ্টন
তুমি বিরাজিছ সদা সর্বক্ষণ।
তোমার পরশ বিহনে হে নাথ
দেহ বুদ্ধি মন সব অকারণ॥

এটুকু সহজ সত্য না বুঝে
প্রবৃত্তির বশে ঘুরি নানা বেশে।
তোমারে হেরিতে ফিরি বিপরীতে
ঘুরিতেছি শুধু এদেশে সেদেশে॥
তুমি দেখিতেছ আর হাসিতেছ
আপন লীলার-রসে ভাসিতেছ।
শিব হয়ে জীব সেজে স্ব-লীলায় আজ ম'জে
সকলার "আমি" হয়ে তুমিই রয়েছ॥

তোমারেই বাদ দিয়ে—হিসাব করিতে গিয়ে
তাই সব ভুল হয়ে গেছে।
এ ভুলের মাশুল দিতে—শোক তাপ হৃদয়েতে।
পুনর্জন্ম পিছনে ফিরিছে॥
ত্রিতাপেতে আজও তাই—জ্বলিতেছি সর্বদাই
তবুও তো ফিরিতে চাহিনা।
তোমারেই রেখে হৃদে—সবই তব লীলা বোধে
এই সত্য—নিত্যলীলা চেয়েতো দেখি না॥

গতি নাই গতি নাই—যে পথেই মোরা যাই
সত্য কিন্তু তুই কোথাও নাই।
কালী কিংবা কৃষ্ণ ডাকি—যে ভাবেই মজে থাকি
প্রাণস্পর্শে তবে শক্তি পাই ॥
যদিও প্রাণ নিরাকার—বিশ্বটাই তাঁর আকার
যে রূপে যে ভাবে ইচ্ছা নাও।
প্রাণই কৃষ্ণ কালী সবই—প্রাণ-বোধে ইষ্টে ভাবি
সাধনায় প্রাণে লক্ষ্য দাও ॥

ফিরে দেখ

পিছনের পানে দেখি নাই ফিরে
কে রয়েছে বসে এই হৃদিপুরে
দেহ ও বিশ্ব খেলে, কার পরশেরে
সে যে মোর প্রাণ ; সে যে মোর আত্মা।
প্রাণেরই পরশে এ বিশ্ব হরষে
অসংখ্যে খেলিছে প্রকৃতিতে মিশে
প্রাণ ও প্রকৃতি একা তুই বেশে
লীলায়িত সেই একই পরমাত্মা ॥

শুধু স্ব-মায়ায় করিয়া আশ্রয়
বিশ্বেশ্বরই বিশ্বে লীলা করে যায় ;
মায়াকে "মা"-বোধে যেই ফিরে চায়
এ সত্য সে দেখে দিব্য-চোখেতে।
বরফে যেমন থাকে শীতলতা
অগ্নি ও দাহিকা দুয়ে এক যথা
পরমাত্মা আর মহামায়া তথা
দুয়ে এক দেখি সকল শাস্ত্রেতে ॥

প্রেমের পুতুলি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু
"দেখিয়া দেখাল" ; বুঝিনাকো তবু
উচ্চারণ করি। মানিনা তা কভু—
"যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে"।
এ সরল সত্য পথে না চলিয়া
কত কথা যাই কেবলি বলিয়া
"সাধন প্রসাদ"—দু পায়ে দলিয়া
শুধু দিকে দিকে ফিরি ঘুরে ঘুরে ॥

আপন করিয়া কৃষ্ণে যদি চাও
"প্রাণ কৃষ্ণ" পানে ফিরিয়া তাকাও
মা বোধে কিংবা কৃষ্ণ বোধেই নাও
যথাভাব মত হেরিবে সে রূপে।
কৃষ্ণই মহামায়া রূপে বিরাজিছে
এ বিশ্বটি জেনো তাঁতেই প্রকাশিছে
সবেরে 'মা' বোধে যেজন হেরিছে
কৃষ্ণ দেখা দেন তারে চুপে চুপে ॥

হে অনন্ত ; তব লীলাও অনন্ত

অনন্ত আকারে অনন্ত বিকারে
হে অনন্ত ; তুমি বিরাজ সংসারে।
এ সত্য বুঝি না—বুঝিতেও চাহিনা
খণ্ডতায় শুধু খুঁজি যে তোমারে ॥
খণ্ডবোধে পূজি অখণ্ডকে ত্যজি
এ শিশুতা হতে ফিরাও এবারে।
তুমি "প্রাণকৃষ্ণ" "প্রাণময়ী মা"
নিরাকার হয়েও,—আছো সর্বাকারে ॥

এ তো অতি সত্য এ তো আদি তত্ত্ব
সর্ব-অসংখ্যতাই খেলে প্রাণোপরে।
সবে প্রাণ বোধে যাই যদি সেধে
পরশ লভিব নানাম্বেরে,ধরে॥
তুমি ব্রহ্মময়ী বিশ্বরূপে রহি
এই বিশ্বলীলা যেতেছ মা করে।
এ সত্য বারতা দিল চণ্ডী গীতা
বুঝিতে চাহিনা—যাই শুধু পড়ে॥

শাস্ত্রতো বলিছে এ নহে তো মিছে
এক ব্রহ্ম। নানা আকারে ফুটিছে।
তাই এ জগতে নানা মতে পথে
সর্ব সম্প্রদায়ই এক্‌কে খুঁজিছে॥
কেহ রাম কেহ কৃষ্ণ বলিয়া
মাতৃ সম্বোধনে কেহ বা ডাকিছে।
ওয়াটার-জল-কিংবা পানি বলে
ভাষা ভিন্ন হলেও এক্‌কে চাহিছে॥

একেরই প্রকাশ এই বিশ্বাভাস
প্রাণ বা আত্মারূপে সংজ বিকাশ।
চতুর্বিংশতি তত্ত্বে গতাগতি
বিশ্বটাই শুধু লীলার প্রকাশ॥
তাই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব
শিক্ষা দিয়ে গেল—"যাঁহা নেত্র পড়ে।
অখণ্ড নির্গুণ নিরাকার সেই
শ্রীকৃষ্ণই যেন দরশনে স্ফুরে"॥

জ্ঞানের পরিধি ধ্যানের অবধি

যে জনার নাহি এখানেতে আসে।

নিম্ন ভূমিতে থাকে সে ভ্রমিতে

তেমন সাধকই "ভেদবাদ" ভাষে॥

তাই ওহে মন রাখিও স্মরণ

ভেদ দরশন। ব্যর্থ সে সাধন।

যদি তাঁরে চাও তত্ত্ব পথে যাও

জেনো সবই সেজে আছে "নারায়ণ"

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং

জীবনে যে এত তোলপাড় হয়

ভেবেছ কি মন, কিসে কি হতেছে।

"প্রাণকৃষ্ণ" মোর প্রকৃতিরে লয়ে

মিলনে বিরহে—লীলা করিতেছে॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি

প্রকৃতিই ; শ্রীরাধারানী রূপে।

মায়া-অন্তরালে নিত্য লীলাচ্ছলে

প্রেম বিনিময় করেন নিশ্চুপে॥

প্রথম অবস্থায় সবে যেতে হয়

"প্রতীক" সম্মুখে রাখি।

প্রেমাগ্নি জ্বলিলে মায়া নাহি ছলে

তখন রহে না বাকি॥

সত্য পথে গেলে "শ্রদ্ধা-ভক্তি" মেলে

গাঢ়তায়—প্রেম কয়।

সে প্রেম নয়নে এ বিশ্ব ভুবনে

নিত্য লীলা প্রকাশয়॥

সাধন-অভিমানে ঘেরে যদি প্রাণে
অভিমান-ই ধূম্রসম—
সাধক জনারে রাখে অন্ধকারে
ফোটে নাকো এই "লীলা অনুপম" ॥
তাই মোরা সবে সত্য ত্যজি ভবে
অদৃশ্য অব্যক্তে নিয়ে।
নানা ভঙ্গিমায় মত্ত সাধনায়
ভ্রমি উপদেশ দিয়ে ॥

তাঁহারই নির্দেশ সত্য উপদেশ
সেদিকে চাহিনা ফিরে।
অন্তরটিকে ফিরাতে সেদিকে
যাই না সাধনা করে ॥
যিনি প্রেমময় তিনি সর্বময়
"প্রাণময়" রূপে ভবে।
তাঁহার সাধনে প্রাণের মিলনে
তবে প্রেম উপজিবে ॥

দ্রষ্টব্য : "ক্লেশোহধিকতর তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভির বাপ্যতে" ॥—গীতা-১২।৫

সঠিক সাধনা

হে আমার মন শোন নিবেদন
জ্ঞানময় গুরুর লওহে শরণ।
তিনি জ্ঞানময় তিনি প্রেমময়
একা তিনিই, সর্বময় রূপে রন ॥

তিনি হন কৃষ্ণ তিনি হন কালী
শিব-দুর্গা-রাম তিনিই সকলি।
খোদা যীশু গড্ তাও তিনি হন
মিথ্যা দ্বন্দ্বে ডুবে থেকোনা কেবলি ॥

হয়ে থেকে প্রাণ বিশ্বে অবস্থান
এ স্থূল বিশ্বেরও তিনি উপাদান।
হন ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ
সর্ব কারণের তিনিই কারণ ॥
শাস্ত্র যে পড়িছ তত্ত্ব না ধরিছ
শুধু তথ্য নিয়ে মাতিয়া রয়েছ।
তাই তব মতি লভিয়া দূর-গতি
"বাহ্য-রূপ" দ্বন্দ্বে মজিয়া গিয়াছ ॥

দ্বন্দ্বাতীতে পেতে এ দ্বন্দ্ব ভূমিতে
নিয়তই দেখি কর বিচরণ।
দ্বন্দ্ব না ভুলিয়া নির্দ্বন্দ্বে লভিয়া
পরা শান্তি কেহ পায় কি কখন ?
ভাবো একবার সর্ব শাস্ত্র সার,
যিনি নিরাকার তিনিই সাকার ;
নিরাকারে "কৃষ্ণই" হয়ে আছে প্রাণ
স্থূল এ বিশ্বটি তাঁহারই আকার ॥

গভীরেতে এস—কৃষ্ণ পাশে বস
ঐশ্বর্য মাধুর্যে জীবন ভরিবে।
একান্ত সাধনে গভীর গহনে
গেলে, লীলার সাগরে ভাসিবে ॥

দ্বন্দ্ব রূপেও তিনি বিরাজ করিছে
দ্বন্দ্বাতীত হয়ে তিনিই আস্বাদিছে।
দ্বন্দ্ব নির্দ্বন্দ্ব দুয়েই তিনি আছে
সঠিক সাধনা,—দুয়েতেই হেরিছে॥

সাধক

মনের দৌরাত্ম্য দেখি হে সাধক তুমি
হতাশ হয়োনা কোন ভাবে।
একথা জানিও স্থির, প্রাণরূপে পরমাত্মা
মনের মাধ্যমে লীলা আস্বাদিছে ভবে॥
তিনি স্বীয় লীলা রসে মগ্ন রহি নিজে
মায়ার আড়ালে মাত্র আছেন বসিয়া।
"আমিও আমার"—ভাবে মত্ত জীব কুল
অন্তরালে থেকে দেখেন হাসিয়া হাসিয়া॥

এ গোপন "গভীর তত্ত্ব" লভিবার তরে
সুদুর্লভ মানব জনম পেয়েছ এবার।
জৈব প্রবৃত্তির বহু বহু আবরণে
বাঁধা পড়ে আছ তুমি,—ভাবো একবার॥
এ ধন্য জীবন লভি এ সুযোগ পেয়ে
অসংযম কপটতা অভিমান আদি—।
আস্তিক্য ব্রহ্মচর্য সরলতা দিয়ে
উৎপাটন করিতে চেষ্টা কর নিরবধি॥

গুরু প্রদর্শিত পথে করিয়া সাধন
আমিত্বের অভিমান বর্জন করিয়া।
ধীরে ধীরে নত শিরে শাস্ত্র-মর্ম লভি
"সব বুঝে গেছি",—এই ভাবটি ত্যজিয়া—
তত্ত্ব-মূলে এস তুমি সকলার আগে
সেথা হতে দেখ তুমি চেয়ে।
"প্রাণ-গোবিন্দই"—বিশ্বে সবে বিরাজিত,
আছে দেহমন ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-ভূত হয়ে॥

অতএব আমি কেবা? তুমি সব হ'য়ে—
ক্রম মুক্তি বশে নিজে যেতেছ হে খেলি।
মনেরে মাধ্যম করি তুমি লীলায়িত
প্রাণ ভ'রে লীলা দেখি,—দুই চক্ষু মেলি॥
সুখ দুঃখ হাসি কান্না লাভ আর ক্ষতি
এ নিয়ে নানান ছলে খেলিছে শ্রীপতি।
ভ্রম হতে এই সত্যে দাঁড়াবার তরে
হে সাধক! সাধনা তব হোক ত্বরাগতি॥

ভক্ত-সঙ্গ সুখ-বাঞ্ছা

প্রকৃতির খেলায় বৎস মুগ্ধ কেন হও।
আমি যে সর্বত্র আছি সেদিকে তাকাও॥
আমারে দেখিতে কিংবা পাইবার তরে।
এত দূরে আসিয়াছ বহু জন্ম ঘুরে॥

এখনো কি মোর পানে চাহিবে না ফিরে।
না ফিরিয়া অভিমানে মরিতেছ ঘুরে॥
কিসে তব অভিমান ভেবেছ কি তাহা।
আমি আছি ব'লে সবই! করিতেছ যাহা॥

আমিই তোমার ঐ,—"আমি আমার হ'য়ে।"
নিয়ত যে ভোগে আছি—তোমারেই নিয়ে॥
আমি তব প্রাণ হ'য়ে ধরে আছি ব'লে।
দেহমন বুদ্ধি নিয়ে তাই যাও খেলে॥

এই দেহ এই মন এই বুদ্ধি তব।
আমি ছাড়া কারো ক্রিয়া কভু কি সম্ভব?
এত কাছে থেকে আমি সবে ব্যাপ্ত আছি।
মোরে না দেখিতে চেয়ে ঘোর মিছামিছি॥

তাই চির সঙ্গীহারা হয়ে আছ তুমি।
অথচ তোমারি মাঝে রয়েছি তো আমি॥
যদি না বুঝিতে পার শাস্ত্র-সঙ্গ কর।
অন্তর-তমে পেতে অন্তরেতে ফের॥

সঠিক জানিয়া মোরে অক্লান্ত চেষ্টায়।
যে সাধক এদিকে ফেরে,—মোর দেখা পায়॥
রুচি ও আকাঙ্ক্ষামত রূপে দেখে মোরে।
আমিই তো একা আছি সব রূপ ধরে॥

বৎস মোর দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃতি হইতে।
ফিরাইতে চেষ্টা কর আমার পানেতে॥
আমি তব কাছে আছি দূরে ভাবিও না।
তোমা সাথে মিশে আছি নিজেরে দেখ না॥

আমিই তো চিরসত্য প্রকৃতি তো মিথ্যা।
সত্য ছাড়ি মিথ্যা পানে ছুটিছ সর্বথা ॥
তাই বাছা মোর ডাক শুনিতে না পাও।
নিয়ত টান্‌ছি বুকে তবু সরে যাও ॥

আমার বুকের-ধনে লইয়া এ বুকে।
বড় সাধ ;—খেলি আমি তার সাথে সুখে ॥
মোর কাছে আসিবারে নিজে শাস্ত্র-রূপে।
পথ তো দেখায়ে দেছি গোপনে নিশ্চুপে ॥

বাহ্য ছেড়ে গোপনেতে মোর কাছে এস।
তোমা আশে বসে আছি কাছে এসে বস ॥
তুমি যে আমারই অংশ, সন্তান যে মোর।
মা মা বলে কাছে এস, ছেড়ে ঘুম ঘোর ॥

এ তৃপ্তি লভিতে মোর এই বিশ্ব লীলা।
আমারে অতৃপ্ত রেখে আরো কর খেলা ?
এস বাছা "মা" বলিয়া এস মোর বুকে।
খেলা মোর সফল হোক, "ভক্ত-সঙ্গ-সুখে" ॥

দ্রষ্টব্য : "বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু ॥"

[—রবীন্দ্রনাথ

চিন্ময় পদে

এই বিশ্ব মাঝে সর্বত্র যা রাজে
চিন্ময় সে পদে লহ মা প্রণাম।
মায়া অন্তরালে তব লীলা চলে
সে লীলা হেরিতে গাহি তব নাম ॥
ওমা শুভ-ভক্তি কর মায়া মুক্তি
মৃন্ময় মাঝে চিন্ময় প্রকাশি।
চিন্ময় উপরে শুধু মায়া ফেরে
মৃন্ময়-ভাব রয়েছে যে ভাসি ॥

এই ভাব হ'তে চাহি মুক্তি পেতে
মুক্ত করো মাগো মুক্তি-দায়িনী।
স্বীয় সে স্ব-ভাবে ভুলিয়া অ-ভাবে
মিথ্যা নিয়ে আছি দিবস যামিনী ॥
অন্তরের খেদে যাচি আজ কেঁদে
ওগো ওমা,—নিস্তারিণী।
তব এ সন্তানে অভয় চরণে
শুধু মাত্র—রাখো আনি ॥

যেই চাহে যাহা তারে দাও তাহা
এ সত্য করেছ তুমি তো আপনি।
সে সাহস নিয়ে একান্ত হইয়ে
যাচি,—এ প্রার্থনা পুরাও জননী ॥
যেখানে যেভাবে রাখিবে এ ভবে
তব ইচ্ছামত রাখো মা তথায়।
হয় ব্রহ্মলোকে—না হয় নরকে
তোমা নিয়ে মাগো থাকিব সেথায় ॥

করুণায় চাও এ আশা পুরাও
এক ছাড়া আর দুই আশা নাই।
তুমি "মা"-সবার—তুমি "মা"-আমার
জোর করে তাই এ দাবী জানাই ॥ *

আদি লীলা

তাঁরে পেতে মন কেন অকারণ
হেরি গো তোমার এ হেন দুর্গতি।
তিনি যে তোমার অতি আপনার
আপনার পানে এস ত্বরাগতি ॥
তাঁর পরিচয় জানিবারে হয়
বিচারের পথে করিতে গমন।
সব শাস্ত্র বলিছে প্রাণ হ'য়ে রয়েছে
সগুণে লীলায়িত, স্বয়ং নারায়ণ ॥

পরব্রহ্ম নিজে আছে দুই সাজে
স্থূলে এ বিশ্ব, সূক্ষ্মে হন প্রাণ।
প্রকৃতির বশে স্থূলেতে অবশে
নানা নানা ভাবের হয় প্রস্ফুরণ ॥
প্রাণ হয়ে থেকে শুধু যান দেখে
নানাত্বের "রস-মাত্র" করে আস্বাদন।
প্রাণেরি পরশে প্রকৃতি হরষে
"প্রাণ-কৃষ্ণে" করে সদানন্দ দান ॥

হৃদি বৃন্দাবনে এ লীলা গোপনে
করিয়া যেতেছে, লীলাময় হরি।
জীব কিন্তু হায় প্রকৃতি মায়ায়
তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবে রয়েছে পাশরি॥
এ মোহ মায়ারে মা ডাকে ভোলারে
তবে জ্ঞানালোক, "মা" দিবে জ্বালিয়া।
আলোকের পথে পারিলে এগুতে
দেখিবে, "রাধা ও কৃষ্ণই" লীলাতে মাতিয়া॥

প্রকৃতি রাধায় আগে যে ভোলায়
শ্রীরাধাই,—অনুগত জনে—
লীলাকুঞ্জ মাঝে নিয়ে গিয়ে নিজে
মিলান,—শ্রীকৃষ্ণ সনে॥
রাধা অনুগতেরও অবিরত
কৃষ্ণোপরে রাধার স্থায়ী অধিকার।
তিনি দিতে পারে তাঁর সন্তানেরে
সেহ অধিকার, যা আছে তাঁহার॥

কৃষ্ণেরি মাঝারে—এ বিশ্ব খেলেরে
তুমিও খেলিছ জেনো।
মায়ার কারণে ঘটিছে গোপনে
আদি-সত্য ইহা মেনো॥
এই যে এ মায়া আছে তোমা নিয়া
"প্রাণ কৃষ্ণও" তোমা মাঝে।
জানোনা বলিয়া মরিছ ঘুরিয়া
সাজিয়া নানান সাজে॥

সাজাসাজি রেখে তত্ত্ব-জ্ঞানে দেখে
লভিতে আকুল হও।
এই আকুলতা দিবে সে বারতা
"কেমনে তাঁহারে পাও"॥
শ্রীগুরু চরণ করিয়া স্মরণ
সে পথে এগিয়ে যাও।
বাহ্য আড়ম্বরে অভিমানে ভ'রে
তাইতো বিফল হও॥

সচ্চিদানন্দ লাভ

লীলারে রেখেছে ঢাকি মায়া আবরণ।
জ্ঞান দৃষ্টি প্রসারিয়া কর উন্মোচন॥
এক ব্রহ্মই তিনভাবে বিভাজিত হন।
ক্ষরাক্ষর দুটি হয়েও সদা পূর্ণ রন॥

ভোগ্য ভোক্তা হন দুয়েতে দ্রষ্টা মাত্র নিজে।
গুণাধার প্রকৃতিই—আছেন ভোগ্যা সেজে॥
পরমাত্মার-ই আত্ম-ভাব ভোগ করিতেছে।
নিজে মাত্র অনাসক্ত-দ্রষ্টা হ'য়ে আছে॥

স্বীয় মায়া করিতেছে লীলার সহায়।
এ ভাবে অনন্তকাল লীলা হয়ে যায়॥
প্রকৃতির মাঝে কিছু অসাম্য ঘটিলে।
সাম্য হেতু সবিশেষে প্রকাশে সেকালে॥

যুগে যুগে নানারূপে নানা নাম ধরি।
সঙ্গিনীর সাম্য হেতু প্রকাশেন হরি ॥
এ তত্ত্ব হেরিতে গিয়ে মায়া পরপারে।
বদ্ধ জীব কোন একে আশ্রয় করে ॥

সেই রূপের ধ্যান জপ সাধন করিয়া।
ধীরে ধীরে সত্য-তত্ত্বে যায় আগাইয়া ॥
এ সাধনার ফলরূপে মায়ার বাঁধন।
শিথিল করিয়া দেন স্বয়ং নারায়ণ ॥

প্রেম আঁখি প্রস্ফুটিত হয় ক্রমে ক্রমে।
পুষ্প মাঝে মধুসম তাতে "ভক্তি" জমে ॥
এ বিশ্বের এই দৃশ্য,—অ-দৃশ্য হয়ে যায়।
সেই চোখে এই দৃশ্যেই,—লীলা প্রকাশয় ॥

অন্তরাল সৃজিতেছে অন্তরের মাঝে।
কাম-ক্রোধ লোভ আর অভিমান সাজে ॥
অন্তরাল সরাইয়া শুদ্ধ চিত্ত তরে।
নানামতে পথে নর যায় সাধনা করে ॥

সাধনার মূল-লক্ষ্য সুদৃঢ় হইলে।
অমৃতের আস্বাদন আসে এর ফলে ॥
সৎ-চিদ্-আনন্দরস ক্রমে আসে নেমে ;
"আনন্দ-ঘন-মূর্তি" ফোটে এই রস জমে ॥

কি আমি চাই

জানিনা নিজেই কি আমার চাই
তাই শুধু ঘুরে মরি।
একান্ত যা চাই তাই আমি পাই
অনন্তকাল চেয়ে চেয়ে ফিরি॥
কি বস্তু মোর চাই,—জানি নাকো তাই
না জেনেই শুধু চাই।
এমন দুর্লভ জনমে আসিয়া
জানিবারও মতি নাই॥

পরম-ব্রহ্ম পরম মায়াবী
মায়া জাল বিস্তারিয়া—
"একমেবাদ্বিতীয়ম্" হয়ে
সেই বশে আছে অসংখ্য হইয়া॥
এই তত্ত্ব সত্য, মায়া পরশনে—
সত্যই মিথ্যা, আর মিথ্যাই সত্য হতেছে।
এই মায়াবশে জীবও অবশে
সত্যবোধে,—মিথ্যাই চাহিয়া যেতেছ॥

ধন জন আর যশ মান খ্যাতি
সুস্বাস্থ্য আর ভোগের শকতি।
কারো বা সত্য লভিবার ছলে
সাধু গুরু হতে জাগিতেছে মতি॥
যাহা সত্য চাওয়া এখনো কি আমি
জানিতে চেয়েছি তায়?
কোটি কোটি জন আমারি মতন
মিথ্যাই শুধু চাহিছে হায়॥

উপনিষদ :

"অসতো মা সদ্‌গময়। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতংগময়। আবিরাধার্ম এধি। রুদ্র যত্তে
দক্ষিণং মুখং। তেন মাং পাহি নিত্যম"······

অসত্য হইতে মোরে সত্যে নিয়ে যাও
অন্ধকার হতে প্রভু লও গো আলোকে।
সুপ্রকাশ হে দেবতা প্রকাশিত হও
মৃত্যু হতে লহ প্রভু অমৃতের লোকে॥
হে রুদ্র তব যে প্রসন্ন মুখ সদা বিরাজিত
তাহা দ্বারা রক্ষা কর মোরে।
এই চাওয়া ছাড়া যেন অন্য নাহি থাকে
এ শিক্ষায় আনো কৃপা করে॥

গুপ্তযোগী

[মঙ্গলালোক থেকে তথ্য গৃহীত]

জনৈকা ব্রাহ্মণ কন্যা কমলা নামেতে।
বাস করে কোন এক অখ্যাত গ্রামেতে॥
নারায়ণ পূজার ঝোঁক তার জন্মাবধি।
নিষ্ঠাসহ সেবা পূজা করে বাল্যাবধি॥

একদা ব্রাহ্মণ বলে "শোন মা কমলা।
শাস্ত্রে পূজাবিধি নাই নারীদের বেলা॥"
শুনে মর্মাহত হয়ে কমলা কাঁদিছে।
নিশাকালে পিতা তার স্বপনে দেখিছে—

চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী।
প্রকাশিত হ'য়ে কহে ব্রাহ্মণে বিস্তারি॥
শোন হে ব্রাহ্মণ তুমি, "শাস্ত্রেরও অতীত—
তব কন্যা কমলার উর্ধ্বায়ত-চিত্ত॥

শাস্ত্র বিধি শাস্ত্রেই থাক্—কমলার সেবা—
মোরে পরিতৃপ্ত ক'রে রাখে রাত্রি দিবা॥"
ব্রাহ্মণ চমকি উঠি কমলারে কয়।
"নারায়ণে সেবা কর যথা ইচ্ছা হয়॥"

বালিকা তো ডুবে থাকে ঈশ্বরের ধ্যানে।
ইন্দ্রিয়-বিষয়ও দেখে নারায়ণ-জ্ঞানে॥
যৌবন-উন্মেষ দেখি ব্রাহ্মণের মনে—
পাত্রস্থ করিতে চিন্তা সদা সর্বক্ষণে॥

অতুল্য লাবণ্যময়ী ষোড়শী যুবতী।
ভক্তি নিষ্ঠা সমাবেশে অপূর্ব মুরতি॥
পিতারে বিষণ্ণ দেখি কহিছে কমলা।
"মোর বিবাহের হেতু হ'য়ো না উতলা॥
অন্তর্যামী নারায়ণের যাহা ইচ্ছা হয়।
হোক বা না হোক বিয়ে নাহি আসে যায়॥"

কিছুকাল পরে এক ঘটক আসিয়া।
ভক্তগৃহ বলি পাত্র দিল জোটাইয়া॥
বিবাহান্তে নববধূ পতিগৃহে গিয়ে।
ঠাকুর প্রণামহেতু দেখে চেয়ে চেয়ে॥
দেবদেবীর বালাই নাই তুলসী পর্যন্ত।
বাস্তু-ভিটায় দেখিল না খুঁজি আদিঅন্ত॥

মনোদুঃখে কিছুকাল কেটে গেলে পর।
শ্বশুরে জিজ্ঞাসি বধূ পাইল উত্তর॥
কহিল "মা! কি কহিব বেদনার কথা।
পুত্র মোর বাহ্য-পূজায় বিমুখ সর্বথা॥

সুযোগ্য পুত্রের হাতে সংসারের ভার।
অযোগ্য করেছে মোরে বার্ধক্য আমার॥
শাশুড়ীর মুখেও শুনে এই মত বাণী।
টুক্‌রো টুক্‌রো হ'ল যেন তার মর্মখানি॥

একদা নিভৃতে স্বীয় পতিদেবে কয়।
নারায়ণের সেবা পূজায় কিবা ক্ষতি হয়?
রোষযুক্ত হাস্যে কহে, "শোন মোর কথা।
অন্তরের-ধনে রাখো অন্তরে সর্বথা॥

বাহিরের পূজা লয়ে "বাহ্য-ভক্ত সেজে।
বাহিরেই ভ্রমিও না ঐ স্তরে ম'জে॥
অতত্ত্বজ্ঞের বাহ্য-পূজায় অভিমান ফোটে।
তত্ত্ব-জ্ঞানীর গুপ্ত পথেও পরশন ঘটে॥

অহং-অভিমান জীবের "স্বতঃ-জাত" ধন।
তত্ত্ব-পথ অবলম্বি দাও নির্বাসন॥"
না বুঝিয়া মর্ম কিছু কমলা তখন।
জীবনটি ত্যজিবারে করিল মনন॥

একদা স্বামীরে কহে, "যেও না বাহিরে।
আশা আজি তব সেবা করি প্রাণ ভরে।"
মনোমত সারাদিন সেবিয়া পতিরে।
নিশীথে প্রস্তুত হ'য়ে মরণের তরে—

ঘুমন্ত পতির কানে মুখখানি দিয়ে—
"তবে আমি যাই ওগো"—যেতেছে বলিয়ে ॥
শুনিতে পাইল কানে, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নাম।
নিদ্রিত স্বামীর শ্বাসে হয় অবিরাম ॥

পাথরের মত বধূ নিশ্চল হইয়া—
পতি পানে চেয়ে, নাম যেতেছে শুনিয়া ॥
সহসা পতির নিদ্রাভঙ্গ হলে পর।
কহে—নারায়ণ সেবার ফল পেনু অতঃপর ॥

লীলাস্ফুরণ

যেই প্রেমেরি খেলায় তুমি
ছড়িয়ে আছো ভুবনে।
জড়িয়ে আছো সর্বভূতে
গ্রহ তারায় তপনে ॥
"জীব-বোধকে" মায়ায় ঢেকে
জীব সেজেছ নিজে।
"গুহ্য-তত্ত্ব" না বুঝে "বোধ"
রয় সে কর্তা সেজে ॥

"শ্রেষ্ঠ-জীব" এই মানব যখন
বোধ-শুদ্ধির সাধনে রয়।
সাধনে অগ্রগতি হলেই
নিত্যলীলার দেখা সে পায় ॥

এম্‌নি ভক্ত ভগবানে
লীলাস্বাদন হয় যেখানে।
হে প্রাণনাথ কৃপা করে
আমায় রেখে দাও সেখানে ॥

অনাদি শাশ্বত লীলা
অনন্তকাল যাচ্ছো খেলে।
বিষয়েরি অনিত্যতায়
ডুবে আছি, বোঝার ভুলে।
বিষয়ই যে খেল্‌না তব
বোধে তা আসে না।
বিষয় মাঝেই তোমার পরশ
তাই তো লভি না ॥

বিষয়েরি পোশাক পরে
সদাই বেড়াও ভ্রমি।
নিত্য ভাঙাগড়ার মাঝেই
খেল্‌ছো যে গো তুমি ॥
নিত্যকেই অনিত্য দেখা
এইতো মায়ার খেলা।
শুদ্ধ বোধটি না লভিলে
ফুটবে নাকো লীলা ॥

———

মুক্তি

তীর্থে তীর্থে বেড়াস্ ঘুরে
মুক্তি লাভের তরে।
ভাল করে বুঝে দেখ্ মন
মুক্তি যে তোর ঘরে॥
তীর্থক্ষেত্রে স্নান করে তুই
মুক্তি পেতে চাস্।
শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেই
মোক্ষ লাভের আশ॥

স্নান-দর্শন খুবই ভাল
কিন্তু মুক্তি সেথায় নাই!
মুক্তি যে রয় "মানস তীর্থে",
—সেথায় আসা চাই॥
অন্তরটি শুদ্ধ-করণ
আসক্তি ত্যাগ মূলে।
নিরাসক্ত "কর্মপুষ্পে"
তাঁর পূজাটি হলে—

"তাঁর কর্ম বোধে" জীবন যখন
হবে পূজাময়।
"দেহাত্ম-বোধ" মুছে গিয়ে
"প্রাণাত্ম-বোধ" হয়॥
সেই বোধেতে ফোটে ক্রমে
সৎ—চিদেরি লীলা।
সেই "আনন্দ-সাগর"—স্নানে
মুক্তি করে খেলা॥

সংস্কার ক্ষয়

অন্তরেতে ফুটছে যাহা মনেতে তার পড়ছে আভাস।
জ্ঞান বা কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে বাহ্যে তারই হচ্ছে প্রকাশ॥
অন্তরটি গড়ে ওঠে তারই পূর্ব কর্ম-বশে।
কর্মের বিভিন্নতা হতে ধারাবাহিক সংস্কার আসে॥

সংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নাই।
একটি পন্থায় মুক্তি আসে মনে করি তাই॥
শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব-বোঝ কি থেকে কি হয়।
শত বাধা ঠেলেও "ভগবৎ নাম" করিতে হয়॥

সংস্কারের চাপে প্রথম খুবই বাধা আসে।
কঠিন বাধা ঠেলেও যে যায়, তার হৃদে প্রকাশে॥
এই খানেতে সাধুসঙ্গের খুবই প্রয়োজন।
পুরুষাকার প্রয়োগ করে এগিয়ে যায় যে জন—

ক্রমে তাহার বোধে জাগে কি থেকে কি হয়।
পরিণামে বোঝে সে জন "সবই আত্মময়"॥
এই প্রাণাত্মাই পরমাত্মা ক্রমে বুঝতে পারে।
সংস্কারাদি সকল কিছুই আছে প্রাণকে ধরে॥

এরও পরে গেলে দেখে এই যে সংস্কার।
এতকাল যা ভাবছি আমার আজ দেখি তোমার॥
সবই তাঁহার, তিনি বোধে সবই তখন দেখে।
দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলে, তাও তখন না থাকে॥

মাত্র থাকেন "পরমাত্মা",—"প্রাণ-গোবিন্দ" যিনি।
চন্দ্র-সূর্য কীট-পতঙ্গ-ই,—হয় চিন্ময় তখনি॥
কৃষ্ণ মাঝে কালী দেখে শিবের মাঝে রাম।
চুরাশি লক্ষ জন্মের হেথাই পূর্ণ মনস্কাম॥

সম্পর্ক স্থাপন

লীলার কারণে বিশ্ব-দেহ মনে
প্রকাশিছ তুমি হরি।
রাখিয়া মায়ারে ঢাকিয়া নিজেরে
নিত্য-লীলা যাও করি॥
লীলাতে তোমার আমি ও আমার
বলিয়া যেতেছ যে।
এ-ম-নি করিয়া অসংখ্য হইয়া
সাজিয়া রয়েছ হে॥

পঞ্চ উপাদানে দেহের গঠনে
মন বুদ্ধি অহংকারে—
অপরা হইয়া সঙ্গিনী করিয়া
যেতেছ হে লীলা করে॥
মায়া পরশনে বুদ্ধি ও মনে
অহং সৃষ্টি হতেছে।
এই অহং-বশে এ বিশ্ব অবশে
তোমারে ভুলিয়া রয়েছে॥

সাধন প্রযত্নে তোমা হেন রত্নে
কেহ কেহ পেতে চায়।
মায়া সুকঠিন রাখিছে অধীন
অহং এ বাঁধিয়া তায়॥
এখানে বাঁধন নহে সাধারণ
কোটি মাঝে গুটি—পায় পরিত্রাণ।
তোমারে চিনিয়া হৃদয়ে রাখিয়া
যে করে সাধন, তারে কর ত্রাণ॥

তাই নিবেদন হে মধুসূদন
এ মায়া শিথিল কর হে।
তোমাতে আমাতে মাতা ও পুত্রেতে
সুদৃঢ়-সম্পর্কে বাঁধো হে॥
এই সম্পর্কটি যত হবে খাঁটি
ব্যবধান তত ঘুচিবে হে।
তোমাতে রহিয়ে তোমাময় হ'য়ে
তবেই তোমারে লভিব হে॥

ধ্যানযোগ

["ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।"—গীতা ১৮/৫২]

সাত পাঁচ তিন এর যোগফল
যেমন পনেরো হয়।
তিন সাত পাঁচ এভাবে কষিলে
ফল কিন্তু একই রয়॥
অঙ্ক সঠিক হয় যাহাদের
সকলের ফল একই।
ভুল করে অঙ্ক যারা ক'ষে থাকে
ফলও ভিন্ন ভিন্ন দেখি॥

কেহ লাল কালি, কেহ কালো কালি
এ দিয়ে অঙ্ক কষে।
কালির তফাতে ফলের তফাৎ
কেমনে হইবে কিসে?

সাধনার পথে ঠিকই তেমনি
সঠিক পথে যে যায়।
ঠিক পথে গেলে ঠিক ফল মেলে
তফাৎ রহে না তায়॥

যিনি ব্রহ্ম তিনি কৃষ্ণ
যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী।
লিঙ্গের ভেদ অনিত্য জগতে
তিনি পিতা মাতা একাই সকলি॥
শুধু লীলা তরে নানা রূপ ধরে
সকল রূপ যে তাঁরই।
স্থান কাল ভেদে তথা রূপ ধরে
কখনো পুরুষ কখনো বা নারী॥

এ তত্ত্বে আসিতে হইবে বুঝিতে
"আদি রূপ" কিবা তাঁর।
তত্ত্ব লভিয়া সাধনে ডুবিয়া
এসো ইন্দ্রিয়-ধর্মের পার॥
যড়েন্দ্রিয় যাহা, চির-"বহির্মুখী"
তাদের "অন্তর-মুখী" কর।
কালী কৃষ্ণ কেন,—বিশ্ব বিশ্বাতীত
সর্ব রূপে তাঁরে হের॥

"ধ্যান-যোগ" পথে এস ধীরে ধীরে
সর্বেন্দ্রিয়ে ফিরাও অন্তরে।
কঠোর সাধনে ডুবাও তাদেরে—
সচ্চিদানন্দ সাগরের নীরে॥

সমাধি আসিয়া "প্রাকৃত-বাঁধন"
আপনি খুলিয়া যাবে।
এর পরে যার পুনঃ এ প্রপঞ্চে
চিত্তের গতি হবে—

তখন হেরিবে বৃক্ষলতা জীবে;
ইষ্টেরেই সেই রূপে।
বাহ্যরূপ সব ফিকে হ'য়ে যাবে
হেরিবে আপন স্বরূপে॥
সাধন জীবনে ডুবে ভেদ-জ্ঞানে
নিন্দায় নাহি ম'জে।
দুর্লভ জীবনে সঠিক সন্ধানে
চির-সত্যেরে লও খুঁজে॥

কুল ছাড়া

কুল ছাড়া করে রাখো মা আমারে
অকুলের কুলে বসায়ে।
বাঁধ ভাঙা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
যাই মা তোমাতে তলায়ে॥
সে সুধা সাগরে হারায়ে আমিরে
তোমা সাথে হই একাকার।
এই কৃপা কর চরণেতে ধর
ওগো দয়াময়ী মা আমার॥

বিষয় সম্পদ কিংবা ব্রহ্ম পদ
অতি তুচ্ছ যেথা হয়।
শত যোগী ঋষি ধ্যানে দিবানিশি
যে পদের আশে রয়॥
মাতৃ-স্নেহ দানে আনো মা সেখানে
সাধন-শক্তি মোর নাই।
জাগিলে পিপাসা খরতর আশা
তবে যদি তোমা পাই॥

হৃদয়ের বীণা কভু তো বাজে না
একমাত্র সেই সুরে।
কখনো বা সুরে কখনো বে-সুরে
বাজিছে সে ঘুরে ফিরে॥
বে-সুর থামাও সুরেতে বাজাও
ওগো "প্রাণময়ী" মা।
মা-তুমি সবারই পুরাও তাহারই
যার প্রাণে আশা যা॥

বুদ্ধির পারে

গুরুর গতি কেমনতর—বুদ্ধি দিয়ে যায় না ধরা।
বুদ্ধির ওপারে গেলে—সেথায় তাঁহার পাবে সাড়া॥
বুদ্ধি তোমার! যতকাল মন এই বোধেতে রবে।
লক্ষ জনম সাধনাতেও—গুরুর খোঁজ না পাবে॥

গুরুর লীলাই বিশ্বে মেলা—তুমিও সেই গুরুর খেলা।
সবার উপর এই বোধেতে—আগে হও মন আপন-ভোলা॥
আপন ভোলার হৃদেই জাগে—সেই "সদ্‌গুরু" পরম ধন।
ভুল্‌লে নিজেয় খুলবে সে দ্বার, তার আগেতে সব অকারণ॥

অনেক কালের বদ্ধ সে দ্বার—খোলার সময় আঘাত লাগে।
এ আঘাত যে তাঁরই পরশ—যে বোঝে, তার প্রাণে জাগে॥
জাগতিক ভাব মিথ্যায় ভরা—তাঁরই আকর্ষণে।
জীবের হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে—থাকে সর্বক্ষণে॥

এ আকর্ষণ যখন ছেঁড়ে—তখনি জীব কেঁদে মরে।
বদ্ধ দ্বারটি খুলে দিতে—তিনিই সেথায় আঘাত করে॥
এ "সত্য-বোধ" যার ফুটেছে,—সে রয় সদা তাঁর স্মরণে।
তারেই বুদ্ধির পারে নে যায়,—কৃপা করে নিজ গুণে॥

সংশয় মোচন

সাকারে তুমিতো ওগো ভগবান
সদ্‌গুরু রূপে করি কৃপাদান
নিগমানন্দ রূপে, হ'য়ে মূর্তিমান
প্রকাশিলে মোর প্রাণে।

তোমারি মায়ার বদ্ধাবস্থা হ'তে
শিখালে মুক্তির পথেতে চলিতে;
গুরু-কৃপা-শক্তি দানি অন্তরেতে
সে পথে নিতেছ টেনে॥

কিন্তু দয়াময় জাগিছে সংশয়
তব আকর্ষণ, নাকি ভিন্ন হয়
তাই যেন প্রভু লাগে মোর ভয়
এ ভয় মুক্ত কর হে।

নিবেদি তোমায় হে করুণাময়
দুদিকে টানিছে, কি করি উপায়
দিশেহারা হ'য়ে, বুক ফেটে যায়
হেথা তুমি ছাড়া কেহ নাহি হে ॥

এ যে হয় প্রভু অন্তরের ব্যথা
অন্তরতম তুমি তো সর্বথা
বাহিরে কাহারে জানাবো এ কথা
তাই তব পদে করি নিবেদন।
অন্তরযামী তুমি তো এ বিশ্বে
হে সদ্‌গুরু রক্ষো—হেথা শিষ্যে
কৃপা কণাটুকু প্রদানি এ নিঃস্বে
সংশয় হ'তে কর নিবারণ ॥

সার সত্য

শুধু ডুব দিলে রত্ন নাহি মেলে
তলেতে পৌঁছানো চাই।
ভাসা ডুব দিয়া উপরে ভাসিয়া
কেমনে লভিবে ভাই ॥
জীবনকে পণ করিয়া যখন
যাবে রত্নাকরের তলে।
তখন দেখিবে রত্নও লভিবে
অনিত্যে রবে না ভুলে ॥
সেই নিত্য ধনে লভিলে জীবনে
জনম সার্থক হবে।
নিত্য সত্যে ত্যজি অনিত্যেতে মজি
"সত্য-শান্তি" নাহি পাবে ॥

বিষয়ের সুখ নামান্তরে দুখ,
ক্ষণস্থায়ী মাত্র তাহা—
নিয়ত লভিছ অতৃপ্তও রয়েছ
মায়া চক্রে পড়ে, যাহা।

এই মায়া যাঁর সঙ্গ কর তাঁর
সেই "শুভ-সঙ্গ"-গুণে।
ধীরে ধীরে তবে মায়া পারে যাবে
চিনিয়া আপনজনে॥
তাঁহারে চিনিতে তাঁহারে বুঝিতে
নির্দেশিত পথ ধরে—
যদি মন চল লভিবে সুফল
অন্যথায় মরিবে ঘুরে॥

গীতা ভাগবতে তিনি, কত মতে
লভিতে সঙ্গ তাঁর।
পথ দেখায়েছে, ঘুরিও না মিছে
হে মন তুমি আমার॥
এ বিশ্ব জগতে কর্ম রূপেতে
তব প্রতি অঙ্গে অঙ্গে।
হয় অনিবার প্রকাশ তাঁহার
সদা আছে তব সঙ্গে॥

লও মন চিনি দেহটাও তিনি
অষ্টধা-প্রকৃতি রূপে।
"পরা" হ'য়ে রাজে "অপরার" মাঝে
গোপনেতে চুপে চুপে॥

গোপনে থাকিয়া যেতেছে করিয়া
আপনি আপন লীলা।
কর্ম রূপে তাই স্পর্শ তাঁর পাই
'মায়া-আড়ে'-করে খেলা॥

নিজে মায়া হয়ে সম্মুখে রাখিয়ে
পিছনে আপন ভাবে।
বিশ্ব চরাচরে কর্ম আকারে
লীলায়িত সদা ভবে॥
মায়া পরশনে যত জীবগণে
তাঁহারে দেখে না চোখে।
আমি আমি বলি ঘুরিছে কেবলি
আমিরই বড়াই মুখে॥

বুঝি শাস্ত্র তত্ত্ব অনুভবি সত্য
স্মরণ মননে থাকো।
আমি নয় তিনি লহ ইহা মানি
বিচ্যুত হ'য়ো নাকো॥
রূপ রস স্পর্শে সঙ্গ লভি হর্ষে
মন তুমি মগ্ন রও।
ভাবিতে ভাবিতে "ভাব-পুষ্ট" চিত্তে
স্পর্শ পাবে, যাঁরে চাও॥

কর্মের মাঝারে লভিবে তাঁহারে
দেখিবে করিছে তিনি।
"অপরার" মাঝে "পরা" হ'য়ে রাজে
ভুবন ভরিয়া যিনি॥

তখনই কর্ম হবে নৈষ্কর্ম
শত কর্ম মাঝে থাকি।
কর্মফল তার স্পর্শিবে না আর
কর্মাকারে তাঁরে দেখি॥

মানব জীবন সফল তখন
সব বোঝা যায় নামি।
আমিত্ব ভুলিয়ে তাঁতে যুক্ত হ'য়ে
মগ্ন রবে দিবা যামি॥

এ ভাব লভিলে ইহ পরকালে
কভু নাহি ক্ষুণ্ণ হয়।
তিনি শাস্ত্র মুখে জীবের সম্মুখে
"সার সত্য" এই কয়॥

যিনি পরা তিনিই অপরা

মন তুমি কি কৃষ্ণ পেতে চাও?
কৃষ্ণই তো প্রাণ, জগৎ ব্যাপ্ত
সেই দিকে তাকাও॥

আনলো তোমায় জগৎ মাঝে
সাথে নিয়েই আছেন সে যে
হেথায় ছেড়ে কোথায় খুঁজে
তাঁর বিধান ভাঙতে যাও।
চাইছো যাঁকে মানছো না তাঁয়
এই অবজ্ঞায় কেউ নাহি পায়
অবজ্ঞাটি হয় অজ্ঞানতায়
এই সত্য বুঝে নাও॥

হেথায় এনে রাখলো তোমায়
এটাই জেনো তাঁর ইচ্ছায়
অব্যক্তই হয় ব্যক্ত হেথায়
স্ব-অপরার মাধ্যমে।
"অপরাতেই" রইলে ভুলে
"পরাকে" দেখলে না মুলে
করছো সাধন গোলে মালে
লক্ষ্য তোমার অলীক ধামে॥

সব সেজে যে তিনিই আছেন
শাস্ত্র মুখে বলেও গেছেন
বিশ্বে সকল রূপ ধরেছেন
এই দেহেতেও তিনি আছেন।
চেষ্টা নাইকো বুঝতে তত্ত্ব
সাধনাও নাই পেতে সত্য
সুপ্ত কামনাতেই মত্ত
এ সব দেখে তিনি হাসেন॥

মহাপ্রভু গেলেন বলে
কৃষ্ণই আছেন জগৎ-মূলে
সাধক দেখো চোখটি মেলে
যাঁহা যাঁহা পড়বে নেত্র।
সাধন তবেই সঠিক পথে
যাচ্ছে জেনো। তোমার সাথে—
আছেন তিনি দিবা রাতে
দেখাও তাঁর পাবে সর্বত্র॥

ভেদের চিন্তাই মনের মাঝে,
কেমনে তাঁয় পাবে খুঁজে
যিনি আছেন সকল সাজে
কাছেই তিনি,—খুঁজছো দূরে।
সাধনা যায় ব্যর্থ তোমার
অকর্মই যে হয় অনিবার
নৈষ্কর্মেতে ফের এবার
নইলে শুধুই মরবে ঘুরে॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্

বাহ্য পথ ধরে এস অভ্যন্তরে
সত্য জেনো, কিছু নাহিক বাহিরে
বাহ্যেই মজে আছো, জন্ম জন্মান্তরে
দুর্লভ জীবনটি বৃথা হারায়োনা।
বাহ্য-আকর্ষণ শিথিল করিয়া
ক্রমশঃ অন্তরে এসগো ফিরিয়া
অন্তর ধনের সুসঙ্গ লভিয়া
"পরমের" সাথে হবে চেনা জানা॥

পরমের তরে পিপাসা জাগিলে
বাহ্যাকর্ষণ মুছে যায় অবহেলে
স্ব-প্রকাশ সত্যে হেরিবে সেকালে
লভিবে অমৃতে লভিবে আনন্দে।
পাবে চারিদিকে অধোতে ঊর্ধ্বেতে
হেরিবে দেহেতে ইন্দ্রিয় মনেতে
আঁধারেই আলো জ্বলিবে হৃদেতে
ডুবিবে সে সুর ছন্দে॥

অগোচর তিনি কখনই নহে
সবার গোচরে সততই রহে
নিষ্কলুষ-চিত্তে যে তাঁহারে চাহে
স্ব-প্রকাশেরে,—সে দেখিতে পায়।
অন্তরে রাখিয়া গুপ্ত-কামনা
অনিত্যের আশে যে করে সাধনা
বাহ্য বিষয়ে মত্ত যেই জনা
সেতো,—তাঁরে নাহি চায়॥

অনন্ত সত্যে আর অনন্ত জ্ঞানে
যিনি বিরাজিত ভুবনে ভুবনে
তাঁহারে হেরিতে যাবে কোন্‌খানে
তোমারই মাঝারে রয়েছে।
ফিরে এস তুমি আপন মাঝারে
তবে পাবে মন চির-আপনারে
তাই বাহিরেতে ফিরিওনা ঘুরে
তব গতিপানে—তিনি চেয়ে আছে॥

বৈষ্ণবত্ব লাভ

মহিমা সতত হতেছে প্রকাশ
দেহ মন বুদ্ধি ধরে।
"সচ্চিদানন্দময়ী"—তুমি গো জননী
লীলায়িত মহী 'পরে॥
তোমারি পরশে সকল বিষয়ই
মন বুদ্ধি চিত্তে ফোটে।
সূক্ষ্ম হতে স্থূলে ক্রমশঃ প্রকাশি
নানাছে ভরিয়া ওঠে॥

জীবত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে জীবকুলে
রেখেছ মা মায়াডোরে।
পাশেই রেখেছ মুক্তির পথ—
"ডাকা শুধু 'মা' 'মা' করে" ॥
মা ডাক্ শুনিয়া স্নেহেতে গলিয়া
সরায়ে পর্দাখানি—
আদর ও যতনে আপন সন্তানে
নাও মা কোলেতে টানি ॥

পর্দামুক্ত চোখে সে দেখিতে পায়
ঐশ্বর্য যা অতুলন্।
ঐশ্বর্যের মাঝে সুপ্ত মাধুর্য
স্বভাবতঃ হয় প্রকাশন ॥
সেই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্যে ডুবিলে
তবে সে "বৈষ্ণব" হবে।
এ বিশ্ব লীলার তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য
তখন বুঝিবে তবে ॥

অন্তর্দৃষ্টি

অন্তরের চোখে দেখি মা তোমাকে
অপরূপ রূপে বিরাজিছ তুমি।
মন বুদ্ধি হয়ে প্রাণ সাথে রয়ে
লীলা করিতেছ হয়ে "ক্ষুদ্র-আমি" ॥
নিজে হয়ে মায়া ধরি বিশ্ব কায়া
অসীম অনন্ত লীলা করিতেছ।
কত কি বিচিত্র আঁকিতেছ চিত্র ॥
এক তুমি,—নানাভাবে প্রকাশিছ ॥

যেদিন এভবে "জীব-বুদ্ধি" পাবে
তত্ত্ব-জ্ঞান-সূর্যালোক।
অশুদ্ধতা ত্যজি সাধনাতে ভজি
হেরিবে সে দিব্যালোক॥
এ বুদ্ধি সেদিন কাটায়ে দুর্দিন
ডুবিবে গো লীলা রসে।
এ-ভূত শরীরে লয়ে বিষয়েরে
লীলাতেই রহে মিশে॥
সে তখন দেখে বিষয়েতে "মা"-কে
বিভিন্নতা হেরে অঙ্গভঙ্গীসম।
এতো সত্য কথা 'মা-ই সব হেথা
মায়া ও মায়াবী দুই-ই অনুপম॥
তাই সে অন্তরে অথবা বাহিরে
সর্বভাবে যাহা দেখে।
"সু"-কে কিংবা "কু"-কে "মা" বোধেই দেখে
সুপুষ্ট অভ্যাসে,—লভে শেষে মাকে।

আনন্দ রস

চাস্ যদি মন দেখতে পাবি
কেমন করে তিনি সবই
আঁকছেন এই বিশ্ব ছবি
নিজেয় নিজেই,—তুলি দিয়ে।
প্রকৃতির এই চিত্রপটে
তাঁরই চিত্র উঠছে ফুটে
নিজেই থেকে সকল ঘটে
দেখ্‌ছে ছবি,—মগ্ন হ'য়ে॥

আপনি আঁকে আপনি দেখে
আপন লীলায় ডুবে থাকে
শেষে ভুলে যায় নিজেকে
ভুবন ভরে হয় এ লীলা।।

সূর্য যেমন কিরণ পাতে
দিচ্ছে পরশ পৃথিবীতে
তিনিও ঠিক তেমনেতে
পূর্ণ থেকেই করেন খেলা ॥

সবাই তাঁহার খেলার সাথী
মানবেই শেষ পরিণতি
মনুষ্যত্বই পায় সদ্‌গতি
ক্রমে এগিয়ে যায় দেবত্বে।

দেবত্বে সে স্থিতির 'পরে
ঈশ্বরত্বের পথটি ধরে
মানুষ সেথায় যেতে পারে
থাকতে পারে সে শিবত্বে ॥

মানুষ যখন এ পথে যায়
পথেই লীলা দেখিতে পায়
"শিল্পীর" শিল্প ফোটে হেথায়
এর আগে মায়া ঢেকে রাখে।

মায়ার বশে নানান ভাবে
জীবকুল মোহগ্রস্থ সবে
সাধকও অভিমানে ডোবে
সাধন করেও পায়না তাঁকে ॥

যশঃ-আশা সম্মান-লালসা
সাধক হৃদে বাঁধলে বাসা
এ-রস সেথা নাইকো আশা
থাকতে পারে শিখর 'পরে।
যে আনন্দ হইতে জাত
যে আনন্দে জগৎ স্থিত
যে আনন্দে হয় সে গত
সে-রস কিন্তু পাবে নারে ॥

প্রেম চক্ষু

প্রাণ-কৃষ্ণের অস্তিত্ব মন
অনুভবে আসবে যখন।
সাধন,-সঠিক পথটি পাবে
খুলবে তখন প্রেমের নয়ন ॥
সেই নয়নে দেখতে পাবি
বিশ্বটাই তাঁর—লীলা সবই।
কেমন করে চিৎ-সত্তায়
ফুটছে বিশ্ব,—তাও দেখিবি ॥

পাঁকের মাঝে লাগলে গোঁজা—
জলের উপর বুদ্ বুদ্ ভাসে।
ছোট বড় নানা আকারে
ফোটে ভাঙে জলেই মেশে ॥
বুদ্‌বুদের যে অস্তিত্বটি
পাঁক আর জল,—ছুয়ে মিলে।
জলটি জেনো "অপরা" হয়
পাঁক্‌টি "পরা",—সে রয় মূলে ॥

সংস্কারের গোঁজা লেগে

"পরা"-স্পর্শেই উঠছে ফুটে—

নানাকারে এ বিশ্বরূপ,

"অপরার-ই" চিত্রপটে ॥

পরাই হ'ল "পরঃ-কৃষ্ণ",

অজ অব্যক্ত ও অনাদি।

এ বিশ্বটাই লীলারূপ তাঁর

এ লীলাও নিত্য, এবং আদি ॥

গভীর ধ্যানে যে এখানে

কোন কালে আসতে পারে।

ধ্যানের পরিপক্কাবস্থায়

চলতে ফিরতে লীলা হেরে ॥

মহাপ্রভুর মহাবাণী

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে।

এমন ভাগ্যবানের চোখেই—

তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥"

বঞ্চিত সাধক

নির্গুণ নিরাকার "ব্রহ্মে" লীলা নাহি হয়।
তৎ-শক্তি বা প্রকৃতি 'পরে লীলা প্রকাশয় ॥
ব্রহ্ম সে অনন্ত বিধায় লীলাও অনন্ত।
গুণময়ী প্রকৃতিরও নাই আদি অন্ত ॥

পূর্ণ থেকেই "ব্রহ্ম" কিন্তু লীলাতে বিস্তৃত।
অসংখ্য গুণের মাঝেও রন্ গুণাতীত ॥
"জীব-ভাব" নিয়ে "শিবই" লীলারসে ভাসে।
দেখা পায়,—সাধনে যেই তাঁর কাছে আসে ॥

গুণময়ীর গুণমায়া অতীব কঠিন।
সাধনেও সহজে তাহা হয় নাকো লীন॥
সাধন-অভিমানে বাঁধে সাধক জনারে।
জন্ম-মৃত্যুর ফেরে ঘোরে না জেনে তাঁহারে॥

গভীরের তত্ত্বটুকু করিয়া আয়ত্ত।
সঠিক সাধনা যার, তারই সাধ্যায়ত্ত॥
সে শুধু দেখে যায়, যা কিছু হতেছে।
এ সকলই ব্রহ্মময় কভু নহে মিছে॥

কেহ বা বলিছে "কৃষ্ণ", কিংবা কেহ "মা"।
পুরুষ-প্রকৃতি তিনিই, রুচি যার যা॥
নাম রূপের ভেদে ভোলে—নিম্ন-ভূমে যারা।
ভেদে ডুবে বঞ্চিতই হয়ে থাকে তারা॥

অন্তরমুখী হও

বাহ্য ঘোরাঘুরির ঝোঁক না কাটিলে
মনটি অন্তরমুখী হয় না।
অন্তরেই আছে চির-প্রশান্তি
বাহ্যে,—ঢেউ ছাড়া কিছু রয়না॥
লীলা প্রয়োজনে জীবের গতিটি
বহির্মুখীন্ করে সৃজেছেন বিধি।
মানবেই পারে সে গতি ফেরাতে
এ প্রচেষ্টা যার রহে নিরবধি॥

সাধু সঙ্গ গুণে জাগে যার প্রাণে
অন্তরে ফেরার আশা।
এই আশা যবে খরতর হবে
তখনই জাগিবে তীব্র পিপাসা॥
পিপাসার টানে—তারে টেনে আনে
অন্তরের সেই গভীর প্রদেশে।
সেথা জ্ঞানে ভাসে—কিবা হয় কিসে,
তাঁর নিত্য লীলা নয়নে প্রকাশে॥

বসে একই স্থানে—দেখে সে নয়নে
অনন্ত ভুবনে অনন্তেরই লীলা।
লীলাতে ডুবিয়া—সে রসে ভাসিয়া
ক্রমশঃ সে হয় নিজে আত্মভোলা॥
আপন অস্তিত্ব—যত বিশ্বচিত্র
দেখে সে বিচিত্র,—সবই "কৃষ্ণময়"।
হেয়তে শ্রেয়তে—মন্দতে ভালতে
"প্রাণ-কৃষ্ণেরই" শুধু দেখা পায়॥

থেকে সে এ পারে "কৃষ্ণময়" হেরে
শেষে মিশে যায় জীবনের পারে।
এরে কয় ভুক্তি—জীবত্বের মুক্তি
শিবত্ব লভি রয়,—সে বৈকুণ্ঠপুরে॥
হে আমার মন—ফেরগো এখন
বাহ্য ছাড়িয়া অন্তরে।
কৃষ্ণ যেথা প্রাণ হয়ে—খেলিছে সবারে লয়ে
সেই প্রাণ লক্ষ্যে ফের এইবারে॥

ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা
—"ব্রহ্মই জগৎ"—

বড় একটি সোনার পাতে।
পশু পাখী বৃক্ষাদি ঘর
যদি আঁকা থাকে তাতে॥
কেউ দেখে ঘর, কেউ বৃক্ষ পাখী
তাদের দেখা সত্য বটে।
ঘর যে সোনা সবই সোনা
এ দর্শন,—বহু ভাগ্যে ঘটে॥

"সোনার পাত্‌টি" না থাকিলে
বৃক্ষ, পাখী, ঘর থাকে না।
"পাত্‌" আছে তাই এ সব আছে
অতএব এ সবই সোনা॥
এ দর্শনই পরম চরম
এরই তরে যতেক সাধন।
ভেদে থাকা ভিন্ন দেখা
ভেবে দেখ্‌ মন সব অকারণ॥

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য
তাইতো গেছেন বলে।
"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা
ব্রহ্মই জগৎ"—মূলে॥
সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের উপর
অসংখ্য আকারে।
মা প্রকৃতির গুণের বশে
এ বিশ্ব,—রূপ ধরে॥

মহাপ্রভুর মহাবাক্য

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে।

ভক্তজনের প্রেমের চোখে

তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" ॥

"ব্রহ্মই-কৃষ্ণ", প্রকৃতি রাধায়—

সাথে নিয়ে লীলা করে।

যেজন ভোলে অপরাতে

সেজন কেবল ঘুরে মরে ॥

এই প্রকৃতি জড়া এবং

অস্থির—অনিত্য।

প্রাণ-স্পর্শে হয় ক্রিয়াশীল

"প্রাণ-ব্রহ্মই" নিত্য সত্য ॥

প্রাণই কৃষ্ণ-কালী সাজেন

প্রকৃতিকে নিয়ে।

অসংখ্যতায় করেন লীলা

সগুণ হইয়ে ॥

"কৃষ্ণভক্ত" ব্রহ্ম জ্ঞানে

জগৎময়ই দেখো।

"মা"কেও ব্রহ্মময়ী দেখ্‌তে

"মাতৃভক্ত", শেখো ॥

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"

তিনিই গেছেন বলে।

কেন বৃথা দ্বন্দ্বে মাতো

ফিরে এস মূলে ॥

প্রাণ রূপেতে হচ্ছে প্রকাশ

নির্গুণ নিরাকার।

প্রাণ পরশেই মা প্রকৃতি

হচ্ছে বিশ্বাকার॥

ক্ষণে ক্ষণে ভাঙে গড়ে

তাইতো জগৎ মিথ্যা।

প্রাণাত্মা হন অচল অনড়

এই, প্রাণই পরমাত্মা॥

অজ্ঞানে মন দোষ দেখো না

কোনও মত ও পথে।

সমদর্শী হলেই ক্রমে

দেখবে আপন সাথে॥

যে রূপে, যে ভাবেতেই চাও

তেমনি দেখা দেবে।

সত্যই তিনি সবার আপন

সবায় টেনে নেবে॥

সাধন ব্যর্থ—"অভিমানে"

দীক্ষা পেয়ে গুরু পাশে

ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকে বসে

হে মন লভিলি শেষে—অভিমান আর অহংকার।

পথ মাত্র হ'ল জানা

পাইবারে সে ঠিকানা

চেষ্টাওতো কৈ দেখিনা—দুঃখও তো নেই, "না পাওয়ার॥"

গুরুবলে তুই বলীয়ান
সাধন করে পেতে সন্ধান
নাই সে চেষ্টা সেদিকে টান—মত্ত শুধুই অভিমানে।
সেদিকে মন যদি যেত্তিস
গুরু কৃপার হদিস্ পেতিস
মাটির সাথে মিশে যেতিস—পড়েও যেতিস—কৃপার টানে।

সেই টানেতে ভেসে ভেসে
জীবন তরী ঠেক্‌তো এসে
হয়তঃ ঠিকানাতে শেষে—নয়তো হ'ত কাছাকাছি।
অন্ততঃ সেই কৃপার টানে
অনুভূতির পরশনে
জাগতো এ বোধ মনে প্রাণে—অভিমান মোর মিছামিছি॥

*　　*

মানুষ অন্তর দিয়ে ভাবে যে বিষয়।
তাহারি সংসর্গে ক্রমে উপস্থিত হয়॥—গীতা ২/৬২

*　　*

তাঁর দিকেতে আস্‌লে মতি
তবেই ফেরে জীবের গতি
জন্ম মৃত্যুর গতাগতি—ক্রমেই আসে কমে।
যোগ্য দেহের মধ্য দিয়ে
জগদ্‌গুরুই প্রকাশ হয়ে
বদ্ধ জীবকে যাচ্ছে নিয়ে—স্বধাম হতে নেমে॥

বৈকুণ্ঠ-লাভ

এ দেহ-মন্দিরে আমি হ'য়ে মাগো
কি বিচিত্র লীলা করিয়া যেতেছ।
স্ব-মায়ায় "ভেদ" রচনা করিয়া
নিজেতেই নিজে ডুবিয়া রয়েছ॥
রোগ শোক তাপে দুঃখে দৈন্যে
কতনা বেদনা পেতেছ।
বিষয়ের-সুখে ইন্দ্রিয় মিলায়ে
আনন্দে মজিয়া রয়েছ॥

দয়া করে যারে নাও মায়াপারে
সেই মাত্র লীলা দেখিবারে পায়।
তত্ত্বপথ ধরি গেলে অগ্রসরি
'মা' ডাকে যখন তোমারে ভুলায়॥
স্নেহের ধারায় মায়া সরে যায়
সেই মুক্ত চোখে সে দেখিতে পায়।
"হৃদি-বৃন্দাবনে" বিরহ-মিলনে
"প্রাণ-কৃষ্ণ-লীলা"।—লয়ে শ্রীরাধায়॥

প্রথমেতে দেখে অপুষ্ট সে চোখে
খণ্ড খণ্ড ভাবে লীলা।
পরিপুষ্ট হ'লে—দেখে হৃদিমূলে
অনাদি ও নিত্য লীলা॥
সে লীলা রসেতে ভাসিতে ভাসিতে
সব কুণ্ঠা যায় ধুয়ে।
জীবত্ব তাহার রহে নাকো আর
পশে সে বৈকুণ্ঠে গিয়ে॥

ওঁ তৎ সৎ

মাতৃ আস্বাদন হয় যথা "মাতৃত্বের" মাঝে।
তৎ এর আস্বাদনও তথা "তত্ত্বেতে" বিরাজে॥
"ওঁ" রূপে বিরাজিত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের স্বরূপ।
"তত্ত্ব-ই" হ'ল তৎ সৎ এর প্রকটিত রূপ॥

সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়েতে নিত্য বর্তমান।
শাস্ত্র মর্ম,—"বিশ্বরূপে ব্রহ্মাই ক্রিয়মান"॥
উপলব্ধির বিঘ্ন হয় মায়া-অজ্ঞানতা।
ইন্দ্রিয় মাধ্যমে রিপুর পীড়নে সর্বথা॥

ছয় রিপু সহস্রেক বিঘ্ন সৃজিতেছে।
বিঘ্ন মাঝেই আমাদের সাধনা হতেছে॥
"সাধ্য-ধন" এরই তরে লব্ধ নাহি হয়।
সাধনার অভিমানে জীব ডুবে যায়॥

নিষ্কপট সরলতায় যে আসিতে পারে।
বিশ্বরূপেই বিশ্বেশ্বরে সেই জন হেরে॥
এ বিশ্বতো পরব্রহ্মের মায়ায় ভাসিছে।
মায়ারে মাধ্যম করি স্বয়ং প্রকাশিছে॥

যিনি ব্রহ্ম তিনি মায়া, লীলা প্রয়োজনে—
নির্গুণ হইয়া তিনি প্রকাশে সগুণে॥
আত্ম-জ্যোতিঃ-রূপে তিনি এ বিশ্ব ব্যাপিয়া।
জড় কল্পনার বশে যেতেছে খেলিয়া॥

সখ্য দাস্য বাৎসল্যাদি কোন পথ ধরে।
তীব্রাকাঙ্ক্ষায় রিপু-পাশ মুক্ত হলে পরে॥
বিশ্বময়ই বিশ্বেশ্বরে সে দেখিতে পায়।
"প্রাণ কৃষ্ণের" লীলা হেরি, তাতে ডুবে যায়॥

দ্রষ্টব্য ঃ শাস্ত্র তত্ত্ব—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ব বিদস্তত্ত্বং
যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানেতি শব্দ্যতি ॥"—ভাগবত ১/২/১১

"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাঁর রূপ ॥
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনার বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥—চৈঃ চরিতামৃত

ইষ্ট

কোথায় খুঁজ্‌ছো ইষ্টকে মন কোথায় তিনি নাই ?
ভেবে চিন্তে বিচার করে আগে দেখো তাই ॥
এই ভুবনে যা যেখানে যে ভাবেই যা আসে।
তোমার ইষ্ট সবার ইষ্ট সবেই আছেন মিশে ॥

ভালমন্দ যাই হোক না তা ইষ্ট বোধে দেখো।
ইষ্ট তাতে না থাকিলে প্রকাশ হবে নাকো ॥
ইষ্টকেই বাদ দিয়ে হে মন দেখছো ভাল মন্দ।
সেই "ভাবেতে" ডুবে আছো তাই ঘোচেনা দ্বন্দ্ব ॥

যথা ভাব তথা লাভ এই তত্ত্বোপরে।
অজ্ঞতাতে ইষ্টে ছেড়ে বিষয়ে মর ঘুরে ॥
ইষ্ট ছাড়া রয় কেমনে বিষয়ের অস্তিত্ব।
বিষয় সেতো অনিত্য ইষ্টই চিরসত্য ॥

তোমার এ স্থূল-দেহ সহ পুত্র পরিজন।
প্রাণ বা আত্মা না থাকিলে হয় কি প্রকাশন?
প্রাণ রূপেতেই কৃষ্ণ-কালী শিব রাম বা খোদা।
এক-মেবা দ্বিতীয়ম্-ই বিরাজে সর্বদা॥

আদি সত্য গভীর তত্ত্ব নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি।
বিষয়কেই মাধ্যম করি উঠছে ফুটে তিনি॥
এম্‌নি করে সেই নিরাকার সাকারে প্রকাশে।
জীবের মন বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়েতে ভাসে॥
বিষয় দেখার পরিবর্তে ইষ্ট বোধে দেখো।
এই সাধনা পুষ্ট হলে বিষয় রবে নাকো॥
যেহেতু বিষয়ের কোন "স্থির-সত্ত্বা" নাই।
প্রকৃতি-মাধ্যমে ইষ্টেই সগুণেতে পাই॥

সগুণেতে তাঁরে দেখা সহজ সাধনা।
"গীতাশাস্ত্রে" বলে গেছেন সবার আছে জানা॥
জানা পথে না চ'লে মন ক'রে ছুটোছুটি।
সাধন করেও ফল পেলে না সবই হচ্ছে মাটি॥

চিত্তটিকে শুদ্ধ ক'রে মনুষ্যত্ব লভি।
গুরু দত্ত সাধন কর পাবে হে মন সবই॥
বিষয় মাঝেই ভুবন ভ'রে উঠবে ইষ্ট ফুটে।
বিষয় "গৌণ" হয়ে যাবে ইষ্টই সর্ব ঘটে॥

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ গেছেন প্রকাশ করে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহাই কৃষ্ণ স্ফুরে॥
অতি সত্য হয় এই তত্ত্ব কথার-কথা নয়।
নর দেহেই প্রকাশ হয় তা যে জন "তত্ত্ব-পথে" যায়॥

শিবই জীব

শিব ও জীব দুই তিনি, অতি সত্য হয়।
ভোগ্য ভোক্তা তাও তিনিই, শাস্ত্র তাই কয়॥
জীবাবস্থায় "আমি" সেজে সে পরম প্রভু—
অসংখ্যে খেলিছে একাই বুঝি না তা কভু॥

লীলা প্রয়োজন হেতু স্ব-মায়ার আড়ে।
পূর্ণ থেকেই চতুষ্পাদে যান লীলা করে॥
"চতুর্বিংশতি-তত্ত্বে" হয়ে বিভাজিত।[১]
"জীবাত্মা" হয়ে রন ভোগেতে নিরত॥[২]

সুখ-দুঃখ হাসি কান্নায় আছেন ভুলিয়া।
নির্লিপ্ত ও সাক্ষীস্বরূপ যেতেছে দেখিয়া॥
এইখানে "পরমাত্মা" রূপে বিরাজিছে।
এ সবের অতীতাবস্থায় "পূর্ণ" হয়ে আছে॥[৪]

স্বরূপভূতা যে শক্তিরে আশ্রয় করিয়া—
জগদ্-ব্যাপার ভোগ করে, অব্যক্ত থাকিয়া॥
তিনিই মায়া, নিজস্ব স্বরূপগত শক্তি।
জগতের বীজও ইনি, প্রকৃতি অভিব্যক্তি॥

অঙ্গীভূত অংশমাত্র জীবে আর শিবে।
"জীব-বোধ" যেইদিন এ সত্য বুঝিবে—
স্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সেজন।
মুক্ত হয় মায়া ভ্রমে সংসার বন্ধন॥

দ্রষ্টব্য : "উদ্গীত মেতৎ পরমন্ত ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ
তত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা—
লীনা ব্রহ্মাণি তৎপরা যোণিমুক্তাঃ" ॥
—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—১।৭

——

মা মায়া

*　　*　　*

"পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" ।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—৬।৮

*　　*　　*

ভগবানের যে শক্তিতে জগদ্-ব্যাপার ঘটে।
স্বরূপ ভূতা সেই শক্তিই "মায়া" নামে রটে ॥
মায়া-শক্তিই অনন্তেরে পরিমিত করে।
ভিন্ন নাম, "জানা" বলে অভিধান পরে ॥

অনন্ত অপরিমেয় ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্ন রূপে।
এই মায়া,—পরিমিত প্রতিভাত করিছে নিশ্চুপে ॥
বুদ্ধির অগম্য তিনি, অরূপী অনন্ত হয়ে
জীব-বোধে ধরা দেন, এই মায়াশক্তি নিয়ে ॥

আপনারে প্রকাশিছে এই-শক্তি 'পরে।
এ মায়াই, নিরাকারকে আনিছে সাকারে ॥
জগতের মূল রূপে মায়াশক্তিই রয়।
সেই অবস্থাটিকে শাস্ত্র "প্রকৃতি" যে কয় ॥

"অতি সৌম্যাতি রৌদ্রায়ৈ নতা তস্যৈ নমো নমঃ"। —শ্রীশ্রীচণ্ডী—৫।১৩

জননী এ মায়াদেবী অতি ভয়ঙ্করী।
স্নেহময়ী রূপে জীবে, বক্ষে আছে ধরি ॥
বাঘিনীর সাথে তাঁরে তুলা ভাবা যায়।
তাহার শাবক কিন্তু স্নেহ টুকুই পায় ॥

মায়াকেই মা-মা ব'লে যেই জন ডাকে।
বাঘিনীর স্নেহরসে ডুবায় তাহাকে ॥
সযতনে চক্ষু হতে ভ্রম-পর্দা খানি।
ধীরে ধীরে টেনে নেয় মাতৃস্নেহ দানি ॥

তখন সে চোখে দেখে সবই ব্রহ্মময়।
মা মায়াই, নিরাকারকে সাকারে দেখায় ॥
সংস্কার বা রুচি যাহা কৃষ্ণ কিংবা কালী।
মা মহামায়াই সবায় দেখায় সকলি ॥

যোগ

কর্ম হলে জ্ঞানময় জ্ঞান হয় প্রেমময়
সর্বশাস্ত্র তারে "যোগ" কয়।
কর্ম করে জ্ঞান শূন্য জ্ঞান ভক্তি ভাবে ভিন্ন
বাতুলের চিন্তা এ যে হয় ॥

তিনে যবে যোগ হবে মায়া-ভ্রম কাটে তবে
মায়াতীত ভূমে হয় বাস।
এ বিশ্ব কর্মের মাঝে সকলভাবে ও সাজে
—থেকেই,—সে পায় বৈকুণ্ঠাভাস॥

কর্ম হয় কোথা হতে হয়ই বা তা কেমনেতে
বোধে যবে ফুটিবে এ তত্ত্ব।
তখন দেখিতে পাবে সে প্রেমিক কেমনে ভবে
সর্বভাবে আছে লীলামত্ত॥
প্রেমিকের প্রেমলীলা জীব ভাবে এই খেলা
দরশনে আসিবে যখন।
বিয়োগেতে ভুলে থাকা মায়াতে যা আছে ঢাকা
স্বভাবতঃ হবে উন্মোচন॥

প্রাণাত্মার শক্তিযোগে সূক্ষ্মেতে প্রেরণা জাগে
স্থূলদেহে কর্মে প্রকাশ হয়।
স্ব-মায়ার অন্তরালে পরমাত্মাই যান খেলে
এ বোধরে শাস্ত্র "জ্ঞান" কয়॥
এ বোধে হইলে কর্ম "কর্তা তিনি", ফোটে মর্ম
চিরসাথী বলে আসে জ্ঞান।
জ্ঞান তাঁতে ডুবে থাকে সর্বাবস্থায় দেখে তাঁকে
প্রেমেতেই ভরে ওঠে প্রাণ॥

একই তিনে বিচ্ছুরিত একেতেই জগৎ স্থিত
একেরই লীলা ত্রিজগতে।
মায়াতে রাখিয়া ঢাকা তিনিই খেলিছে একা
এ ধারণা আসে যার চিতে—

তিনে এক দেখিবারে সে যায় সাধনা ক'রে
লক্ষ্য শুধু ভেদ মুছিবারে।
সাধনে ভেদেতে থাকা হেয় প্রিয় শ্রেয় দেখা
তিনে কভু "যোগ" হবে নারে॥

বলিদান

[ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বিরচিত "চণ্ডী চিন্তা" গ্রন্থ হইতে তত্ত্ব গৃহীত]

জীবের মন বুদ্ধি আর চিত্ত অহংকার।
চারিপদে "অন্তকরণ" করিছে বিহার॥
এই পশু, মানবের মনুষ্যত্ব বিনাশি।
স্ব-দর্পে ভ্রমিয়া বেড়ায় নিজেরে প্রকাশি॥

মার-চরণাম্বুজে এরে দিলে "বলিদান"।
তবে নর পেতে পারে সত্যের সন্ধান॥
"বলির" এই গুহ্যতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব মাঝে।
বিপরীতেই মাতি মোরা জীব হত্যা কাজে॥

এ পশু বধের অস্ত্র সুনির্মল-জ্ঞান।
জাগ্রত বোধেতে কেটে কর খান্ খান্॥
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি চরণে লুটাবে।
এও স্থির জেনে রেখো, "মা"কে তুমি পাবে॥

আত্মবোধ ও দেহাত্মবোধ

দেহ-চিন্তার চেয়ে আত্ম-চিন্তায়
কি সুখ কি শান্তি আছে।
কোন প্রকারেই বোধে আসিবে না
দেহাত্ম-বোধীর কাছে॥
আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন যেজন
দেহটিকে সেজন দেখে।
পরমাত্মার লীলাক্ষেত্র এটি
তাই, আদর ও যত্নে রাখে॥

প্রাণ-দেবতার মন্দির-বোধে
দেহেরে মর্যাদা দেয়।
মার্জনে ভোজনে দর্শনে গমনে
"কৃষ্ণসেবা" করে যায়॥
কৃষ্ণ তো নয় আকাশ-কুসুম
স্ব-প্রকাশ তিনি হন্।
ভুবন ভরিয়া বৃক্ষলতা জীবে
প্রাণরূপে তিনি রন॥

চঞ্চল-মন প্রকৃতির বশে
বিষয়ে মজিয়া আছে।
তাই তো এ বোধ কৃষ্ণে চেনে না
বাহ্যেতেই ডুবিয়াছে॥
সে জগৎপতি ধরি নরাকৃতি
আসি মর্ত্য-বৃন্দাবনে।
অতি অনুপম মানচিত্র সম
লীলা করে গেছে শ্রীরাধার সনে॥

এ লীলা যে নিত্য বোঝাতে এ সত্য
ক্ষণেকের আগমনে।
সে পরমপিতা দিল সে বারতা
শ্রীগীতার মাঝখানে॥

দ্রষ্টব্য : "বাসুদেব সর্বমিতি"...... গীতা—৭।১৯
"মত্তঃপরতরং নান্যৎ"...... ,, ৭।৭
"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং"...... ,, ৭।২৪
"অহমাত্মা গুড়াকেশ"...... ,, ১০।২০
"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং"...... ,, ১৮।৬০
"ময়া ততমিদং সর্বং"...... ,, ৯।৩
"সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ"...... বৈষ্ণবশাস্ত্র

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে গভীরে যে আসে
কৃষ্ণ-কৃপাগুণে সে হৃদে প্রকাশে।
এ জ্ঞান না পেয়ে বাহ্য সাধু হয়ে
অনেকে ঘুরিছে—অনিত্য পিয়াসে॥

কৃষ্ণ যে প্রাণ তাঁর অবস্থান,
ভুবন ভরিয়া রয়।
স-রবেতে তাই মহাজনগণ
"প্রাণ-কৃষ্ণ" বলে কয়॥
প্রাণ-কৃষ্ণোপরেই এ জগৎ ভাসে
এ হয় গুহ্য-তত্ত্ব।
প্রাণকেই ভুলে সাধনার ফলে
তাইতো সাধক অনিত্যেই মত্ত॥

তাঁরই নির্দেশ

* * *

"যতদিন জীব মোরে না বুঝিতে পারে।
ততদিন জীব যেন পূজে প্রতিমারে॥" —ভাগবত ৩।২৪

"আমি যে অব্যক্ত-শ্রেষ্ঠ আমি যে অব্যয়।
মূঢ় তা না বুঝে মোরে ব্যক্তি ভাবে লয়॥" —গীতা ৭।২৪

* * *

সাধন জীবনে বাহ্য অনুষ্ঠান
অবশ্য প্রয়োজন আছে।
প্রয়োজন হ'ল ক্রমে যেতে হবে
অন্তর-দেবতা কাছে॥
এ পথ ছাড়িয়া অনুষ্ঠানই নিয়া
জীবন কাটায়ে দেয়।
দেখি বহুজনে ইহারই মাধ্যমে
সম্মান-লালসে রয়॥
সমাজের বুকে যেন চারিদিকে
এরই দেখি ছড়াছড়ি।
আমি ভক্ত-সাধু প্রকাশ করিতে
করে শুধু বাড়াবাড়ি॥
বাহ্য হতে ক্রমে অন্তরের পথে
যে পারে করিতে বিচরণ।
বাহ্য হইতে লুকায়ে নিজেরে
গভীরেতে যেতে করে প্রাণপণ॥
"ঈশ্বরঃ সর্বভূতনাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"।
সে পরমধনে লভিতে জীবনে
সততই রহে সেই দিকে মতি॥

সময় ও সুযোগ ক্ষীণ হয় ক্রমে
এই বাহ্য অনুষ্ঠানে।
ক্রমশঃ সেজন নিজেরে লুকায়
বাহিরের দর্শনে॥

হে আমার মন জাগত এখন
বাহ্যেরে ধরি অন্তরেতে এস।
আকাঙ্ক্ষা তোমার ঐকান্তিক হ'লে
সত্যেরে পাবে। তাঁর সাথে মেশ॥
মিলনের ফলে উপলব্ধি হবে
"তিনি সম", নহে উচ্চ বা নীচঃ।
ফুটিবে সত্য ভগবদ্বাণীর—
"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
"সর্বগুহ্যতমং"—ইহা
ইহাই তাঁহার চরম বাণী।
দুর্লভ জীবন পেয়েছ হে মন
নির্দেশ তাঁরই, লও গো মানি॥
যে যাহা করে চাহিও না ফিরে
রও তুমি নিজ কাজে।
অন্তর বাহিরে হেরিবে তাঁহারে
লভিবে জীবন মাঝে॥

আনন্দরূপমমৃতং—যদ্বিভাতি

মানবত্বের দৃষ্টি যখন
নষ্ট করে ফেলি।
ভুবনভরা আলোর বন্যায়
আঁধার দেখি কেবলি॥

চারদিকেতে ভাঙাচোরা আর
অভাব অসম্পূর্ণতায়।
"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"
সেই আঁধারে ডুবে যায়॥

এক নিমেষের তরেও যখন
সে দৃষ্টি পাই—এই চোখে।
সেই আনন্দম্ সেই অমৃতম্
দেখাও তিনি দিয়ে থাকে॥
"সত্যং জ্ঞানমনন্তম্"-এর
শুভ্র-পরশ পেয়ে।
"রস-স্বরূপ" আনন্দময়-ই
ফোটে প্রকাশ হ'য়ে॥

ক্ষুদ্র-স্বার্থ অহমিকাদি
মুক্ত যখন হবে।
আনন্দ ও অমৃতময়ের
পরশ তখন পাবে॥
কোন ভয় কোন সংশয়
নীচতা ও দীনতায়।
নিঃশেষেতে অন্তর হ'তে
সর্বাগ্রে দূর করতে হয়॥

চারিদিকে দেখছো যাহা
দেখবে সবই তিনি।
অধো ঊর্ধ্ব সম্মুখ পার্শ্বে
ব্যাপ্ত আছেন যিনি॥

বিঘ্নগুলি ত্যাগ করিতে
"শুদ্ধ-সাধন" পথে যাও।
ধীরে ধীরে নিজেয় ক্রমেই
সমর্পণটি করে দাও ॥

সঠিক পথে সবাই পাবে

সত্য-স্বরূপ জ্ঞানময়ই প্রকৃতির 'পরে।
নির্গুণ হইয়া নিজে সগুণে বিহরে ॥
প্রকৃতির গুণভেদে অসংখ্যতা মাঝে।
"সত্যং জ্ঞানমদ্বয়ং"—সতত বিরাজে ॥

প্রকৃতির গুণমায়া রয়েছে ব্যাপিয়া।
মায়াবশে জীব আছে সত্যেরে ভুলিয়া ॥
মায়া নহে ভিন্ন-কেহ, "লীলা সহচরী।"
নিজে এই মায়া-রূপ ধরেছেন "হরি" ॥

অতএব এ মায়ারে ভিন্ন ভাবা ভুল।
মা-বোধে হেরিলে তাঁরে হারাবে না কুল ॥
সর্বরূপে সর্বভাবে যা পড়িবে চোখে।
ভিন্ন জ্ঞান না করিয়া মা বল', তাহাকে ॥

এ অভ্যাস দৃঢ় হ'তে হলে দৃঢ়তর।
ক্রমশঃ ফুটিবে চোখে সে "চির-সুন্দর" ॥
যাঁহার প্রকাশে এই বিশ্ব প্রকাশিছে।
সুদূরে রবে না তিনি, পাবে তুমি কাছে ॥

যতই কাছেতে পাবে, ভরিবে হৃদয়।
প্রেমেতে ডুবিয়া যাবে, সে যে প্রেমময় ॥
অগ্নিরে স্পর্শিলে তার গুণ যে ভাবেতে।
সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে স্পর্শিত বস্তুতে ॥

প্রেমময়ের স্পর্শ ছাড়া প্রেম কোথা পাবে।
তত্ত্ব পথে না সাধিলে সাধন ব্যর্থ হবে ॥
একে বন্দি একে নিন্দি—অবজ্ঞায় কারে।
যতই সাধনা কর পাইবে না তাঁরে ॥

কালী কৃষ্ণ শুধু কেন, সাধু ও লম্পটে।
শক্তিসহ শক্তিমান রন সর্ব ঘটে ॥
তত্ত্ব ধরি যে পথেই সাধনা করিবে।
সঠিক পথেতে গেলে সকলেই পাবে ॥

অব্যক্তই ব্যক্ত

মনরে আমার—
ব্যক্ত ছেড়ে অব্যক্তে খুঁজিস্
তাইতো বৃথা ঘুরে মরিস্
মিলিনা এ দুয়ের হদিস
তাই জন্ম-মৃত্যুর ফের কাটে না
যাঁরে খুঁজিস্ সেই বলেছে
অব্যক্ত-সেও নয়কো মিছে
কিন্তু দুর্লভ দেহীর কাছে
তাই সহজ হ'ল ব্যক্তে জানা ॥

এ বিশ্ব তো তাঁর-"ব্যক্ত রূপ"
বিষয়-বোধে দেখ্ছো বিরূপ
সৎ-পিপাসায় ফেরে স্বরূপ
বিশ্ব তো সেই "সৎ" এর প্রকাশ।
অব্যক্তই বিশ্ব রূপে ব্যক্ত
প্রাণ-বোধে হও অনুরক্ত
দেখতে পাবে, এ নয় শক্ত,
"প্রাণ-কৃষ্ণেতেই" এ বিশ্বাভাস ॥

আগে জানো কে এই আমি
দেহ,—নাকি প্রাণ হও তুমি
জানলে বুঝবে,—"প্রাণই আমি"
প্রাণই 'সৎ' প্রাণই 'চিৎ' প্রাণই 'আনন্দ'।
শিব প্রাণই—জীব-প্রাণ হ'য়ে
স্বীয় অপরায় সঙ্গে নিয়ে
"প্রণবে" আদি-সুরটি দিয়ে
যাচ্ছে গেয়ে সদাই নির্দ্বন্দ্ব ॥

সেই নির্গুণই অপরাতে
হচ্ছে প্রকাশ আঁধারেতে
"জীব-বোধ" ভুলে আছে তাতে
সঠিক সাধন পথে গেলে—
সে বোধ সৎ-এর সঙ্গ পাবে
"চিৎ" রূপে "সৎ" প্রকাশ হবে
অন্তর বাহির উথ্‌লে যাবে
নিষ্কলুষে যাত্রা হলে ॥

দেখ্‌বে কৃষ্ণ-কালীর বিকাশ
চিৎ-সত্তায় রূপের প্রকাশ
সচ্চিদানন্দের পেয়ে আভাস
সাধক হেথায় পূর্ণতা পায়।
সংস্কার বা রুচি মত
তাঁর দর্শন হয় সর্বত্র
যেখানেতেই পড়ে নেত্র
ইষ্টই স্ফুরে তায় ॥

তাই সাধককে বুঝতে হবে
যত কিছুই বিভিন্নতা ভবে
প্রকাশে,— প্রাণের অনুভবে
প্রাণই হয় সেই নিত্য-সত্য।
প্রকাশে কিন্তু অপরা 'পরে
অপরাই নানা রূপ ধরে
"প্রাণ", স্থিরত্বে বিরাজ করে
ইহাই হ'ল "আদি-তত্ত্ব"॥

বাস্তব

বাস্তব এ জগৎ ছেড়ে অবাস্তবের পথ ধরে
তুমি মন সাধনা করিছ।
আকাশ কুসুম ভেবে "প্রাণ-কৃষ্ণে" কোথা পাবে
আলেয়ার পিছু ছুটিতেছ॥
কৃষ্ণই ব্রহ্ম; তাঁরই জ্যোতিঃ এই বিশ্বরূপ-ভাতি
অগ্নি আর দাহিকা যেমন।
দাহিকারেই অগ্নি কয় এ বিশ্ব "কৃষ্ণ রূপ" হয়
বিশ্বে কর কৃষ্ণ-দরশন॥
কৃষ্ণ-ব্রহ্মাই লীলাচ্ছলে নিজেরেই দেছেন মেলে
সততই পূর্ণতায় রহি।
এ বিশ্বটাই তাঁর ছটা অগ্নিরই দাহিকা এটা
হেথা ছেড়ে কোথা আছো চাহি॥
"পরা" রূপে প্রাণ হয়ে খেলিছে "অপরা" নিয়ে
"প্রাণ-স্পর্শ" বিশ্বভরা রয়।
প্রাণ-বোধে দেখ তাঁরে দেখা পাবে চারিধারে
সবে তাই "প্রাণ-কৃষ্ণ" কয়॥

যে চাহিবে যেই ভাবে সে লভিবে সেই ভাবে
যথা ভাব তথা লাভ হয়।
একা তিনি সর্বভাবে লীলায়িত এই ভবে
শাস্ত্র তাঁরে "ভাবগ্রাহী" কয়॥
হে সাধক হে ধীমান যে বায়ু প্রবহমান
জেনো ইহা জড়বস্তু নহে।
প্রতি শ্বাসে শ্বাসে তাঁরে গ্রহণ করিছ যাঁরে
"মহাপ্রাণই" বায়ুরূপে বহে॥

একি তাঁর বিকাশ নয় কভু যদি বন্ধ হয়
সারা বিশ্ব যাবে ছারখারে।
কৃষ্ণ-বোধে এঁরে দেখ চিন্ময় ভাবিতে শেখ
পুষ্ট হলে হেরিবে কৃষ্ণেরে॥
যে জল জীবের প্রাণ কর তারে কৃষ্ণ জ্ঞান
যে মাটিতে আছো দাঁড়াইয়া।
একটু নড়িলে পরে কোথায় দাঁড়াবি ওরে
ভাবো তারে "মা"-টি বলিয়া॥

যে আলোর পরশ বিনা দৃষ্টি হয় অন্ধ কানা
কৃষ্ণ-শূন্য ভাবো কি প্রকারে।
জ্ঞানময়ী চিতিশক্তি দৃষ্টিতে যে অভিব্যক্তি
অতএব "মা" বল তাঁহারে॥
প্রত্যক্ষ সত্যেরে ধরি যদি যাও অগ্রসরি
অবশ্যই "কৃষ্ণলাভ" হবে।
সাক্ষাতে উপেক্ষা করি কভু না লভিবে হরি
ফিরে এসো মন, এ বাস্তবে॥

বিবেক

প্রাণেরি উপরে প্রকৃতি খেলিছে
এ বিশ্বটি তাই নানাম্বে ফুটিছে
প্রাণই,—প্রকৃতিরূপে প্রকাশিছে
পরা ও অপরা হয়ে।
"পরিবর্তণশীল-নিত্য"—হইয়া
"পরম-ই" রয়েছে প্রকৃতি সাজিয়া
"স্বয়ং-ই,-শাশ্বত-রূপেতে থাকিয়া
খেলিছে প্রকৃতি নিয়ে॥

ভোগস্পৃহা যাহা ফোটে প্রকৃতিতে
আস্বাদেন তিনিই,—এবিশ্ব লীলাতে
জীব কাঁদে হাসে শুধু অজ্ঞানেতে
প্রকৃতির-ই মায়া-ছলনায়।
শ্রেষ্ঠ জীব মানব পেয়ে এ জীবন
শ্রেষ্ঠ ধন পায় বিবেক-রতন
সাধন-প্রযত্নে করি জাগরণ
সাক্ষী হয়ে রয় এ লীলায়॥

সহজে কিন্তু এ ভাবটী আসেনা
সাধনায়ও থাকে মায়ার ছলনা
তাই অভিমানে ডোবে বহু জনা
হেয় শ্রেয় নিয়ে শুধু মত্ত থাকে
বোঝে না তত্ত্ব যাহা আদি সত্য
নাম ও রূপেতে রহে শুধু মত্ত
উপলব্ধি নাই একেরই বহুত্ব
ভেদ ভাবে দেখে কৃষ্ণ ও কালীকে॥

বিবেকে জাগায়ে বায়না আগায়ে
কে রয়েছে,—কৃষ্ণ কিংবা কালী হয়ে
কেনই বা এল হেন রূপ লয়ে
এ বিশ্ব প্রপঞ্চ মাঝে।
এই "সৃষ্টি-লীলা" রক্ষার কারণ
যখনই যেমন হয় প্রয়োজন
সেই নাম লয়ে আসে নারায়ণ
যথাযথ রূপ ও সাজে॥

অসুর নাশিতে নিজ বক্ষোপরে
স্বীয় শক্তি লয়ে "কালীরূপ" ধরে
রাক্ষস বধিতে অযোধ্যা নগরে
আবির্ভূত "রাম" রূপে।
অসুর শক্তির পুনরাবির্ভাবে
নন্দগোপ গৃহে আসিলেন তবে
"কৃষ্ণ" নামে তাঁরে ডাকি মোরা সবে
রুচীমত বিশ্ব ভূপে॥

সকলেই মোরা একৃকেই ডাকি
শুধু জ্ঞানাভাবে তত্ত্ব ভুলে থাকি
নিজেয় ও অপরে দিয়ে যাই ফাঁকি
শুধু বিভেদই প্রচার করি।
পরম সম্পদ এ বিবেকখানি
নিদ্রিত-বিধায়ে এত হানাহানি
সাধক সমাজে শুনে কানাকানি
তাই আজ কেঁদে মরি॥

"লক্ষ্য-জপ" আর "লক্ষ-জপ"

"লক্ষ্য-জপে" ফোটে জ্ঞান   "লক্ষ-জপে" অভিমান
লক্ষ্য লক্ষে এই ব্যবধান।
লক্ষ-জপ গণনায়,   জপে,-লক্ষ্য রহে তাঁয়
দুই কিন্তু নহেক সমান॥
"লক্ষ্য-জাপক" দেখে চেয়ে   মা রয়েছে কোলে নিয়ে
এতকাল পাইনি সন্ধান।
জপ সাথে লক্ষ্য এলে   ক্রমে "সত্য-দৃষ্টি" খোলে
দেখে ইষ্টই হয় মোর প্রাণ॥

ছেড়ে থাকায় কাঁদে প্রাণ   বহে অন্তরাশ্রু-বাণ
মাকে পেতে ধায় দ্রুতগতি।
বাহ্য আকর্ষণ ক্রমে   সে ভক্তের যায় কমে
অন্তরেতে হয় অগ্রগতি॥
"লক্ষ-জপ" জাপক মনে   জেগে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
নহি আমি সাধারণ জন্।
এই দৃষ্টি ফোটে চোখে   পাষণ্ড ভাবেতে লোকে
এরা সব ভ্রমে অকারণ॥

অবজ্ঞায় দেখে সবে   নিজেরেই শ্রেষ্ঠ ভাবে
এ ভাবনায় আসে অধোগতি।
"লক্ষ্য-জপ" জাপক মনে   ব্যাকুলতা সর্বক্ষণে
দয়া করে দাও মা সুমতি॥
আমি তোমাতেই থেকে   ভুলে আছি মা তোমাকে
এই ব্যাথা জাগে তার প্রাণে।
সবকিছু ভুলে গিয়ে   সে থাকিতে চায়, নিয়ে
স্মরণেতে "প্রাণকৃষ্ণ" ধনে॥

ক্রমে তার বোধ আসে যে চৈতন্যে বিশ্বভাসে
তিনিই তো সবাকার প্রাণ।
নানা মতে নানা পথে সকলেই চায় পেতে
মাত্র নাম রূপ ব্যবধান॥
নির্গুণ যে নিরাকার বিশ্বরূপে সে সাকার
সবই তাই "কৃষ্ণবোধে" দেখে।
হেয়শ্রেয় প্রিয়াপ্রিয় তার চোখে সবই প্রিয়
সে শুধুই "কৃষ্ণ" নিয়ে থাকে॥

যত মত তত পথ

মনরে—

সাধন সাথে শ্রদ্ধা রাখিস
সকল মত ও পথে।
স্ব-সাধনে দৃঢ় থাকিস্
প্রথম সাধনাতে॥
সকল পথের গতিই জানিস
একমেবাদ্বিতীয়ম্॥
হেয় শ্রেয় নয়রে কেহ
তিনি···সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্॥

অপর পথকে হেয় ভাবা
ব্যর্থতারই নামান্তর।
হেয় শ্রেয় ভেদ্ দর্শণে
স্ব-সাধনাই হয় দুস্তর॥
চিত্তবৃত্তি মলিনতায়
আরও ডুবে যায়।

শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি বিনা
ইষ্টলাভ না হয় ॥

প্রার্থনাতে জানাস্ তাঁরে
"ওগো নারায়ণ
সমতাতে পূর্ণ করো
আমার প্রাণ ও মন ॥"
এ পার্থনায় তাঁর করুণায়
দৃষ্টি শুদ্ধ হবে।
"প্রাণ-গোবিন্দ" তেমন ভক্তে
দেখাও তখন দেবে ॥

আত্মা বা প্রাণ রূপেই
তিনি আছেন সর্বভূতে।
রুচীমত আস্বাদনই
পাবি এই প্রাণ হ'তে ॥
মেঘমুক্ত সূর্য্যসম
শুদ্ধ-চিত্ত পরে।
"প্রাণই" প্রকাশ হবে রে মন
ইষ্টমূর্ত্তি ধরে ॥

মাতৃ-বোধ

মাতৃগর্ভ হতে লভিয়া এ দেহে
বর্দ্ধিত হয়েছি পিতৃমাতৃ স্নেহে
আজ তাঁরা নাই! কিন্তু দেখি চেয়ে
তুমি মা যাওনি এক পাও ছেড়ে।

আরো চেয়ে দেখি পিছনের পানে
তুমি নিয়ে ছিলে আমারে সেখানে
তুমিই থাকিবে দেহের মরণে
আজও নিয়ে আছ সদা বুকে করে ॥

এ দেহে থাকিয়া জনক সাজিলে
পৌত্র মুখে "দাছু" ডাকটি শুনিলে
কত রূপে রসে মজিয়া রহিলে
"আমি"-টি নিমিত্ত করিয়া।
তুমি মায়াবিনী জননী সবার
অনাদি এ খেলা খেল অনিবার
জীব,-মোহে বলে আমিও আমার
তোমারই মায়াতে ভুলিয়া ॥

নব নব দেহে আশি লক্ষবার—
খেলিয়া, ধর মা মানব আকার
মনুষ্যত্ব-লাভ করি শেষবার
ফের স্বরূপের পানে।
সত্যের দিকে তখন লক্ষ্য দাও
পিচ্ছিলতা হেতু পড়ে পড়ে যাও
পড়ে গিয়ে পুনঃ উঠিয়া দাঁড়াও
ভুক্ত-ভোগীই তত্ত্ব জানে ॥

তোমারি মায়ায় থাকিয়া মোহিত
শুনেও বোঝেনা কিবা হিতাহিত
তব কৃপা গুণে হইলে বিদিত
"শুদ্ধ-বোধ" তবে জাগে।

যে কোন ভাবই ফোটে হৃদিমূলে
কাম ক্রোধ লোভ আসুক যে ছলে
সে বোধ জাগিলে সবেরে মা বলে
"মা-বোধ" ফোটেনা আগে ॥

সংস্কার

তোমারে চিনিনা বলে খুঁজি চারিধারে।
হেথা নাই হোথা ব'লে, মরি ঘুরে ঘুরে ॥
তুমি "নিত্য-সত্য" তোমাতেই সব ফোটে।
প্রাকৃত সংস্কারে,—নানা ভাবে নানা ঘটে ॥

সংস্কারের-অস্তিত্বও তোমা বিনা নাই।
সর্বভুতে সর্বাবস্থায় আছো সর্বদাই ॥
ভিন্নবোধে সংস্কারকে করি অস্বীকার।
তুমি আছ তাই-ই আছে যত সংস্কার ॥

সর্বভুতে প্রাণ হয়ে আছো বলে তুমি।
আত্ম-জ্যোতিঃ পরশেতে সংস্কারে ভ্রমি ॥
প্রকৃতির গুণ হতেই সংস্কার আসে।
প্রকাশ যে হয় তাহা তোমারি পরশে ॥

সমুদ্র উপরে খেলে যথাউর্মিমালা।
তেমনি তোমার পরে সংস্কারের খেলা ॥
অতএব 'সু' আর 'কু'—সর্ব সংস্কারে।
তোমা বোধে হেরিলেই,—হেরিব তোমারে ॥

অসংখ্যের মাঝে তোমায় হেরিতে হেরিতে।
তোমাময় সংস্কার তবে, জাগিবে এ চিতে ॥
শুধু চিত্ত-শুদ্ধি-হেতু সাধনাটি করা।
চিত্ত যখন শুদ্ধ হয়, তুমি দাও ধরা ॥

যে নামে, যে রূপে, যে ভাবে দেখিবার আশা।
সাধনা সঠিক হলেই মিটাও পিপাসা ॥
ইষ্টবোধে দুষ্টে শিষ্টে ভাবিতে শিখিলে।
ভার পুষ্ট যারই হয় তারে নাও কোলে ॥

চিত্তের-অশুদ্ধতা হেতু হেয় শ্রেয় দেখা।
যতই সাধনা কর, মূলে সবই ফাঁকা ॥
ঐরূপ সংস্কারই অন্তরে জনমিয়া।
জন্ম-জন্মান্তরে "সত্যে" রাখিবে ঢাকিয়া ॥

দান ধর্ম

দানই শ্রেষ্ঠ কলিযুগে দান রহে চারিভাগে
ধর্মদান সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।
দ্বিতীয়েতে বিদ্যাদান তৃতীয়েতে প্রাণ দান
চতুর্থেরে অন্নদান কয় ॥
স্বয়ং "মনু" গেছেন বলে এখন এই কলিকালে
যজ্ঞ বা তপস্যাদি নরের সাধ্যাতীত।
তিনি করেছেন ব্যাখ্যা এরূপ ধর্মের আখ্যা
ধর্ম নাই ইহার ব্যতীত ॥

ধর্ম-তত্ত্ব পেলে আগে তবে ধর্ম-ভাব জাগে
"ভাণ" কিন্তু ধর্ম কভু নয়।
গুরু-কৃপা লভি তায় তত্ত্ব পথে সাধনায়
রত হলে, ধর্মলাভ হয়॥
আত্ম কৃপা না লভিলে গুরু-কৃপা নাহি ফলে
মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের আগে প্রয়োজন।
না মানি ধর্মের ক্রম হয় শুধু ব্যতিক্রম
অনিত্য-কামনায় শুধু হতেছে ভ্রমণ॥

ধর্মলাভ যার হয় ভাবেতে প্রকাশ পায়
সেইভাব হয়ে সঞ্চারিত।
জগৎ-কল্যাণ করে ধায় মৌন পথ ধরে
এই তত্ত্ব ভাষার অতীত॥
অদৃশ্য অশ্রুত ভাবে শিশির ঝরে—এই ভবে
শত শত বৃক্ষ তায় হয় মুকুলিত।
প্রকৃত ধার্মিক জনে মৌন রহি দেহে মনে
ধর্ম দান করে সেই মত॥

"ব্যতিক্রমে" অবহেলি "ক্রম" ধরি পথ চলি
তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হ'লে পর।
"ক্রমকে" আনার তরে যাইলে সাধনা করে
ধর্ম ফোটে "মরম-ভিতর।"
শুদ্ধ চিত্ত অবস্থায় ধার্মিকের কৃপা পায়
অশ্রুত ও অদৃশ্য ভাবেতে।
যোগ্যতা না লভি আগে বাঞ্ছে যাহা ভাব জাগে
ধর্মলাভ নাহি হয় তাতে॥

গুণাতীত ধাম

অনুভূতি লাভের তরে যে যায় সাধনা ক'রে
ঈশ্বরের করুণা সদা তার শিরে ঝরে।
অবশ্য করুণা তাঁর ঝরিতেছে অনিবার
যে যাহার ভাবমত অনুভব করে॥
"তত্ত্ব-বোধ" না লভিয়া জাগতিক আশা নিয়া
যশ ও গৌরব আশে যে সাধনা করি।
নামের মাহাত্ম্য গুণে যথাযথ সে সাধনে
ভাবমত আশাপূর্ণ করেনও শ্রীহরি॥

সে সুখ অনিত্য হয় রাজা গুণে প্রকাশয়
গুণাতীত-ধামে কভু পারেনা পশিতে।
গুণমায়া মুক্ত হতে ঈশ্বরের সাধনাতে
গুণেতেই বাঁধা পড়ে কঠিন ভাবেতে॥
একমাত্র তাঁর আশে ত্রিগুণের বাঁধন খসে
অন্তরেতে ফুটে ওঠে গুণাতীত ভাব।
গুণ মাঝে নানাসাজে সেই গুণাতীত রাজে
অন্তর-চোখেতে ভেসে,-ঘুচায় অ-ভাব॥

যথা বিশ্ব তথা রয় "মুখ্য,"-গৌণ হয়ে যায়
অজ্ঞানের গৌণ,—জ্ঞানে মুখ্য হয়ে ভাসে।
বদ্ধাবস্থায় যে বিষয় মুখ্য বলে বোধে রয়
গুণমুক্ত চোখে তাহাই গৌণ হয়ে আসে॥
হয় নাকো নামান্তর শুধু হয় রূপান্তর
পঞ্চ-তন্মাত্রই তখন "কৃষ্ণ রূপ" ধরে।
পশু পক্ষী বৃক্ষ,-"কৃষ্ণ" পুত্র পরিজন-"কৃষ্ণ"
যে যাহার নামে থাকে,—রূপে "কৃষ্ণ স্ফুরে"॥

সত্য বোধ

তুমিই মাত্র আপন সবার
আপন বোধে পারিনি নিতে।
তোমায় আপন ভাবতে গেলেই
টানছে আমায় বিপরীতে॥
তোমায় কি মা এ জীবনে
আপন করে পাবো না গো।
অজ্ঞানতার এ সংশয়টি
মুছিয়ে দিয়ে তুমি জাগো॥

জাগলে তবে হৃদয় পাবে
ভক্তি পরমধন।
ভক্তিবিনা "বোধ" আসেনা
তুমি যে আপন॥
জ্ঞানভক্তি-ভ্রাতা ভগ্নী
ভাইকে ছেড়ে বোন থাকে না।
দুয়ের মিলন না হওয়াতেই
এককেই মোরা দেখি নানা॥

সাধন ভজন করছি বটে
তত্ত্ব ভুলে আছি।
নাম আর রূপের বাহ্যে মজেই
দ্বন্দ্বে ডুবিতেছি॥
নির্দ্বন্দ্বে আমায় রাখো মাগো
এই মিনতি করি।
তুমি তো একাই সব হয়েছ
লীলাতে হে হরি॥

এ সত্য বোধ দাও মা আমায়
সংশয় যাক দূরে।
তোমা-বোধে মন্দ ভালো
দুয়েই থাকি ধরে॥
তোমা ছাড়া ভাল মন্দ
কেমন করে থাকে?
(যেন) ভাল মন্দ দুয়ের মাঝেই
দেখি মা তোমাকে॥

সাধন কিংবা অসাধনে
আমিষ নিরামিষে।
নিদ্রা জাগরণে থাকি
তোমার সাথে মিশে॥
জীবন কিংবা মরণেতে
তুমিই আছো, এই বোধেতে।
তোমার কৃপায় এই কটা দিন
পারি যেন কাটিয়ে যেতে॥

স্ব-ধামে গমন

আকাশ অসীম বটে হে অসীমতম।
তোমার যে অসীমতা আরো অনুপম॥
শান্তি-আনন্দেতে পূর্ণ তোমার স্বরূপ।
তারি এক-কণামাত্র এই বিশ্বরূপ॥

কণামাত্র-এই বিশ্বে ছড়ায়ে রেখেছ।
জীব হয়ে নিজে তাহা ভোগ করিতেছ॥

আপনারে আস্বাদিছ তুমি হে মহান।
স্ব-মায়ায় হয়ে থেকে অসংখ্য প্রমাণ ॥

জীব-ভাবে ভুলে থেকে নিজেই নিজেরে।
স্বগত "লীলার-রস" আস্বাদ সংসারে ॥
হাসি-কান্না সুখ-দুঃছে রয়েছ মজিয়া।
এমনে অপূর্ব-লীলা যেতেছ করিয়া ॥

নানা দেহ ধরিতেছ লীলা-আস্বাদিতে।
হাসি কান্নার-আনন্দেতে বিরাজ মহীতে ॥
সাধ যবে জাগে তব—"স্বরূপে ফিরিতে"।
নিজেরে নিজেই মুক্ত কর মায়া হতে ॥

"সদ্‌গুরু-রূপে" নিজেয় করিয়া প্রকাশ।
মায়ামুগ্ধ-চিত্তে আনো সত্যের-বিকাশ ॥
বিকশিত সত্যপথে করিয়া গমন।
স্বরূপেতে ফিরে যাও ওগো নারায়ণ ॥

এই পথে যাত্রাকালে এ লীলা-মাধুর্য।
দুনয়নে পড়ে তব ফুটি জ্ঞান সূর্য ॥
প্রত্যক্ষ এ লীলা হেরি প্রেমেতে মাতিয়া।
ক্রমে স্ব'-রূপে ও ধামে, যাও হে ফিরিয়া ॥

দ্রষ্টব্য :

১। হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ—
কি অমৃত তুমি চাহ—করিবারে পান।
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ॥

২। যত কাল তুই শিশুর মত
থাকৃবি বলহীন।
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাকৃরে ততদিন॥

যখন রে তোর শক্তি হবে
উঠবে জেগে প্রাণ।
আগুন ভরা-সুধা তাঁহার
করবি তখন পান॥

—রবীন্দ্রনাথ

অনুভূতি

চোখে আজি একি দেখি
এসব কি ভুল নাকি
সর্বাগ্রেতে তুমি থাকি
দাঁড়াইছ সম্মুখে আমার।
যা পড়িছে এই চোখে
তারি আগে তুমি থেকে
তোমাতেই ঢেকে রেখে
দেখাইছ স্বরূপ তোমার॥

জানিতাম এতদিনে
কাশী কিংবা বৃন্দাবনে
প্রকাশিয়া কোন ক্ষণে
যেই লীলা গিয়াছ করিয়া
তার বেশী বুঝি নাই
ছিনু শুধু চাহিয়াই
তব কৃপা লভিয়াই
আজ হেথা এসেছি ফিরিয়া॥

পড়িয়া শ্রীগীতাখানি
বুঝিয়া তোমার বাণী
শুনিনু শাশ্বত ধ্বনি—
"বিশ্বরূপে" সাজিয়া রয়েছ।
তাই এবে ফিরে দেখি
বৃক্ষ লতা তুমি, একি
জীবরূপ ধরে থাকি
সব মাঝে লুকাইয়া আছ ॥

ভাবিতে এমন করে
দেখি,—সত্যি আছো ধরে
ছিনু শুধু দূরে দূরে
না জানা—বোঝার তরে।
যত ভাবি তত পাই
যেথা থাকি যেথা যাই
দেখি তোমা সব ঠাঁই
আরও দেখি নিজের মাঝারে ॥

তুমি প্রাণ তুমি আত্মা
জ্যোতির্ময় পরমাত্মা
বিশ্বময় তব সত্ত্বা
সত্ত্বা একই,—স্থূলে দেখি নানা।
আছো বলে সব আছে
না থাকিলে সব মিছে
সত্ত্বা আগে স্থূল পাছে
অজ্ঞতায় সত্ত্বাকে দেখিনা ॥

এ সত্ত্বাই কৃষ্ণ কালী
ভাব রুচী মত খালি
এক-সত্ত্বা হন্ সকলি।
পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনে—
সঠিক পথেতে গেলে
শুদ্ধ-চিত্তে দেখা মেলে
বাহ্য-আকর্ষণ ভুলে
সত্যাকাঙ্খা জাগিলে জীবনে॥

সত্ত্বারূপে দেখে আজ
ভুলে যাই দুঃখ লাজ
পরে আছো বিশ্ব সাজ
সবে তাই "মা" নামেতে ডাকি॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েতে
তব সত্ত্বাই হেরি তাতে
তাই আজ এ সত্যেতে
আপনায় ডুবাইয়া রাখি॥

স্বরূপ স্থিতি

মন আর এমন করে ঘুরিস নারে।
পেলি এমন মানব জীবন,
স্বরূপ-পানে আয়রে ফিরে॥
"সচ্চিদানন্দ" স্বরূপ যে তোর
মায়াচক্রে আছিস ভুলে।
মায়ার পরেই "নিত্যলীলা"
"মা" বলে আয় লীলার মূলে॥

দেখ্‌তে পাবি সেই লীলাময়
হ'য়ে নির্গুণ নিরাকার।
মা প্রকৃতির মাধ্যমেতেঁ
ধরে আছেন বিশ্বাকার॥
রাম কৃষ্ণ শিব ও দুর্গা
তাঁর লীলারই বাহ্যরূপ।
জীব, জগৎ বা চন্দ্র সূর্যও
হয়েছেন সেই বিশ্বভুপ্‌॥

আদি তত্ত্বে ফিরে আয় মন
চিত্ত-শুদ্ধি ক'রে।
সাধন পথেই দেখ্‌তে পাবি
শুধু "লীলা-মধু" ঝরে॥
সেই মধুপান করতে করতে
হবি মধুময়।
এম্‌নি করেই শেষে পাবি
স্বরূপে আশ্রয়॥

বীজ গাছ ফল

কর্মফলের গাছটি কেমন
মন-তুই কি দেখছিস্‌ রে?
কোন্‌ মালী তায় করলো রোপন
কোথাই বা তার বীজ ছিল রে?
বীজ ছাড়া তো গাছ হয় না
গাছ ছাড়া তো ফল রয়না।
ফল নিয়েই সব মাতামাতি
বীজ ও গাছকে কেউ দেখেনা॥

যেমন কোন মেলার মাঝে
অনেক রকম পুতুল নিয়ে— ॥
আড়াল থেকে নাচায় তাদের
দর্শকেরা রয় ভুলিয়ে ॥
পুতুল কাঁদে পুতুল হাসে
কেউ বা বেড়ায় বুক-ফুলিয়ে।
দর্শককুল মগ্ন এতেই
যে নাচায়—তারে না দেখিয়ে ॥

এ "জ্ঞান" থাকা তাই প্রয়োজন
"এর মূলেতে আছে একজন"।
হাজার খেলা দেখিয়ে বেড়ায়
পর্দার আড়ে থেকে সেজন ॥
পুতুলের যে হাসা কাঁদা
সেই খেলুড়ের ইচ্ছামত।
খেলার শেষে রাখে আবার
যত্ন করে পুতুল যত ॥

এই খেলাতে ফলে যে ফল
তার "গাছটি" হ'ল ঐ খেলুড়ে।
তার "যে-ইচ্ছায়", এই খেলা হয়
ইচ্ছাটিকে "বীজ" বলে রে ॥
বিশ্ব-বৃক্ষের এই খেলাতে
দেখছো যত ফলাফল।
প্রাণরূপে সেই "বিশ্ব-প্রাণই"
একাই খেলা করছে কেবল ॥

তাঁর বিহনে কোনখানে

কোন খেলাই হয়না।

মায়া-পর্দার আড়ে খেলেন

কাউকে ছেড়ে রয়না॥

জেনে চিনে যে যায় কাছে

গাছটিকে সেই দেখিতে পায়।

প্রেম ভক্তির মধুর রসে

ভাসতে ভাসতে সে ডুবে যায়॥

ভাবের খেলা

সাধনে প্রাণ,—মনকে নিয়ে

যখন মহাপ্রাণের কাছে যাবে।

জ্ঞান ও প্রেমের পথে তবেই

ধর্ম অর্থ মোক্ষ পাবে॥

মহাপ্রাণের ইচ্ছায় এ প্রাণ

"মন-আয়নাতে" দেখে খেলা।

স্বগত-ভেদ সৃষ্টি করেই

"প্রাণ-কৃষ্ণের" এই নিত্য লীলা॥

লীলার বশে অবশেতে

মায়ায় করি ভর।

আভাসে অসংখ্য ভাবে

খেলেন যে ঈশ্বর॥

তাই এ বিশ্বে সকল দৃশ্যে

তাঁরই রূপ যে ফোটে।

যে রূপে তাঁয় দেখতে হে চায়

দেখে আপন চিত্তপটে॥

যে যার সংস্কারের বশে

সাধন-যত্নে কাছে গেলে।

কালী-কৃষ্ণে ভেদ দেখেনা

সবায় দেখে,—তাঁতেই খেলে॥

সবার প্রাণ বা আত্মারূপে

পরমাত্মা সে জন।

জড় চেতন সকল ভাবে

একাই অগনন॥

তাইতো ভেদের নাই অবসর

তেমন সাধন ব্যর্থ।

ভেদ্ ভাবেতে মগ্ন সাধক

পায়না পরমার্থ॥

তোমায় নিয়ে আমায় নিয়ে

একাই সবায় নিয়ে।

যে যার ভাবেই খেলছে তিনি

সাধু তস্কর হয়ে॥

উপসংহার

নিন্দা কুৎসা অপবাদ—যে যা দেবে মোরে।

শ্রদ্ধাসহ তাহা আমি—লবো শিরোপরে॥

সে সবে ভূষণ করি অঙ্গেতে রাখিব।

"সার্থক জীবন" বলি স্মরণ করিব॥

নিন্দা কেহ করে নাকো অজানা জনারে।

তাই শুধু যেতে আশা সবাকার দ্বারে॥

শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ।